অম্বষ্ঠকুল-চন্দ্রিকা।

অর্থাৎ

বৈদ্যজাতির চক্ষুদান।

অম্বষ্ঠকুলোদ্ভব কোন পরিব্রাজক কর্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।
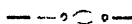
কলিকাতা,

৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, বরাট প্রেসে

শ্রীরাখালদাস বরাট কর্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৯৯ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা।

উপক্রমণিকা

বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীতে এতদ্দেশে যেরূপ প্রথা প্রচলিত দেখা যায়, তাহাতে আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেরই মধ্যে আত্মপরিচয়ের প্রায় সম্পূর্ণ অভাবই দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ সে অভাব পূর্ব্বতন কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অনভিজ্ঞতা জন্যই বলিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে সুকুমারমতি বালকবৃন্দকে ইংলণ্ড, রোম, গ্রীস প্রভৃতি বিদেশীয় রাজাদিগের বংশাবলী জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা অনায়াসেই সে সমস্ত বলিতে পারিবে, কিন্তু হয়ত আপনাদিগের পিতামহ, প্রপিতামহ বা প্রমাতামহের নাম মাত্রও বলিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং যাহারা পিতামহ বা মাতামহের পূর্ব্বতন দুই এক পুরুষের নাম বলিতে অশক্ত তাঁহারা কিরূপে সর্ব্বজন সমক্ষে জাতিগত বা বংশগত পরিচয় দিতে সমর্থ হইবে? ইহা যে কেবল তাহাদিগেরই দোষ, তাহা নহে। ফলতঃ আমরা যদি শৈশব কাল হইতে তাহাদিগকে সে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিতাম তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই বলিতে পারিত। অতএব আমাদিগের অনভিজ্ঞতাই তাহার মূল কারণ বলিতে হইবে। এজন্য আমরা সেই অভাব দূরীকরণার্থ বহুদিন হইতে অম্বষ্ঠকুল-চন্দ্রিকা নামে কোন গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা আধুনিক বৈদ্যজাতির মূল, তাহাদিগের জাতিগত গৌরব ও মর্য্যাদা এবং ব্রাহ্মণ বর্ণোক্ত ক্রিয়াকর্ম্মে যে তাহাদিগের সম্পূর্ণ অধিকার আছে ইত্যাদি বিষয়গুলি সমগ্র বৈদ্যমণ্ডলীর হৃদয়গোচর করিবার জন্য বহুতর প্রয়াস পাইয়াছিলাম; কিন্তু নানাবিধ প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত এতদিন আমরা তাহাতে সফলপ্রযত্ন হই নাই। যদিচ এসম্বন্ধে অনেকানেক কৃতবিদ্য বৈদ্য মহোদয় সময়ে সময়ে বহুতর অনুসন্ধান করিয়াছেন কিন্তু কেহই তাহাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কেবল বহরামপুর নিবাসী সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিতাগ্রগণ্য ঋষিতুল্য স্বর্গীয় মহাত্মা গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ই বৈদ্যকুল-তত্ত্ব সম্বন্ধে বহুতর যত্ন ও

পরিশ্রম দ্বারা বহুবিধ শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদিগের প্রকৃতার্থ নিষ্কাশন দ্বারা ব্যাখ্যা ও টীকা সম্বলিত কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া যান। বিশেষতঃ তিনি সময়ে সময়ে প্রকাশ্য সভামণ্ডলেও বৈদ্যদিগের কুলগৌরব এবং জাতি বিনিশ্চয় সম্বন্ধে বহুতর তর্ক দ্বারা অধ্যাপক-মণ্ডলীকেও নিরুত্তর করিতেন। ফলতঃ তাঁহার কৃত পুস্তিকাগুলি এপর্য্যন্ত সমগ্র বৈদ্যসমাজে প্রচারিত হয় নাই; এজন্য প্রায় অধিকাংশ বৈদ্য স্ব স্ব জাতীয় পরিচয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আছেন। আ'জ আমরা সেই অভাব দূরীকরণার্থ উপরোক্ত স্বর্গীয় কবিরাজ মহোদয় ও তৎপুত্র শ্রীযুক্ত বাবু ধরণীধর সেন গুপ্ত মহাশয় দ্বয়ের সংগৃহীত বিষয়গুলির সারাংশ এবং আরও নূতন নূতন বচন প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গানুবাদ সহ অম্বষ্ঠকুল-চন্দ্রিকা অর্থাৎ বৈদ্যজাতির 'চক্ষুদান' নামক এই গ্রন্থখানি মাননীয় স্বজাতি মহোদয়-গণ সমক্ষে প্রকাশ করিলাম। এই চক্ষুদান সম্বন্ধে আমরা যে কতদূর কৃত-কার্য্য হইব তাহা বলিতে পারি না, তবে ইহা দ্বারা বৈদ্যসমাজের কণামাত্র উপকার সাধিত হইলেও আমরা শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

যে জাতি আবহমান কাল হইতে অসাধারণ বুদ্ধি, বিদ্যা ও জ্ঞানসম্পন্ন এবং দয়া মায়া প্রভৃতি যাবতীয় সদ্গুণের আধার ছিলেন, যে জাতি এক সময়ে ব্যবসায় বিশেষ দ্বারা সমগ্র জাতির উপরেও শ্রেষ্ঠত্ব পদ লাভ করিয়া-ছিলেন, যে জাতি এক সময়ে স্বীয় বাহুবলে সমগ্র বঙ্গের উপর একাধিপত্য বিস্তার দ্বারা বঙ্গীয় সিংহাসন কেন, সময়ে সময়ে দিল্লীর অত্যুচ্চ সিংহাসনেও অধিরোহণ করিয়াছিলেন, যে জাতির এক একটী অক্ষয় অনন্ত কীর্ত্তি প্রলয়ান্তেও বিলুপ্ত হইবার নহে এবং যে জাতি এক সময়ে জাতীয় সংস্কার বা জাতীয় আচার ব্যবহারের ন্যায় সামাজিক ক্রিয়া কর্ম্মেও ব্রাহ্মণদিগের সমকক্ষ ছিলেন সেই বৈদ্যজাতি আ'জ নিস্তেজ, নির্ব্বীর্য্য ও গৌরব বিহীন হইয়া অবনত মস্তকে সকল জাতিরই বাক্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন। জাতীয় গৌরব, জাতীয় মর্য্যাদা, বা জাতীয় অভিমান যদিচ কিয়ৎ পরিমাণেও আধুনিক বৈদ্যদিগের হৃদয় মধ্যে সমুদিত থাকিত, তাহা হইলে কখনই বৈদ্যজাতির এবম্ভূত শোচনীয় অবস্থা ঘটিত না। বৈদ্যজাতি স্বভাবতই অতি তেজস্বী ও অভিমানী। জাতীয় গৌরব সম্বন্ধে কোন জাতিই কোন

কালে বৈদ্যদিগের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। কিন্তু আ'জ সেই বৈদ্যজাতি একটী সামান্য কীটের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগের করতল মধ্যগত হইয়া মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের সুদৃঢ় দলনে দলিত হইতেছেন। আ'জ তাঁহারা কাল মাহাত্ম্যে অপহৃততেজ হইয়া অগত্যা বিষহীন বিষধরের ন্যায় সমস্তই সহ্য করিতেছেন। বাল্যকাল হইতে বিজাতীয় উচ্চশিক্ষা এবং বিজাতীয় সভ্যতার অনুকরণ যদিচ আধুনিক নব্য সম্প্রদায়ের সে অবনতির অন্যতর কারণ কিন্তু বাল্যকাল হইতে জাতীয় পরিচয়ের অনভিজ্ঞতাই যে তাহার মূল, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। আ'জ যদি তাঁহারা জানিতেন যে প্রকৃতই তাঁহারা ব্রাহ্মণবর্ণ এবং ব্রাহ্মণ বর্ণোক্ত ক্রিয়া কর্ম্মে তাঁহাদের ব্রাহ্মণের ন্যায় সমান অধিকার আছে, আ'জ যদি তাঁহারা জানিতেন যে, ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ সংজ্ঞাধারীদিগের ন্যায় তাঁহারা 'ত্রিজ'—অর্থাৎ সমস্ত দ্বিজের মধ্যে তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা হইলে আধুনিক বৈদ্যমণ্ডলীর এতাদৃশী দুরবস্থা ঘটিবে কেন? দ্বিজাতির একমাত্র গৌরবের বস্তু যে যজ্ঞসূত্র তাহা বহন করিতেই বা তাঁহাদের ভারবোধ হইবে কেন? ব্রাহ্মণেরাই বা তাঁহাদিগকে কখন শূদ্র, কখন বা বৈশ্যবৎ জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগের নিত্য-নৈমিত্তিকাদি ক্রিয়াকর্ম্ম পণ্ড করাইবেন কেন? কেবল আত্মপরিচয় না জানাই তাহার একমাত্র কারণ। এই সমস্ত অত্যাচার হইতে সমগ্র বৈদ্যসমাজকে রক্ষা করিবার জন্যই আমরা বহুতর ক্লেশ ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই 'চক্ষুদান' খানি প্রচার করিলাম। এতদ্দারা রাঢ় ও বঙ্গ উভয় সমাজের বৈদ্যমাত্রেরই আত্মপরিচয় লাভ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বিশেষতঃ রাঢ়ীয় বৈদ্যমণ্ডলী এতদ্দারা স্ব স্ব কুলজী গ্রন্থের সারাংশ এবং তাঁহাদিগের আধুনিক বাসস্থানের সংক্ষিপ্ত তালিকাও অবগত হইতে পারিবেন। অতএব সমগ্র বৈদ্যমণ্ডলীর নিকট আমাদিগের সবিনয় প্রার্থনা যে তাঁহারা যেন একবার একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া চক্ষুদানের আদ্যোপান্ত পাঠ দ্বারা আমাদিগকে বাধিত ও আপ্যায়িত করেন।

বর্ত্তমান সময়ে প্রায় অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে, বৈদ্যগণ উপনয়ন, উদ্বাহ ইত্যাদি বৈদিক কর্ম্মে ব্রাহ্মণানুষ্ঠিত আচার ব্যবহারে তাঁহাদিগের অপেক্ষা ন্যূন। বিশেষতঃ কোন কোন স্থানে বৈদ্যগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক আচার-ভ্রষ্ট হওয়াতে ব্রাহ্মণদিগেয় নিকট আরও ঘৃণিত ও অশ্রদ্ধেয় হইয়াছেন।

একদা কোন স্থানে কোন অধ্যাপক পণ্ডিত কোন বৈদ্যের পৌরহিত্যে ব্রতী হইয়া আদ্য শ্রাদ্ধ করাইতেছিলেন, এমন সময়ে আমরা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে পুরোহিত মহাশয় শূদ্রের ন্যায় বৈদ্য যজমানের কার্য্য করাইতেছেন। তদ্দৃষ্টে আমরা দুই একটী প্রতিবাদ উপস্থিত করাতে পুরোহিত মহাশয় কথঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া আমাদিগকে কহিলেন, "যে বৈদ্যজাতি এককালে সকল জাতির আদর্শ স্বরূপ ছিলেন আ'জ তাঁহারা যদি প্রকাশ্যস্থলে প্রকাশ্যভাবে ম্লেচ্ছের ন্যায় আচার ব্যবহার করিতে পারেন তাহা হইলে আমরাই বা কেন তাঁহাদিগকে শূদ্রের ন্যায় জ্ঞান না করিব"। রাঢ়ীয় বৈদ্যসমাজে কোন কোন স্থলে সময়ে সময়ে এমনও শুনা যায় যে, তথাকার বৈদ্যগণ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণদিগের নিকট শূদ্র বলিয়াও স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন না করিবেন কেন? একে ব্রাহ্মণগণ চিরকালই বৈদ্যবিদ্বেষী, তার উপরে বৈদ্যেরা যদ্যপি ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাপনি হীন হয়েন তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা যে একবারে তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়া বসিবেন ইহারই বা বিচিত্র কি? বস্তুতঃ জাতিগত পরিচয় না জানাই বৈদ্যদিগের এ অবনতির একমাত্র কারণ। আমরা ভরসা করি এতদিনের পর এই অম্বষ্ঠকুল-চন্দ্রিকা খানি যে, বৈদ্যদিগকে জাতীয় পরিচয় প্রদান এবং তাঁহাদিগের জাতীয় মর্য্যাদা ও জাতীয় সত্ব রক্ষা সম্বন্ধে চক্ষুদান করিবে ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কলিকাতা।
সন ১২৯৯ সাল মাহ মাঘ। } শ্রীঃ—

প্রথম স্কন্দ।

"সর্ব্বং সর্ব্বগুরুং সর্ব্ববীজং সর্ব্বাশ্রয়ং শিবম্।
সর্ব্বানন্দচিদাভাসং ব্রহ্মরূপং নমাম্যহম্॥
যস্য প্রভাবঃ খলু দুর্বিভাব্যো দেবেন্দ্র যোগীন্দ্রগণৈরবেদ্যঃ।
অভীষ্ট সিদ্ধির্জগতাঞ্চ যস্মাৎ নতোহস্ম্যহং তচ্চরণারবিন্দম্॥
যস্য প্রভাবাৎ প্রভবন্তি সদ্যো জগন্তি তিষ্ঠন্তি চ যান্তি নাশম্।
সুখঞ্চ সর্ব্বত্র বিনান্তরায়ং নতোহস্ম্যহং তচ্চরণারবিন্দম্॥"

""মহানির্ব্বাণ প্রলয়কালে কেবল শক্তিই একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন। সৃষ্টি-কালে তিনি তেজ, জল, অন্ন সৃষ্টি করিয়া স্বয়ংই গায়ত্রী হইয়া নির্ব্বিকারাংশ পরম ব্যোম স্বরূপ পরমাত্মা পরমেশ্বর হইয়াছিলেন। তদনন্তর তাঁহারা দুই একত্র সংমিলিত হইয়া প্রথমতঃ পরমাবিদ্যা অর্থাৎ পরমবিদ্যাশ্রয়ী সদাশিব বেদান্ত পুরুষ হন। তৎপরে অপরা বিদ্যা ঋক্ বিদ্যাদি চারি বেদবিদ্যাশ্রয় করেন। সেই চারি বিদ্যাশ্রয়ী চারি পুরুষ হইতে সাম্, ঋক্, যজুঃ এবং অথর্ব্ব বেদের উৎপত্তি হয়। উপরি উক্ত পঞ্চব্রহ্মই পুরুষ রূপ ধারণ পূর্ব্বক একত্রীভূত হইয়া কাল পুরুষ হরি অর্থাৎ মহাবিষ্ণু হয়েন"। অতএব তিনিই সৎ, চিৎশক্তি তাঁহাতেই বিদ্যমানা। তিনি স্বতঃ আনন্দময় এজন্য লোকে তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ পুরুষ বলে। তাঁহারই নির্ম্মলাংশে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার উৎপত্তি হয়। বিশেষতঃ সেই একমাত্র পরব্রহ্মই যে জীবমাত্রে আত্মাস্বরূপে

বিদ্যমান রহিয়াছেন ইহা অস্মদ্দেশীয় সকল শাস্ত্রই একবাক্যে প্রতিপন্ন করে। বহুবিধ শাস্ত্র পর্য্যালোচনা দ্বারা তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উপরে বলা হইয়াছে মহাবিষ্ণু হরির নির্ম্মলাংশে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার উৎপত্তি হয়; এক্ষণে সেই সমস্ত ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা হইতে যেরূপে জগতে লোক সৃষ্টি হইয়াছিল, নিম্নে তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। "প্রথমে যে সমস্ত আত্মাপুরুষ একত্রীভূত হইয়া অব্যক্তনাম আত্মা হইয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে মহতাদি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব সৃষ্টি করিয়া সেই সমস্ত তত্ত্ব একত্রীভূত করত তদ্দারা এক অণ্ড সৃষ্টি করেন। সেই অণ্ড মধ্য হইতেই সর্ব্বপ্রথমে এক শরীরি পুরুষের উৎপত্তি হয়"। সামবেদ, মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে যে, সেই প্রথম শরীরি পুরুষই ব্রহ্মা। মনুর প্রথমাধ্যায়ে আরও লিখিত আছে;—

সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষু বিবিধা প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজ মবাসৃজৎ॥ ৮॥
তদণ্ডম ভবদ্ধৈমং সহস্রাংশু সমপ্রভং।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥ ৯॥

অর্থাৎ প্রথমতঃ পরমাত্মা কর্ত্তৃক সৃষ্টজলে তাঁহার শক্তি বীজ অর্পিত হইলে সেই বীজ হইতে সুবর্ণ নির্ম্মিতের ন্যায় এবং সূর্য্যসন্নিভ প্রভাযুক্ত একটি অণ্ডের উৎপত্তি হয়। তদনন্তর ঐ অণ্ডমধ্যে সকল লোকের জনক ব্রহ্মাই স্বয়ং শরীর পরিগ্রহ করেন।

যত্তৎ কারণ মব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকং।
তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে॥ ১১॥

অর্থাৎ যে পরমাত্মা সৃষ্টবস্তু মাত্রেরই কারণ—যিনি বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর—যাঁহার নাশোৎপত্তি নাই—যিনি সৎপদের প্রতিপাদ্য এবং যিনি প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন বলিয়া অসৎ শব্দেও কথিত হন, সেই পরম পুরুষ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন এই অণ্ডজাত পুরুষই ইহলোকে ব্রহ্মা বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন।

হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
যদ যস্য সোঽদধাৎ সর্গে তত্তস্যাৎ স্বয়মাবিশৎ ॥২৯॥
দ্বিধাকৃত্বাত্মনোদেহ মর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং সবিরাজ মসৃজৎ প্রভুঃ ॥৩২॥
তপস্তপ্তা সৃজদ্ যস্তু স স্বয়ং পুরুষোবিরাট।
তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্যস্রষ্টারং দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৩৩॥

অর্থাৎ মনুর প্রথমাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, প্রথম শরীরি পুরুষই স্বীয় শরীর হইতে মহতাদি তত্ত্ব উঠাইয়া উহাদিগের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ পরস্পর সংযোগ করত অসংখ্য লিঙ্গশরীরি পুরুষের সৃষ্টি করেন। তৎপরে তিনি তাহাদিগকে ক্রূরত্ব,অক্রূরত্ব,মৃদুত্ব,তীক্ষ্নত্ব,হিংস্রত্ব ও অহিংস্রত্বাদি স্বভাব প্রদান করিয়া স্বেদ, উদ্ভিদ্, অণ্ড এবং জরায়ু এই চতুর্ব্বিধ যোনির সৃষ্টি করেন। অনন্তর ঐ চতুর্ব্বিধ যোনি আবার দেবযোনি, নরযোনি ও তির্য্যক্‌যোনিতে বিভক্ত হইলে ব্রহ্মা স্বয়ং দুই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। যথা;—অর্দ্ধ-দেহ পুরুষ এবং অর্দ্ধ-দেহ প্রকৃতি। পরন্তু সেই অর্দ্ধ-দেহ প্রকৃতি রূপের সৃষ্টি হইতেই সর্ব্বপ্রথমে বিরাট পুরুষের উৎপত্তি হয়। তদনন্তর ঐ বিরাট পুরুষ হইতেই মনু জন্ম গ্রহণ করেন। সেই মনুই জগতীস্থ মানবকুলের আদি-পুরুষ। তিনিও স্বয়ং উৎপন্ন এজন্য লোকে তাঁহাকে স্বায়ম্ভূব মনু বলে। তিনি অলোকসামান্য ক্ষমতাশালী এবং ত্রিকালদর্শী ছিলেন। তিনি সনাতন আর্য্যধর্ম্মকে ন্যায়ের পবিত্রমার্গে রক্ষা করিবার জন্য, এবং উৎসন্ন-প্রায় হিন্দু সমাজকে ধর্ম্ম ও সত্যের সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ রাখিবার জন্য নিজে একখানি অত্যুৎকৃষ্ট সংহিতা প্রণয়ন করিয়া যান; যাহা অদ্যাবধি জগতে মনুসংহিতা নামে বিখ্যাত রহিয়াছে।

উপরোক্ত স্বায়ম্ভূব মনু হইতেই যে ক্রমশঃ লোক সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমস্ত পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়াছে ইহারও ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু আর্য্যদিগের মধ্যে বর্ণভেদ হওয়ার মূল কি অর্থাৎ কোন্ সময়ে এবং কি নিমিত্তই যে বর্ণ বিভাগ হইয়াছিল, এপর্য্যন্ত তাহার কোন নিশ্চয় প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না; তবে সামান্যতঃ পুরাবৃত্ত পাঠে যতদূর

অবগত হওয়া যায় তাহাতে ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অপর কোন দেশে যে বর্ণ অর্থাৎ জাতি বিভেদ ছিল ইহা কোন ক্রমেই প্রতীতি হয় না। অতি প্রাচীন কালে সমগ্র পৃথিবীতে যদি একমাত্র হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে তত্তৎধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের মধ্যেও যে, জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল, অথচ কালবশে সে সমস্ত ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়াছে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ফলতঃ জগতে হিন্দু ভিন্ন অপর কোন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রথার বিদ্যমানতা দেখা যায় না; কিন্তু আর্য্যদিগের মধ্যে বর্ণভেদ হওয়া সম্বন্ধে বহুবিধ মতভেদ দৃষ্ট হয়। নিম্নে তাহার দুই চারিটি শাস্ত্রবচন প্রদর্শিত হইল।

(ক) আর্য্যজাতীয় তীক্ষ্ণমনীষাসম্পন্ন দার্শনিক পণ্ডিতেরা জগদীশ্বর ব্যতীত জগতের অন্তর্ভূত যাবতীয় পদার্থকে সাত ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন যথা;—

"দ্রব্যং গুণাস্তথাকর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকং।
সমবায় স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্তকীর্ত্তিতা" ॥

অস্যার্থ। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেস, সমবায় ও অভাব এই সাতটীকে পদার্থ কহে। তন্মধ্যে সামান্য পদার্থেরই নাম জাতি। ঐ জাতি পদার্থ আবার দুই প্রকার যথা;—পরা অর্থাৎ সাধারণ জাতি এবং অপরা অর্থাৎ বিশেষ জাতি।

(খ) যেমন নীলপীতাদি বর্ণ এবং মধুরাম্ল রস ইত্যাদি গুণভেদে অচেতন দ্রব পদার্থের শ্রেণীভেদ সর্ব্ববাদী সম্মত সেইরূপ সত্ব, রজ, তম, এই গুণত্রয় অর্থাৎ উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্ত্যাদি মানসিক গুণভেদে সচেতন জীবদিগেরও জাতিভেদ অপরিহার্য্য। যে হেতু শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে;—

"সত্বং রজস্তম ইতি গুণা প্রকৃতি সম্ভবা।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহি নমব্যয়ম্" ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন হে মহাবাহো! প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন সত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয় অব্যয়স্বরূপে জীবাত্মাকে দেহ ধারণ করাইয়া দেহী অর্থাৎ প্রাণীরূপে আবদ্ধ করেন।

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগতঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধি কর্ত্তারমব্যয়ম্" ॥

অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেব অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন যে, মানবগণের গুণবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ বিভাগ আমারই সৃষ্ট। অতএব আমাকে (স্বগুণ অবস্থায়) ঐ কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া জানিও; কিন্তু (নির্গুণ অবস্থায়) আমি যে উহার কর্ত্তা নহি তাহাও জানিবে।

শাস্ত্রান্তরে আরও কথিত আছে, "আকৃতি প্রকৃতি গ্রাহ্যা জাতিকর্ম্মানুসারিণী" অর্থাৎ মানবগণের আকৃতি প্রকৃতি দ্বারা জাতিভেদ জানা যাইবে। জাতি পদার্থ কেবল মনুষ্যদিগের কর্ম্মেরই অনুসারিণী অর্থাৎ মনুষ্যেরা আপনাপন পাপ পুণ্যাদি কার্য্যের ফলস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন জাতিতে উৎপন্ন হয়।

(গ) জাতিভেদ সম্বন্ধে শাস্ত্রান্তরে অন্যরূপ ব্যবস্থাও দেখা যায়। যথা;—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসী দ্বাহূরাজন্য কৃতঃ।
উরুতদস্য যদ্বৈশ্যঃপদ্ভ্যাং শূদ্রোজায়তে ॥"

এতদ্দৃষ্টে বশিষ্ট বলিয়াছেন "গায়ত্র্যাচ্ছন্দসা ব্রাহ্মণমসৃজ, ত্রিষ্টুভা রাজন্যং, জগত্যা বৈশ্যং ন কেনচিৎ ছন্দসা শূদ্রং ইতি অসংস্কার্য্যো বিজ্ঞায়তে"। অপিচ মনু প্রথম ও দশমাধ্যায়ে বলিয়াছেন;—

লোকানাস্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তত ॥ ১ম, ৩১ ॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রোনাস্তিতু পঞ্চমঃ ॥ ১০ম, ৪ ॥

অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা জগতে লোকবৃদ্ধির নিমিত্ত স্বীয় মুখ, বাহু, উরু ও পাদ দেশ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করেন। বিশেষতঃ ঐ চারি বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজ এবং অপর একটী যে শূদ্র তাহারাই চতুর্থ বর্ণ। এতদ্ভিন্ন আর পঞ্চম

বর্ণ নাই। ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুদিগের মধ্যে যত বিভিন্ন জাতির বিদ্যমানতা দেখা যায় সে সকলই এই চতুর্বর্ণের অন্তর্নিবিষ্ট। যথা;—মূর্দ্ধাভিসিক্ত, অম্বষ্ঠ, ভিষক, গোলক ইত্যাদি ব্রাহ্মণবর্ণ; মাহিষ্যাদি ক্ষত্রিয়বর্ণ; তদ্ভিন্ন আর সমস্তই শূদ্রবর্ণ।

আর্য্যদিগের মধ্যে জাতি বা বর্ণভেদ হওয়া সম্বন্ধে যত প্রকার বিভিন্ন মতই বিদ্যমান থাকুক না কেন, এস্থলে সে সম্বন্ধে আর অধিক দৃষ্টান্ত দেখাইবার আবশ্যকতা নাই। যেহেতু সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় এবং তদন্তর্নিবিষ্ট বিভিন্ন জাতির বিদ্যমানতা আবহমান কাল হইতে আর্য্যমাত্রেই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছেন। কেবল সেই সমস্ত বিভিন্ন জাতির মধ্যে বর্ত্তমান সময়ের 'বৈদ্য' সংজ্ঞক অম্বষ্ঠদিগের স্বাধিকার সপ্রমাণ করা অর্থাৎ তাহারা যে পরশুরামাদির ন্যায় প্রকৃতই ব্রাহ্মণবর্ণ এবং ব্রাহ্মণোক্ত ক্রিয়া কাণ্ডে যে তাহাদিগের সম্যক অধিকার আছে, সমগ্র অম্বষ্ঠ মণ্ডলীতে তাহা জানাইবার জন্য নিম্নে বহুতর শাস্ত্রবচন ও তাহার প্রকৃতার্থ এবং বহুতর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল।

সকল দেশীয় সকল শাস্ত্রেই সৃষ্টির মূলে প্রকৃতি-পুরুষের অস্তিত্ব একবাক্যে প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ সনাতন আর্য্যধর্ম্মে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রকৃতি-পুরুষ রূপ গ্রহণের বিষয় উপরে যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে কিরূপে সেই অর্দ্ধ দেহ প্রকৃতি সম্পূর্ণতা লাভ করে মনুষ্য দৃষ্টান্তে তাহা সপ্রমাণ করা যাইতেছে।

"পাটিতোহয়ং দ্বিজঃ পূর্ব্বমেক দেহ স্বয়ম্ভুবা।
পতয়োহর্দ্ধেন চার্দ্ধেন পত্ন্যোহভুবন্নিতি শ্রুতিঃ॥
যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধং ভবেৎ পুমান্।
নার্দ্ধং প্রজায়তে পূর্ণ প্রজায়েতে ত্যপি শ্রুতিরিতি"॥

ব্যাস সংহিতা॥

অর্থাৎ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজবর্ণেরা ব্রহ্মার সহিত একদেহ বিশিষ্ট ছিলেন। পরে ব্রহ্মা উঁহাদিগকে স্বীয় দেহ হইতে বিভিন্ন করিয়া পুরুষ-প্রকৃতি রূপে

(অর্থাৎ অর্দ্ধদেহ পুরুষ এবং অর্দ্ধ দেহ স্ত্রী) সৃষ্টি করেন। যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষেরা দারপরিগ্রহ না করে ততদিন তাহারা অর্দ্ধ দেহই থাকে; তৎপরে দারপরিগ্রহ হইলে দুইটি অর্দ্ধদেহ একত্র সংমিলিত হইয়া একটী সম্পূর্ণ দেহ হয়।

এস্থলে আরও জানা আবশ্যক যে অতি পুরাকালে আর্য্যদিগের মধ্যে সবর্ণানুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করাই উক্ত বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। বোধ করি অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে যে বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ মহাদেশস্থ ফরাশি গবর্ণমেণ্ট, 'ফ্রাঙ্কো প্রুসিয়ান' যুদ্ধে স্বদেশীয় সৈন্য সংখ্যা এককালে হ্রাস প্রাপ্ত হইলে কেবল সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্যই স্বদেশ মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলন করেন। অতএব বহুবিবাহ হইতে যে জগতে লোক সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হয় ইহা কে অস্বীকার করিবে? ফলতঃ সৃষ্টির প্রারম্ভে জগতে যে এককালে কোটী কোটী লোকের সৃষ্টি হইয়াছিল ইহা কোন ক্রমেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ক্রমশঃ লোক সংখ্যা কিছু কিছু পরিবর্দ্ধিত হইয়া এই পরিদৃশ্যমান ভূমণ্ডল অসংখ্য লোকে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। এ নিমিত্ত সৃষ্টিকর্ত্তা (ব্রহ্মা) সর্ব্বপ্রথমে উপরি উল্লিখিত বর্ণচতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন দ্বিজ বর্ণের প্রত্যেককে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম অর্দ্ধার্দ্ধ বর্ণে পতিভাব এবং দ্বিতীয় অর্দ্ধার্দ্ধ বর্ণে পত্নীভাব করত সর্ব্বসাকল্যে ছয় দ্বিজ জাতির সৃষ্টি করেন। যথা;—অর্দ্ধ ব্রাহ্মণবর্ণ পতি + অর্দ্ধ ক্ষত্রিয়বর্ণ পতি + অর্দ্ধ বৈশ্যবর্ণ পতি = ৩ পুরুষভাব এবং (অর্দ্ধ ব্রাহ্মণবর্ণ পত্নী + অর্দ্ধ ক্ষত্রিয়বর্ণ পত্নী + অর্দ্ধ বৈশ্য-বর্ণ পত্নী) = ১ + (অর্দ্ধ ক্ষত্রিয়বর্ণ পত্নী + অর্দ্ধ বৈশ্যবর্ণ পত্নী) = ১ + (অর্দ্ধ বৈশ্য-বর্ণ পত্নী) = ১ সর্ব্ব সাকল্যে ৩ স্ত্রীভাব। অতএব উপরি উক্ত ছয় ভাগের মধ্যে প্রথম তিন ভাগে পতিভাব এবং অপর তিন ভাগের মধ্যে ব্রাহ্মণের ৩ + ক্ষত্রিয়ের ২ + বৈশ্যের ১, সাকল্যে তিন পত্নীভাব। যখন সূক্ষ্মদেহী আত্মা দেব, নর ও তির্য্যক যোনিতে বিভক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন তখন ঐ অর্দ্ধার্দ্ধ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সেই সূক্ষ্মদেহী আত্মার সহিত সংমিলিত হইয়া ব্রাহ্মণাদি জাতিরূপে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্য-বৈশ্যা এই সংজ্ঞাত্রয়ে ব্যক্ত হন। যেমন ব্রহ্মার অর্দ্ধদেহ পুরুষ + অর্দ্ধদেহ প্রকৃতি

একত্রে একই ব্রহ্ম বাচ্যে কথিত হয় তদ্রূপ নরযোনিতেও স্ত্রী.পুরুষ প্রথমতঃ পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়া পরিশেষে বৈদিক বিবাহ দ্বারা একত্ব প্রাপ্ত হইয়া একই সংজ্ঞায় কথিত হয়। সুতরাং ব্রাহ্মণের বিবাহিতা তিন পত্নীই (ব্রাহ্মণ কন্যা, ক্ষত্রিয় কন্যা ও বৈশ্য কন্যা) যে ব্রাহ্মণী পদবাচ্য হইবে ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

"প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামীত্যাদিবাসীৎ"। বস্তুতঃ সৃষ্টিকর্ত্তা শূদ্রবর্ণকে দ্বিধা বিভক্ত করেন নাই। তাহাদিগের-সংস্কারাদি সমস্ত কার্য্যই অমন্ত্রক। অতএব ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের, কদাপি তাহাদিগের সহিত বিধিপূর্ব্বক বিবাহ হইতে পারে না। যদিচ কেহ অবিধি বিবাহ করেন তাহা হইলে সেই শূদ্রকন্যা স্বামীর সহিত যেমন একাত্মা হইতে পারে না তদ্রূপ ব্রাহ্মণী পদবাচ্যও হইতে পারে না। সে যেমন শূদ্রা তেমনই থাকে এবং তাহার গর্ভজাত সন্তানও শূদ্র হয়। যেহেতু ব্যাসসংহিতায় লিখিত আছে;—"বৈশ্য-ক্ষত্রিয়বিপ্রেভ্যোজাতঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ" ইতি। অর্থাৎ শূদ্রাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইতে জাত পুত্র শূদ্রবৎই হইবে।

উপরি উল্লিখিত"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য——নাস্তিতু পঞ্চমঃ"এই মনুবচন দ্বারা স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবিধবর্ণ দ্বিজ অর্থাৎ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলে প্রথমতঃ জাত সংস্কার, তৎপরে উপনয়ন সংস্কার দ্বারা ইহারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়। চতুর্থ বর্ণ শূদ্র বেদে অনধিকারী সুতরাং তাহারা উপনয়ন সংস্কার হইতেও বঞ্চিত। ফলতঃ উপরিউক্ত চতুর্ব্বিধ বর্ণ ব্যতীত আর অন্য বর্ণ নাই।

পরন্তু পুরুষের ন্যায় স্ত্রীজাতির পক্ষেও দ্বিজত্ব অখণ্ডনীয়। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! সার্থান্ধ ব্রাহ্মণগণ আবহমান কাল হইতে তাহাদিগকে, তাহাদের ন্যায্য সত্ত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া আপনাদিগেরই বুদ্ধিমত্তার সমূহ পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। বস্তুতঃ স্ত্রীজাতিরও জাতসংস্কার দ্বারা পিতৃ-কুলে প্রথম জন্ম; অপর বেদমন্ত্রে বিবাহ দ্বারা শ্বশুর কুলে দ্বিতীয়বার জন্ম হয়। নিম্নলিখিত শাস্ত্র বচন দ্বারা স্ত্রীজাতির দ্বিজত্ব স্পষ্টরূপে সপ্রমাণিত হইয়াছে।

পানিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়ত দ্বার লক্ষণং।
তেষাং নিষ্ঠাতু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভি সপ্তমে পদে॥ মনু ॥
বিবাহেচৈব নিবৃত্তে চতুর্থেঽহনিবা ত্রিষু।
একত্বং সা গতা ভর্ত্তৃগোত্রে পিণ্ডেচ সূতকে।
স্বগোত্রাদ্ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।
ভর্ত্তৃগোত্রেণ কর্ত্তব্যাস্তস্যা পিণ্ডোদক ক্রিয়া ॥

লিখিত মহর্ষি ॥

ভাবার্থ। মন্ত্র অর্থাৎ বেদমন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণের নাম বিবাহ। বিশেষতঃ সপ্তমপদ গমনের পর সে বিবাহ অখণ্ডনীয় এবং স্ত্রীও অপরিহার্য্য। অপিচ চতুঃকর্ম্মের (১) সহিত তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে বিবাহ নিষ্পন্ন হইলে সে স্ত্রী পতির সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়া পতির সগোত্রা, সপিণ্ডা এবং অশৌচভাগিনী হয়। বিবাহে সপ্তমপদী গমন হইলে সে স্ত্রী পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্টা হইয়া পতিগোত্র প্রাপ্ত এবং পতির পিণ্ডোদকাদি সকল কার্য্যেরই অধিকারিণী হয়। পরন্তু বৃহস্পতিও বলিয়াছেন ;—

"পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ।
পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যাস্তস্যাঃ পিণ্ডোদক ক্রিয়া ॥
আম্নায়ে স্মৃতিতন্ত্রেচ লোকাচারেচ সর্ব্বথা।
শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা" ॥

ভাবার্থ। মন্ত্র বিবাহে পত্নী যেমন স্বীয় পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্টা হইয়া পতিগোত্র প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ পতির পিণ্ডোদকাদি ক্রিয়ার ন্যায় পতির পুণ্যা-পুণ্যেরও ফলভাগিনী হইয়া পতির সহিত এক দেহ এবং একপ্রাণ বিশিষ্ট হয়। অতএব পুরুষের উপনয়ন সংস্কারের ন্যায় স্ত্রীজাতি উদ্বাহ সংস্কার দ্বারা যে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইবে না ইহা কে অস্বীকার করিবে ? সুতরাং এই দৃষ্টান্ত দ্বারা

(১) দান, যজ্ঞ, চতুর্থিহোম এবং শচিযাগ ইহাদিগকে চতুঃকর্ম্ম কহে।

স্পষ্টই সপ্রমাণিত হইতেছে যে কোন বৈশ্যকন্যা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরিণীতা হইলে সে অবশ্যই স্বীয় পতির সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণী পদবাচ্য হইবে।

এই সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ সত্বেও যদি কোন ব্রাহ্মণ বলেন যে স্ত্রীজাতি কদাপি দ্বিজা হইতে পারে না অর্থাৎ শূদ্রসমানাই থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে সুবোধ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? উপরে প্রকৃতি-পুরুষ ও জাতিবর্ণ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সমস্ত গূঢ় রহস্য প্রকাশিত হইল আধুনিক স্মার্ত্ত মহাশয়-দিগের মধ্যে সম্ভবতঃ অনেকেই তাহার বিন্দু বিসর্গও জানেন না; এজন্য তাঁহারা ব্রাহ্মণ পত্নীদিগকে শূদ্রাবৎ জ্ঞান করিয়া তাহাদিগকে শালগ্রাম স্পর্শ করিতে দেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্যব বিষয়, তাহাদিগেরই কর্ত্তৃক পাচিত অন্ন দ্বারা সেই শালগ্রামের ভোগ দিয়া থাকেন। পরন্তু ব্রাহ্মণদিগের পত্নীত্রয় যদি শূদ্রাবৎ হয় তাহা হইলে "বৈশ্যক্ষত্রিয়বিপ্রেভ্যোজাতঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ" এই ব্যাস বচন দ্বারা তাহাদিগের গর্ভজাত সন্তানেরাও যে শূদ্রধর্ম্মা হয়। ফলতঃ যে কারণে শাস্ত্রানভিজ্ঞ সুবোধ ব্রাহ্মণগণ বর্ত্তমান সময়ের 'বৈদ্যসংজ্ঞক' অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে বর্ণসঙ্কর বলেন আজ সেই কারণে সকল ব্রাহ্মণেই বর্ণসাঙ্কর্য্য দোষ স্পর্শ হইয়াছে। যদি ব্রাহ্মণের মন্ত্র বিবাহিতা বৈশ্যকন্যা পত্নীতে জাত পুত্র (অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ) বর্ণসঙ্কর হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে যে সকল ব্রাহ্মণ যে কারণে স্বীয় পত্নীদিগকে শালগ্রাম স্পর্শ করিতে দেন না তাঁহাদের সন্তানেরাও যে বর্ণসঙ্কর হইয়াছে। সুবোধ ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর কি এ জ্ঞান নাই যে উপরে থুঁথুঁ ফেলিলে আপনাদিগেরই গায়ে পড়িবে? এক বৈদ্যজাতির পক্ষে মিথ্যা দোষারোপ করিতে যাইয়া যে তাঁহা-দিগেরই গৃহছিদ্র প্রকাশ হইয়া পড়িল।

অতি পুরাকালে দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মধ্যে যে সবর্ণানুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল, ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদিচ শাস্ত্রকর্ত্তারা কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে শূদ্রভার্য্যা বিবাহ যোগ্যা লিখিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগের শূদ্রভার্য্যা কামত ও ধর্ম্মত বিবাহ যোগ্যা নহে। এজন্য মনু দশমাধ্যায়ে বলিয়াছেন;—

"সর্ব্ব বর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষত যোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যাজ্ঞেয়াস্তএবতে" ॥ ৫ ॥

ভাবার্থ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ পুরুষের প্রত্যেকের জন্মতঃ তুল্যবর্ণা এক এক পত্নী এবং ব্রাহ্মণের অনুলোম অর্থাৎ মন্ত্রবিবাহে তুল্যবর্ণা দুই ও ক্ষত্রিয়ের এক পত্নী হইতে যে যে সন্তান উৎপন্ন হয় তাহারা সকলেই পিতা মাতার জাতিত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পিতা মাতা যে জাতি সন্তানও সেই জাতি হইবে। যেমন কোন ব্রাহ্মণ কন্যা অপর ব্রাহ্মণের বিবাহিতা হইলে সে জন্মতঃ তুল্যবর্ণা বলিয়া ব্রাহ্মণী হয় এবং তাহার গর্ভজাত সন্তানও ব্রাহ্মণ হয়, সেইরূপ কোন ক্ষত্রিয় কন্যা বা বৈশ্যকন্যা বেদমন্ত্রে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা হইলে সেও ব্রাহ্মণী হইবে এবং তাহার গর্ভজাত সন্তানও ব্রাহ্মণ হইবে। যেহেতু ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে ব্রাহ্মণেরই জন্ম হয়। সুতরাং ব্রাহ্মণের বিবাহিতা তিন পত্নীই যখন ব্রাহ্মণী হয় তখন তাহারা অপর ব্রাহ্মণের সহিত যে তুল্যবর্ণা হইবে ইহার আর বিচিত্র কি?

অতএব স্বীয় পতির ঔরসে বা অপর ব্রাহ্মণ নিয়োগে অথবা অনিয়োগে অর্থাৎ ব্যভিচারে যদি তাহাদিগের গর্ভে পুত্রোৎপাদন হয় তাহা হইলে সে পুত্রও ব্রাহ্মণজাতি হইবে। সধবাতে স্বীয় পতি ভিন্ন অপর পতি নিয়োগে যে সন্তান হয় তাহাকে কুণ্ড, বিধবাতে গোলক এবং পুনর্ভূতে অর্থাৎ একবার গৃহ হইতে বহির্গতা হইয়া পুনঃ প্রতিগমনানন্তর স্বামীর সহিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনঃ সংস্কৃতা হইলে তাহার গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয় তাহাকে পৌনর্ভব ব্রাহ্মণ কহে। ঐরূপ ক্ষত্রিয়ের দুই পত্নী এবং বৈশ্য ও শূদ্রের এক এক পত্নী হইতে যদি ক্রমান্বয়ে অপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র কর্তৃক সন্তান উৎপন্ন হয় তাহা হইলে তাহারাও বীজ প্রাধান্য হেতু যথাক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রই হইবে।

১। সামবেদ ছন্দগোপনিষদে লিখিত আছে, জাবালা নামে কোন বিধবা ব্রাহ্মণী যৌবনে বহুজনের পরিচারিণী ছিলেন এজন্য তাহার পুত্র সত্যকাম জাবালা ঋষি ব্যভিচারজাত বলিয়া গোলক ব্রাহ্মণ নামে কথিত হন।

২। মথুরাধিপতি কংশ মহাভারতে কুণ্ড ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

নিম্নে তাঁহারও জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইল। একদা উগ্রসেন পত্নী শৈল বিহারে গমন করিলে ঘটনাক্রমে শোভন দেশের রাজা দ্রুমিলও তথায় উপস্থিত হন। তিনি উগ্রসেন পত্নীকে দেখিয়া সাতিশয় কামার্ত্ত হইয়া উগ্রসেন বেশ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাতে উপগত হইলে তাঁহার গর্ভে এক মহাবীর সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। সেই মহাবীর সন্তানই রাজা কংশ বলিয়া খ্যাত হন।

৩। যমদগ্নি মুনি (ব্রাহ্মণ) গাধিরাজার (ক্ষত্রিয়) কন্যাকে বিবাহ করিলে তৎপুত্র ঋচিক ঋষিও ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হন। সেজন্য তিনি ব্রাহ্মণ কন্যা রেণুকার পাণিগ্রহণ করিলে তাঁহার ঔরসে রেণুকার গর্ভে পরশুরামের জন্ম হয়। ফলতঃ পরশুরাম যে ব্রাহ্মণ ছিলেন ইহাও সর্ব্ববাদী সম্মত। যদিচ কুল্লুকভট্ট ও মিতাক্ষরাকারাদি পূর্ব্বতন শাস্ত্রব্যবসায়ীদিগের মতে ঋচিক ব্রাহ্মণ না হইয়া ক্ষত্রিয় জাতি হইতেন তাহা হইলে ঋচিকের প্রতিলোম বিবাহ জনিত (অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণ কন্যার পাণিগ্রহণ করার জন্য) পরশুরাম সুত অর্থাৎ নিকৃষ্ট জাতিই হইতেন কিন্তু তাহা নহে; পরশুরাম বাস্তবিকই ব্রাহ্মণ ছিলেন। হায়! কি আশ্চর্য্যের বিষয় এক অম্বষ্ঠকে হেয় জ্ঞান অর্থাৎ বৈশ্যবৎ সপ্রমাণ করিবার জন্যই পূর্ব্বতন শাস্ত্রাভিমানী পণ্ডিত-গণ সত্যকে পাদদলিত এবং মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়া গিয়াছেন।

৪। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিতীয়া পত্নী বৈশ্যকন্যা ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে তাঁহার গর্ভে যুযুৎসুর জন্ম হয়। ধৃতরাষ্ট্রপুত্র যুযুৎসুকে যাজ্ঞবল্কাদি শাস্ত্র-কারেরা মাহিষ্য ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

৫। সকল বর্ণের তুল্যবর্ণা (জন্মতঃই হ'ক বা মন্ত্র বিবাহেই হ'ক) পত্নী হইতে জাত পুত্র যেমন পিতৃবর্ণ জাতি প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ অক্ষতযোনি কোন স্ত্রীলোকের অবিবাহিত অবস্থায় কোন উচ্চবর্ণ পুরুষের দ্বারা জাত পুত্রও পিতৃবর্ণ জাতি প্রাপ্ত হইবে। যেমন ক্ষত্রিয় কন্যা সত্যবতীর কানীন অবস্থায় পরাশর (ব্রাহ্মণ) মুনি কর্ত্তৃক ব্যাসদেবের জন্ম হয়। বস্তুতঃ সেই অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন, আলোকসামান্যক্ষমতাশালী, ত্রিলোকবিশ্রুত বেদব্যাস যে ব্রাহ্মণ ছিলেন ইহাও সর্ব্ববাদী সম্মত।

পরন্তু শূদ্রকন্যার গর্ভে ঐরূপ সন্তান জন্মিলে সে সন্তান অপধ্বংশজ শূদ্রই হইবে ; পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইবে না। যেহেতু মনু বলিয়াছেন ;—

"স্ত্রীষনন্তর জাতিষু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহু মাতৃদোষ বিগর্হিতান্" ॥ ১০ম ৬ ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় হইতে অনন্তর জাতিয়া পরস্ত্রীর গর্ভে তাহার স্ব-ইচ্ছায় হ'ক বা পরেচ্ছায়ই হ'ক সন্তানোৎপন্ন হইলে সে সন্তান তাহার মাতার পর পুরুষ-সঙ্গ দোষে গর্হিত হইলেও মাতৃবর্ণ এবং মাতৃজাতীয় নাম প্রাপ্ত হইবে।

উপরি উক্ত পাঁচটি দৃষ্টান্তের মধ্যে তৃতীয়টি দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে ব্রাহ্মণের ঔরষে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে সন্তান হয় তাহারা ব্রাহ্মণই হইয়া থাকে ; বিশেষতঃ "বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি, ক্ষত্রিয়ায়াং বিশস্ত্রিয়াং" এই যাজ্ঞবল্ক বচনানুযায়ীও তাহারা মূর্দ্ধাভিষিক্ত সংজ্ঞায় কথিত হয়। সুতরাং ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে জাত পুত্র যে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পঞ্চম দৃষ্টান্ত দ্বারাও ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে জাত পুত্রকে ব্রাহ্মণই সপ্রমাণ করিতেছে। চতুর্থ দৃষ্টান্ত দ্বারা ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে জাত পুত্রকে ক্ষত্রিয়ই সপ্রমাণ করিতেছে। শাস্ত্রে আরও লিখিত আছে যে বিধিপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয় কন্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত পুত্র 'সুবর্ণ' সংজ্ঞক ব্রাহ্মণ এবং চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা গৃহীত ক্ষত্রিয় কন্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত পুত্র 'ভিষক' সংজ্ঞক ব্রাহ্মণ হয়। সুতরাং সকল স্থলেই দেখা যাইতেছে যে সবর্ণানুলোম কন্যাতে জাত পুত্রেরা বীজ প্রাধান্য হেতু পিতৃবর্ণজাতিই প্রাপ্ত হয়। অতএব

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্য কন্যায়ামম্বষ্ঠ নাম জায়তে" ॥ মনু ॥ ১০ম, অঃ।

(অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য কন্যাতে জাত পুত্রেরা 'অম্বষ্ঠ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়) এই মনু বচনানুযায়ী ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য কন্যাতে জাত 'অম্বষ্ঠ' সংজ্ঞক পুত্র বীজ প্রাধান্য হেতু কেনই বা ব্রাহ্মণ না হইবে? অতএব উপরি বর্ণিত দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব্বতন সবর্ণানুলোম বিবাহানুযায়ী ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য কন্যাতে জাত অম্বষ্ঠ সংজ্ঞক পুত্র যে ব্রাহ্মণবর্ণ হইবে সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

অপিচ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বান্তর্গত অনুশাসন পর্ব্বে ৪৪অধ্যায়ে বিবাহ কথনে ভীষ্ম বলিয়াছেন ;—

"ত্রিস্রোভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বেভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য চ।
বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং পিতুঃ ॥
ব্রাহ্মণীতু ভবেচ্ছ্রেষ্ঠা ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়স্য চ।
রত্যর্থমপি শূদ্রাস্যান্নেতাহুরপরে বুধাঃ" ॥

ভাবার্থ। ব্রাহ্মণের তিন ভার্য্যা, ক্ষত্রিয়ের দুই এবং বৈশ্যের কেবল একই ভার্য্যা এবং তাহাদিগের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের স্ব স্ব স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান পিতার সমান বর্ণই প্রাপ্ত হইবে। অপিচ ব্রাহ্মণের স্ববিবাহিত ব্রাহ্মণ-কন্যা পত্নীর ন্যায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-কন্যা পত্নীদ্বয়ও ব্রাহ্মণী বলিয়া তাহারা সাধারণ ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা হইতে শ্রেষ্ঠ হইবে। অপর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কন্যা যাহারা যথাক্রমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কর্ত্তৃক পরিণীতা হইবেক তাহারা স্ব স্ব বর্ণানুসারে সমভাবেই থাকিবে। কেহ কেহ বলেন দ্বিজদিগের রত্যর্থ শূদ্র-বিবাহ ধর্ম্মার্থ নহে। অতঃপর ভীষ্ম বলিয়াছেন ;—

"অপত্য জন্ম শূদ্রায়াং ন প্রশংসন্তি সাধবঃ।
শূদ্রায়াং জনয়ন্ বিপ্রঃ প্রায়শ্চিত্তীয়তে যতঃ" ॥

অস্যার্থ। সাধুরা শূদ্র-ভার্য্যাতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অপত্যোৎপাদন প্রশংসনীয় বলেন না ; যেহেতু শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের জন্ম হইলে সে প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়। অপিচ ৪৫ অধ্যায়ে ভীষ্ম বলিয়াছেন ;—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
এতেষু ধর্ম্মবিহিতো ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির ॥
বৈষম্যাদথবা লোভাৎ কামাদ্বাপি পরন্তপ।
ব্রাহ্মণস্য ভবেচ্ছূদ্রা নতু ধর্ম্মা ততঃ স্মৃতা" ॥

অস্যার্থ। হে পরন্তপ যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণই দ্বিজ এবং ইহাদের মধ্যে পরস্পরের যে অনুলোম বিবাহ সেইটিই ধর্ম্মসঙ্গত।

অন্যত্র ইহার বৈষম্য প্রযুক্ত হ'ক বা লোভ বশতই হ'ক অথবা কাম প্রযুক্তই হ'ক ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রাভার্য্যা ধর্ম্মসঙ্গত নহে।

সপ্তচত্বারিংশতাধ্যায়ে "ত্রিষু বর্ণেষু পত্নীষু ব্রাহ্মণাদ্ব্রাহ্মণো ভবেদিতি" এই বচন দ্বারাও প্রকাশ পাইতেছে যে ব্রাহ্মণের তিন বর্ণের তিন পত্নীতে জাত তিন পুত্রই ব্রাহ্মণ হইবে। সুতরাং অম্বষ্ঠেরা কেনইবা ব্রাহ্মণ না হইবে? ঐ অধ্যায়ে দায়ভাগ প্রকরণে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন ;—

"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যাদসংশয়।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাদ্বৈশ্যায়ামপি চৈব হি॥
কস্মাত্তু বিষমং ভাগং ভজেরন্নৃপসত্তমঃ।
যতস্তেতু ত্রয়ঃ পুত্রাস্তয়োক্তা ব্রাহ্মণা ইতি"॥

অস্যার্থ। যেমন ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত পুত্র ব্রাহ্মণ হয় তদ্রূপ ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যাতে জাত পুত্রদ্বয়ও ব্রাহ্মণ হইবে। অতএব হে নৃপশ্রেষ্ঠ যখন আপনি বলিলেন যে ব্রাহ্মণের তিন পত্নী গর্ভজাত তিন পুত্রই ব্রাহ্মণ হইবে তখন বিষয় ভাগের সময় বিষমাংশ হইবে কেন? অতঃপর দায়ভাগ বলিতেছেন ;—

"তিস্র কৃত্বা পুরা ভার্য্যাঃ পশ্চাদ্বিন্দেচ্চ ব্রাহ্মণীং।
সাপি শ্রেষ্ঠা সাচ পূজ্যা স্যাৎ সা ভার্য্যা গরীয়সী॥
লক্ষণ্যং বৃষভোজনং যৎ প্রধানতমং ভবেৎ।
ব্রাহ্মণ্যাস্তূদ্ধরেৎ পুত্র একাংশ বৈ পিতুর্ধনাৎ॥
শেষস্তু দশধা কার্য্যং ব্রাহ্মণস্বং যুধিষ্ঠির।
তত্রতেনৈব হর্ত্তব্যাশ্চত্বারাংশা পিতুর্ধনাৎ॥
ক্ষত্রিয়ায়াস্তু যঃ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ সোঽপ্যসংশয়ঃ।
সচ মাতুর্বিশেষাত্তু ত্রীনংশান্ হর্ত্তুমর্হতি॥
ব্রাহ্মণশ্চৈব জাতস্তু বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাদপি।
দ্বিরংশস্তেন হর্ত্তব্যো ব্রাহ্মণস্বাদ্ যুধিষ্ঠির"॥

উপরি উক্ত দায়ভাগ প্রকরণে "ক্ষত্রিয়ায়াস্ত—সোঽপ্যসংশয়" এবং "ব্রাহ্মণশ্চৈব —ব্রাহ্মণাদপি" এই দুই শ্লোক দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে জাত পুত্রদ্বয় অবশ্যই ব্রাহ্মণবর্ণ হইবে। অতএব ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য কন্যাতে জাত অম্বষ্ঠেরা কেনই বা ব্রাহ্মণ না হইবে? ব্রাহ্মণেরা যে কেবল ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া তাহাদিগকে বৈশ্যবৎ বলিয়া থাকেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অপিচ মনুও দায়ভাগে সবর্ণজা পত্নীজাত পুত্রদিগের দায়ভাগ বলিয়া পরে অনুলোমজা পত্নী-জাত পুত্রদিগের দায়বিভাগ যেরূপ হইবে তাহাও নিম্নে বলিয়াছেন ;—

"পুত্রঃ কনিষ্ঠো জ্যেষ্ঠায়াং কনিষ্ঠায়াঞ্চ পূর্ব্বজঃ।
কথং তত্র বিভাগঃ স্যাদিতিচেৎ সংশয়ো ভবেৎ ॥৯ম,১২২॥
একং বৃষভমুদ্ধারং সংহরেত স পূর্ব্বজঃ।
ততোঽপরেঽজ্যেষ্ঠ বৃষাস্তদূনানাং স্ব-মাতৃতঃ" ॥৯ম,১২৩॥

ভাবার্থ। ব্রাহ্মণের প্রথম বিবাহের সবর্ণজা পত্নীই জ্যেষ্ঠা। অপর দ্বিতীয় বিবাহের অনুলোমজা পত্নীদ্বয় কনিষ্ঠা। কিন্তু সেই কনিষ্ঠা পত্নীতে যদি প্রথম অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং জ্যেষ্ঠা পত্নীতে যদি কনিষ্ঠ পুত্র হয় তাহা হইলে তার দায়ভাগ কি প্রকার হইবে? তদুত্তরে মনু বলিয়াছেন কনিষ্ঠা পত্নীতে জাত জ্যেষ্ঠ পুত্র এক শ্রেষ্ঠ বৃষ, সুতরাং সে পিতৃধনের জ্যেষ্ঠাংশ উদ্ধার করিবে; তৎপরে জ্যেষ্ঠা পত্নীতে যত পুত্রই হ'ক না কেন তাহারা সকলেই অশ্রেষ্ঠ বৃষ, সুতরাং তাহারা মাতৃতঃ অংশ লইয়া জ্যেষ্ঠ হইতে (পিতৃধনের) ন্যূনাংশ প্রাপ্ত হইবে।

মনু আরও বলিয়াছেন "জন্ম জ্যেষ্ঠেন চাহ্বানং স্বব্রাহ্মণ্যাস্বপি স্মৃতং" অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে "স্বব্রাহ্মণ্যসংজ্ঞক" মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রাহ্বান কেবল জন্মত জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই কর্ত্তব্য। অতএব জ্যেষ্ঠ পুত্র যদি পিতৃসবর্ণ না হইয়া মাতৃসবর্ণ হয় তাহা হইলে সে জ্যেষ্ঠ পুত্র কদাপি আহ্বান করিতে পারে না। ফলতঃ সেখানে ঐ (অনুলোমজা পত্নীতে জাত) জ্যেষ্ঠ পুত্রের পিতা অমুক ইহাই

বলিবে কিন্তু (সুবর্ণজা পত্নীতে জাত) কনিষ্ঠ পুত্রের পিতা অমুক কদাচ বলিবে না। সুতরাং অনুলোমজা পত্নীতে জাত পুত্র কি পিতার সবর্ণ না হইয়া মাতার সবর্ণ হইবে? বাস্তবিক ব্রাহ্মণগণ এমনই সার্থান্ধ যে এরূপ সুন্দর সুন্দর শাস্ত্রীয় প্রমান সত্বেও তাঁহারা বুদ্ধি, বিবেক ও জ্ঞান পরিশূন্য হইয়া অম্বষ্ঠদিগকে কোন ক্রমেই ব্রাহ্মণবর্ণ স্বীকার করিবেন না।

"সর্ব্ববর্ণেষুতুল্যাসু————জাত্যাজ্ঞেয়াস্তএবতে" এই মনু বচনের মধ্যে তুল্যাসুপত্নীষু, অক্ষতযোনিষু এবং আনুলোম্যেন এই তিনটি কথার অর্থগত বৈলক্ষণ্য লইয়া পূর্ব্বতন টীকাকারকগণের মধ্যে অনেক সময়ে ঘোরতর বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ শাস্ত্রার্থের প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রকাশ হওয়া সম্বন্ধে আবহমান কাল হইতেই এই রূপ গোলযোগ চলিয়া আসিতেছে। যেহেতু অতি প্রচীন কাল হইতে সার্থান্ধ ব্রাহ্মণদিগেরই হস্তে বেদ বেদান্তাদি সমস্ত শাস্ত্র ন্যস্ত ছিল। তাঁহারা স্বার্থহানীর ভয়ে শাস্ত্রের প্রকৃতার্থ কোন কালেই বাহিরে প্রকাশ করিতেন না; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অনেক কৃতবিদ্য মহাপুরুষ সেই সমস্ত শাস্ত্রায় গূঢ়ার্থ সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশ করায় বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মণেরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। বিশেষতঃ সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতাগ্রগণ্য ঋষিতুল্য স্বর্গীয় মহাত্মা গঙ্গাধর কবিরাজ মহোদয় অম্বষ্ঠ দিগের জাতীয় গৌরব ও প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বহুতর শাস্ত্রের আলোড়ন এবং তন্মধ্যস্থিত বচন গুলির প্রকৃতার্থ নিষ্কাশন করায় অনেকানেক পণ্ডিতের দর্প চূর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা এখন কেবল বিষহীন বিষধরের ন্যায় বৃথা আস্ফালন করিয়া থাকেন। স্বর্গীয় মহাত্মা গঙ্গাধর কবিরাজ মহোদয় কোন স্থলে প্রকাশ করেন যে;—

"প্রকরণাল্লিঙ্গাদৌচিত্যাদ্দেশ কালতঃ।
শব্দার্থস্তু বিভিদ্যন্তে নরূপাদেব কেবলং"॥

অর্থাৎ প্রকরণ, লিঙ্গ, উচিত্য, দেশ এবং কাল বিশেষে যে শব্দার্থ বিভিন্ন হইয়া যায় ইহা কোন পণ্ডিতেরই বোধগম্য নাই। এস্থলে 'তুল্যাসু পত্নীষু' বলিতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের জন্মতঃ তুল্যবর্ণা পত্নী এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মন্ত্র-বিবাহে তুল্যবর্ণা পত্নীত্রয়কে (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্যা পত্নী

এবং ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যকন্যা পত্নীকে) বুঝাইতেছে। অপর 'অক্ষতযোনিষু' শব্দের একাকী অর্থ প্রতিপন্ন করা কোন ক্রমেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না; যেহেতু তাহার প্রকরণাধীন অর্থে বহুতর দোষ স্পর্শ হয়। এজন্য "অক্ষতযোনিষু আনুলোম্যেন সম্ভূতা" এতদূর লইয়া অর্থ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে অক্ষতযোনি কোন স্ত্রীলোক হইতে তাহার উচ্চবর্ণ কোন পুরুষ দ্বারা (বিবাহ হ'ক বা না হ'ক) যে সন্তান জন্মিবে সে সন্তান পিতৃবর্ণ জাতি প্রাপ্ত হইবে। সবর্ণা অক্ষতযোনিতে জাত পুত্র চণ্ডাল হয়। এনিমিত্ত মনু আনুলোম্যেন এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।

"কুনারীসম্ভবস্ত্বেকঃ সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ।
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রতো জাতশ্চণ্ডালস্ত্রিবিধ স্মৃতঃ"॥

ব্যাসসংহিতা।

ভাবার্থ। এস্থলে কুনারী শব্দে সবর্ণা কুমারী (অর্থাৎ মাসির কন্যা, পিসির কন্যা) কে বুঝাইতেছে। অনুলোমা কুমারী নহে; যেহেতু মনু বচনানুযায়ী অনুলোমা কুমারীতে জাত পুত্র পিতৃবর্ণ জাতি প্রাপ্ত হয়। অতএব সবর্ণা এবং স্বগোত্রের কন্যা হইতে জাত দুই পুত্র এবং শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণ কন্যাতে জাত এক পুত্র এ তিনই চণ্ডাল হয়।

"উঢ়ায়াস্তু সবর্ণায়া মন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ।
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়ন্তে॥
উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাং বা ক্ষত্রিয়ো বিশাং।
নতু শূদ্রা দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাং॥
বিপ্রবদ্বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু ক্ষত্রবৎ।
জাত কর্ম্মানি কুর্ব্বীত বৈশ্যবিন্নাসু বৈশ্যবৎ॥
বৈশ্য-ক্ষত্রিয়-বিপ্রেভ্যো জাতঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ॥ ইতি

ভাবার্থ। দ্বিজেরা প্রথমতঃ সবর্ণা কন্যা বিবাহ করিবে (অর্থাৎ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ-কন্যা, ক্ষত্রিয়ে ক্ষত্রিয়-কন্যা এবং বৈশ্যে বৈশ্য-কন্যা বিবাহ করিবে)

তৎপরে ইচ্ছা করিলে অন্য কন্যা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কন্যা এবং ক্ষত্রিয়ে বৈশ্য কন্যা) বিবাহ করিতে পারে; তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। যেহেতু তাহাদের গর্ভজাত সন্তান পিতৃবর্ণ জাতি হইতে স্খলিত হইবে না। কিন্তু কোন দ্বিজই শূদ্র কন্যা বিবাহ করিবে না, যেহেতু শূদ্রাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কর্তৃক জাত পুত্র শূদ্রই হইবে। অপর কোন নীচবর্ণ পুরুষও তদপেক্ষা উচ্চবর্ণের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে না। এক্ষণে উপরোক্ত বিপ্রাদির মন্ত্র-বিবাহিতা স্ত্রীগণের পুত্রেরা কিরূপ ব্যবহার করিবে? তদুত্তর এই যে 'বিপ্রবিন্নাসু জাতঃ পুত্রো বিপ্রবৎ,' 'ক্ষত্রবিন্নাসু জাতঃ পুত্রঃ ক্ষত্রবৎ' এবং 'বৈশ্যবিন্নাসু জাতঃ পুত্রো বৈশ্যবৎ' জাতকর্ম্মানি কুর্ব্বীত। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-পত্নীদিগের সন্তানেরা ব্রাহ্মণের ন্যায়, ক্ষত্রিয়-পত্নীর সন্তান ক্ষত্রিয়ের ন্যায় এবং বৈশ্য-পত্নীর সন্তান বৈশ্যের ন্যায় জাতকর্ম্মাদি সমস্ত কার্য্য করিবে।

অতএব ব্রাহ্মণের তিন পত্নীর গর্ভজাত তিন সন্তান অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের দুই পত্নী গর্ভজাত দুই সন্তান অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও মাহিষ্য ক্ষত্রিয় ইহারা যে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় উপনয়ন, বিবাহ ও অশৌচ গ্রহণ ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য করিবে ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! ব্রাহ্মণেরা বর্ত্তমান সময়ের বৈদ্যসংজ্ঞাধারী অম্বষ্ঠদিগকে কোন ক্রমেই ব্রাহ্মণবর্ণ স্বীকার করেন না। ফলতঃ তাহাদিগের সম্বন্ধে যখন যাহা মনে উদয় হয় তাহাই বলিয়া থাকেন। উৎকৃষ্টের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা যে ব্রহ্মহত্যার তুল্য মহাপাপ তাঁহাদের মধ্যে যদি এ জ্ঞানটুকু থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা অবশ্যই অম্বষ্ঠদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতেন। সেজন্য মনু বলিয়াছেন;—

অনৃতঞ্চ সমুৎকর্ষে পৈশূণ্যং রাজগামীচ।
গুরোশ্চালিক নির্ব্বন্ধ সমানি ব্রহ্মহত্যয়া॥ ১১শ, ৫৬॥

অনৃতঞ্চ সমুৎকর্ষে এই বাক্যাংশের অর্থ কুল্লুকভট্টাদি যেরূপ ব্যাখ্যা করেন তাহা কোন ক্রমেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যেহেতু অনৃতমিতি জাত্যুৎকর্ষ নিমিত্ত মৃৎকর্ষভাষণং যথা; 'ব্রাহ্মণোঽহনিত্য ব্রাহ্মণাব্রবীতি'—ইহার কি এই অর্থ যে অব্রাহ্মণ যদি আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয় তাহা হইলে

সেই ব্রহ্মহত্যার সমান পাপী হইবে? যদি তাই প্রকৃতার্থ হয় তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব যতুগৃহ দাহের পর যখন আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়া চৌদ্দ বৎসর দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহারাও ত সে পাপের পাপী হইতে পারিতেন—কিন্তু কৈ তাঁহারাত সে পাপের পাপী হন নাই, এবং তজ্জন্য কোন প্রায়শ্চিত্তও করেন নাই—যদি কেহ বলেন যে তাঁহারা আপদে পড়িয়া সে কার্য্য করিয়াছিলেন, তদুত্তর এই যে আপদে পড়িয়া যদি মিথ্যা পরিচয় দেওয়া যায় তাহা হইলে "মনুর আপদ্ধর্ম্ম তত্ত্বে" তাহার প্রায়শ্চিত্তও লিখিত থাকিত, কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছুই লেখা নাই; কেবল এই মাত্র লিখিত আছে যে ব্রাহ্মণ আপদে পড়িয়া ক্ষত্রিয়-বৃত্তি কিম্বা বৈশ্য-বৃত্তি করিবে কিন্তু ঘৃত, দুগ্ধ বা তৈল বিক্রয় করিবে না।

"অনৃতঞ্চ সমুৎকর্ষে——সমানি ব্রহ্ম হত্যয়া" এই মনুবাক্য না জানিয়া যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর কিনা? তদুত্তরে এই বলিতে হইবে যে অম্বষ্ঠেরা বর্ণসঙ্কর নহে—তাহারা প্রকৃতই ব্রাহ্মণ। বর্ণ-সঙ্করের মীমাংসা জন্য বৃহন্মনুসংহিতায় নারদ বলিয়াছেন;—

"আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্মঃ স বিধি-স্মৃতঃ।
প্রতিলোম্যেন যজ্জন্ম সজ্ঞেয় বর্ণসঙ্করঃ॥"

অস্যার্থ। চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে অনুলোম বিবাহই বিধি-সঙ্গত এবং প্রতিলোম বিবাহ (অর্থাৎ নীচবর্ণ পুরুষে উচ্চবর্ণের কন্যা বিবাহ করা) বিধি-বহির্ভূত। অনু-লোম বিবাহে জাত পুত্র পিতৃবর্ণ জাতি হয় এবং প্রতিলোম বিবাহে জাত পুত্র বর্ণসঙ্কর (১) হয়। উপরোক্ত নারদ বচন উল্লেখ করিয়া মনু দশমাধ্যায়ে লিখিয়াছেন; —

"ব্যাভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনে নচ।
স্বকর্ম্মনাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ" ॥ ২৪ ॥

(১) বর্ণসঙ্কর ছয় প্রকার। যথা;—সূত (ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত পুত্র) বৈদেহ (বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত পুত্র) চণ্ডাল (শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত পুত্র) মাগধ (বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়াতে জাত পুত্র) ক্ষত্তা (শূদ্র হইতে ক্ষত্রি-য়াতে জাত পুত্র) এবং আয়োগ (শূদ্র হইতে বৈশ্যাতে জাত পুত্র)।

অস্যার্থ। বর্ণের ব্যভিচার, অবেদ্যাবেদন, এবং স্বকর্ম্মত্যাগ এই তিনটি কার্য্যে বর্ণসঙ্কর হয়। তন্মধ্যে নীচবর্ণ পুরুষ উচ্চবর্ণা স্ত্রীতে উপগত হইলে বর্ণের ব্যাভিচার বলে; অবেদ্যাবেদন অর্থাৎ মাতুল,মাতৃস্বশা,পিতৃস্বশা ইত্যাদির কন্যাতে উপগত হইলে তাহাদিগের সন্তানও বর্ণসঙ্কর হয় এবং অপর সবর্ণানুলোমে বিবাহনীয়া কন্যাকে বিবাহ করিয়াও যদি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় স্বকর্ম্ম ত্যাগ করে তাহা হইলে তাহাদিগের সন্তানও বর্ণসঙ্কর হয়। এক্ষণে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ বর্ণের স্বকর্ম্মের বিষয় নিম্নে যথাযথ বর্ণিত হইতেছে।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় প্রথমতঃ গর্ভাধানাদি জাত সংস্কারান্তে যথাকালে উপনয়নসংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদবেদান্তাদি নিখিল বিদ্যোপার্জ্জন এবং রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতিগত উপদেশ গ্রহণ জন্য গুরুগৃহে প্রেরিত হইবে; তদনন্তর তথায় যথাশাস্ত্র ভিক্ষা দ্বারা উপজীবিকা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক ৩৬।২৭।১৮ বৎসরের অন্যতম কাল কিম্বা যথাসাধ্য কাল বেদাধ্যয়ন করত অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অতীত এবং সমাবর্ত্ত করিয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সবর্ণানুলোমা দ্বিজ-কন্যা বিবাহ করিবে। অতঃপর বিবাহকালীন অগ্নি রক্ষা করিয়া তদ্বারা যেমন গৃহাশ্রমোক্ত কর্ম্ম অর্থাৎ অগ্নিহোত্র, সায়ংপ্রাতর্হোম, বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মযজ্ঞ ও ঋষিযজ্ঞ যথাবিধি সম্পন্ন করিবে তদ্রূপ সেই বিবাহাগ্নি হইতে পত্নীকৃত পাচিত অন্ন দ্বারা নিত্য পিতৃশ্রাদ্ধ অর্থাৎ পিতৃযজ্ঞ, বলিবৈশ্যদেবাদি ভূতযজ্ঞ, অতিথি ভোজন অর্থাৎ নৃযজ্ঞ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ নিষ্পন্ন করিবে। ঐ সকলের ন্যায় গৃহাশ্রমে দশপৌর্ণমাসিক যজ্ঞ, মাসানুমাসিক অমাবস্যার শ্রাদ্ধ,অষ্টকা শ্রাদ্ধ ও অম্বষ্ঠকা শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সৎকর্ম্মও দ্বিজমাত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য এবং প্রতিপাল্য। এই সমস্ত নিত্য কর্ম্ম না করিলে দ্বিজমাত্রকেই স্বকর্ম্মত্যাগী হইতে হয়। এজন্য মনু তৃতীয়াধ্যায়ে বলিয়াছেন;—

"গৃহাশ্রমী বৈবাহিকাগ্নৌ পাক যজ্ঞান কুর্য্যাৎ,
সায়ং প্রাতশ্চাগ্নিহোত্রং দেবতাভ্যো জুহুয়াদিত্যাদি"।

ব্যাস সংহিতায়ও লিখিত আছে;—

কৃতদারোহগ্নি পত্নীভ্যাং কৃত বেশ্মা গৃহং বসেৎ।
স্বকৃতং বিত্তমাসাদ্য বৈতানাগ্নিং নহাপয়েৎ।

স্মার্ত্ত বৈবাহিকে বহ্নৌ শ্রৌতং বৈতানিকাগ্নিষু।
কর্ম্ম কুর্য্যাৎ প্রতিদিনং বিধিবৎ প্রীতিপূর্ব্বকমিতি॥

যাজ্ঞবল্ক সংহিতায় লিখিত আছে ;—

"কর্ম্মস্মার্ত্ত বিবাহাগ্নৌ কুর্ব্বীত প্রত্যহং গৃহীত্যাদি"।

অতএব স্বকর্ম্ম ত্যাগ করিলে যে দ্বিজেরা বর্ণসঙ্কর হয় তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ; কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতাভিমানীদিগের ভ্রম সহস্র সহস্র শাস্ত্র উদরসাৎ করিলেও দূর হইবার নহে। যাঁহারা ইচ্ছা করিয়া অবোধ হন তাঁহাদিগকে বুঝান বড়ই সঙ্কট। বস্তুতঃ কেনইবা তাঁহারা বুঝিবেন ? যেহেতু বর্ত্তমান সময়ের প্রায় সমগ্র ব্রাহ্মণমণ্ডলীই স্বকর্ম্মত্যাগী ; সুতরাং তাঁহাদিগের সন্তানেরাও বর্ণসঙ্কর। মন্বাদি শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের ব্যবস্থা মত কার্য্য করিতে হইলে তাঁহাদের সকলকেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। সেই জন্যই তাঁহারা শাস্ত্র বুঝেও বুঝেন না। তাঁহাদের মনে একমাত্র বিশ্বাস আছে যে কলির ব্যবস্থা সকলই বিপরীত। নতুবা কলির ব্রাহ্মণ এ কথাটি এতদূর নীচার্থ-বোধক হইবে কেন ? তাঁহারা বলেন কলিতে একবার সন্ধ্যা-গায়ত্রী পাঠ করিলেই বেদাধ্যয়ন হইল, বস্তুতঃ তাহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে বর্ত্তমান সময়ের কজন ব্রাহ্মণ-কুমার যথাবিধি সন্ধ্যা-গায়ত্রী পাঠ করেন ? ফলতঃ সে কথা কথাই নহে। তাঁহাদের যত কোপ বৈদ্য সংজ্ঞাধারী অম্বষ্ঠ দিগেরই প্রতি। যদি ব্যবহারভ্রষ্ট বা আচারভ্রষ্ট হইলে অম্বষ্ঠেরাই বিশেষ অপরাধী অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তার্হ হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মণমাত্রেই যে প্রায়শ্চিত্তার্হ সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

অপিচ আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সম্বন্ধে মনু দশমাধ্যায়ে আরও বলিয়াছেন;—

"তপোবীজ প্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষাঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেম্বিহ জন্মতঃ" ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থ। তে ব্রাহ্মণাদয়ঃ তপোবীজ-প্রভাবৈঃ ইহ মনুষ্যেষু প্রতিযুগে জন্মতঃ উৎকৃষ্ট-তপোবীজ-প্রভাবৈঃ উৎকর্ষং গচ্ছন্তি, অপকৃষ্ট-তপোবীজ-প্রভাবৈঃ অপকর্ষঞ্চ গচ্ছন্তি। অর্থাৎ উপরোক্ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সমূহ তপো-

বীজ প্রভাবে ইহলোকে প্রতিযুগেই মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া তপোবীজের উৎকর্ষাপকর্ষত্ব প্রযুক্ত কখন উৎকৃষ্টতা লাভ করে কখন বা অপকৃষ্টতা লাভ করে। সেজন্য মনু স্বয়ং তপস্যার উদাহরণ দেখাইয়া পরে বলিয়াছেন ;—

শনৈকস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রজাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥৪৩॥
পৌণ্ড্রকা শ্চৌড্র দ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবশ্চিনাঃ কিরাতা দরদাঃ ক্ষশাঃ ॥ইতি।

ভাবার্থ। পৌণ্ড্রকাদি দেশের ক্ষত্রিয়েরা ক্রমশঃ ব্রাহ্মণাত্মক বেদের অনধ্যয়নে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ালোপ এবং তপস্যার প্রভাবহানি প্রযুক্ত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই নিদর্শনে যখন যে দেশের ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া-লোপ ও বেদাধ্যয়নাভাব হয় তখন তাহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। এই দৃষ্টান্তে রঘুনন্দন মহাশয় বলিয়াছেন "ইদানীমম্বষ্ঠানাং শূদ্রবদ্ব্যবহারঃ"। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় যদি ক্রিয়ালোপ বা তপস্যার প্রভাব হানি অথবা বেদা-ধ্যয়নাভাব প্রযুক্ত অম্বষ্ঠেরা শূদ্রবৎ হয় তাহা হইলে এক্ষণকার ব্রাহ্মণেরাও ত শূদ্রবৎ হইয়াছেন। যেহেতু এখন কোন ব্রাহ্মণই ত সাগ্নিক, বেদাধ্যায়ী এবং তপঃশীল নহেন। পরন্তু উপরোক্ত বচন দ্বারা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে যখন যে দেশের ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে ক্রিয়ালোপ হইবে তাহারাই শূদ্রবৎ হইবে, কিন্তু রঘুনন্দন মহাশয় যে কি দৃষ্টে সমগ্র অম্বষ্ঠদিগের শূদ্রবদ্ব্যবহার লিখিলেন তাহাত আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। পূর্ব্বোক্ত বচন দ্বারা এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, যখন যে দেশের অম্বষ্ঠেরা আচারভ্রষ্ট হইবে তখন তাহাদিগের শূদ্রবদ্ব্যবহার বলিয়া তাহারা অন্যান্য অম্বষ্ঠ হইতে অপকৃষ্ট হইবে। অবশিষ্ট যাহারা সৎক্রিয়া ও সদাচার-সম্পন্ন থাকিবে তাহারা ব্রাহ্মণের ন্যায়ই থাকিবে।

'শনৈকস্তু ক্রিয়ালোপাদিত্যাদি' বলিয়া মনু বীজপ্রভাব হানির আরও উদা-হরণ দিয়াছেন "সূতানাম শ্বসারথ্যং" অর্থাৎ সূত জাতি স্বভাবতঃই বীজ প্রাধান্য নষ্ট করে এজন্য তাহারা অশ্বের সারথি এই নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

অতএব ক্ষত্রিয়ে ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করিলে তাহার বীজের অপকৃষ্টতা হয় এজন্য তদুৎপন্ন সন্তান (সূত জাতি) অপধ্বংশজা শূদ্রধর্ম্মা হইবে বলিয়া মনু আরও বলিয়াছেন "শূদ্রানাঞ্চ স্বধর্ম্মানঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতা"। ইতি।

যদি অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা অগ্নিবেদ এবং তপস্যার হীনতা প্রযুক্ত শূদ্রবৎ কিম্বা বর্ণসঙ্কর হয় এবং ব্রাত্য দোষের জন্য প্রায়শ্চিত্তার্হ হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে দ্বিজ মাত্রেরই বর্ণসাঙ্কর্য্য দোষ অথবা শূদ্রভাব পরিহারের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার উপনীত হওয়া আবশ্যক। যেহেতু প্রথমোক্ত উপনয়ন অসিদ্ধ প্রযুক্ত সকল দ্বিজই এক্ষণে ব্রাত্য দোষে দূষিত হইয়াছেন। সুতরাং ব্রাহ্মণেরা অগ্রে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পরে অম্বষ্ঠদিগকে "বর্ণসাঙ্কর্য্য শূদ্রবদ্ভাব ব্রাত্য-সন্তানত্ব পাপক্ষয় কাম প্রায়শ্চিত্তমহং করিষ্যে," এই সংকল্প দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করাইতে পারেন। অন্যথা আচার্য্যের দেহ অশুদ্ধ থাকিলে যজমানের কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না। যদি কেহ বলেন যে ব্রাত্য বৈদ্যের ঔরসজাত সন্তান বৈদ্য কি না? তদুত্তর এই যে, বর্ত্তমান সময়ের ব্রাত্য ব্রাহ্মণের সন্তানও যেমন ব্রাহ্মণ হয় ব্রাত্য বৈদ্যের সন্তানও তদ্রূপ বৈদ্য হইবে; যেহেতু তাহাদিগের আদি পুরুষ ব্রাহ্মণ। "তপোবীজ প্রভাবৈস্তু———মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ" এই মনু বচন দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ব্রাহ্মণ-বীজের প্রভাব যুগ যুগান্তেও নষ্ট হয় না। এজন্য তপস্যার প্রভাব হানী সত্বেও বীজপ্রভাব দেখাইয়া মনু দশমাধ্যায়ে আরও বলিয়াছেন;—

"শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যা সপ্তমাদ্ যুগাৎ ॥৬৪॥
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈবচ" ॥ ৬৫ ॥

ভাবার্থ। ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রাতে জাত সন্তান যদি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হয় তাহা হইলে সেই অশ্রেষ্ঠ পুত্র (পারশব শূদ্র) বীজ প্রাধান্য হেতু সপ্তম জন্মে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ সেই পারশব শূদ্র দেহ পরিত্যাগের পর প্রথম জন্মে অপকৃষ্ট বৈশ্য, দ্বিতীয় জন্মে মধ্যম বৈশ্য, তৃতীয় জন্মে উত্তম বৈশ্য,

চতুর্থ জন্মে অধম ক্ষত্রিয়, পঞ্চম জন্মে মধ্যম ক্ষত্রিয়, ষষ্ঠ জন্মে উত্তম ক্ষত্রিয় এবং সপ্তম জন্মে ব্রাহ্মণ হয়। অতএব বীজ প্রভাব কদাচ নষ্ট হয় না। ঐরূপ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে জাত পুত্রদ্বয়ও যথাক্রমে পঞ্চম ও তৃতীয় জন্মে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইয়া থাকে।

অতএব মূর্দ্ধাভিষিক্ত এবং অম্বষ্ঠ এ উভয় জাতিই যখন ব্রাহ্মণ বর্ণ সপ্রমাণিত হইল তখন ব্রাহ্মণ বর্ণোক্ত বিধানানুসারে তাহাদিগের সমস্ত কার্য্যই যে বিধি পূর্ব্বক সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যেহেতু মন্বাদি সংহিতায় লিখিত আছে ;—

"একাহাচ্ছুদ্ধ্যতে বিপ্রো যোগ্নিবেদ-সমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবল বেদস্তু বিহীনো দশভির্দ্দিনৈঃ॥
জন্মকর্ম্মাদি-বিভ্রষ্টঃ সন্ধ্যোপাসন-বর্জ্জিতঃ।
নামধারক-বিপ্রশ্চ দশাহং সুতকী ভবেৎ"॥

অস্যার্থ। যে ব্রাহ্মণেরা সাগ্নিক ও বেদজ্ঞ তাঁহাদিগের এক অহোরাত্র দিনেই অশৌচান্ত হয়, আর যাঁহারা বেদজ্ঞ অথচ সাগ্নিক নহেন, তাঁহাদের তিন অহোরাত্র দিনে এবং যাঁহারা অগ্নি ও বেদ এই উভয় বিহীন তাঁহাদিগের দশ দিনে অশৌচান্ত হয়। অপিচ যাঁহারা জন্মকর্ম্মাদি-বিভ্রষ্ট এবং সন্ধ্যোপাসনা-বর্জ্জিত অথচ ব্রাহ্মণ-পদ বাচ্য তাঁহাদিগেরও দশ দিনে অশৌচান্ত হয়।

অতএব মূর্দ্ধাভিষিক্ত এবং অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগেরও যে দশাশৌচ শাস্ত্র-সঙ্গত তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের পণ্ডিতাভিমানী ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী যাঁহারা উপরোক্ত দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণকেই উপনয়ন-রহিত বলিয়া কখন মাসাশৌচ কখন বা পক্ষাশৌচ ব্যবস্থা দেন তাঁহারা যে ব্রহ্মহত্যার সমান মহাপাপে লিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দশ পুরুষকে নিরয়গামী করেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ফলতঃ শূদ্রবৎ বলিয়া যদি অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের মাসাশৌচ ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে এক্ষণকার প্রায় সকল ব্রাহ্মণমণ্ডলীরই মাসাশৌচ গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যেহেতু মনু দ্বিতীয়াধ্যায়ে বলিয়াছেন ;—

"যোহনধীত্য দ্বিজোবেদ মন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ"॥ ১৬৮॥

অর্থাৎ যে দ্বিজ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্রাধ্যয়ন করে সে তৎক্ষণাৎ পুত্রপৌত্রাদি সহ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

এই মনু বঁচনের নিদর্শনে বশিষ্ঠ সংহিতায় লিখিয়াছেন "অশ্রোত্রিয়া, অননুবাক্য, অনগ্নয়ঃ শূদ্রধর্ম্মানো ভবন্তি। নানৃগ্‌ব্রাহ্মণো ভবতি, মানবঞ্চাত্র শ্লোক মুদাহরন্তি"।

"যোহনধীত্য দ্বিজোবেদ মন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
সজীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ" ॥

অতএব মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি ব্রাহ্মণেরা শূদ্রবৎ বলিয়া যদি তাহারা মাসাশৌচ-ভাগী হয় তাহা হইলে এক্ষণকার ব্রাহ্মণমাত্রেরই মাসাশৌচ অখণ্ডনীয়। ফলতঃ সে ব্যবস্থা ব্যবস্থাই নহে; যেহেতু পরাশরও বলিয়াছেন;—

"জন্মকর্ম্মাদি-বিভ্রষ্টঃ সন্ধ্যোপাসন-বর্জ্জিতঃ।
নামধারক-বিপ্রশ্চ দশাহং সুতকী ভবেৎ॥"

এই সমস্ত শাস্ত্র বচনানুসারে উপনীত বা অনুপনীত মূর্দ্ধাভিষিক্ত, সুবর্ণ, ভিষক ও অম্বষ্ঠ এই চারি শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরই দশাশৌচ ব্যবস্থেয়, অর্থাৎ দশাহ অশৌচ ব্যবহার করিয়া একাদশ দিনে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে উপনীত অম্বষ্ঠেরা মন্বাদিশাস্ত্রানভিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা মতে দশাহের স্থানে পঞ্চদশাহ অশৌচ ব্যবহার করেন। তাঁহারা যেমন অনভিজ্ঞ পণ্ডিত-দিগের অনুরোধে একাদশ দিবসীয় আদ্য শ্রাদ্ধ পতিত করিয়া ষোড়শ দিনে সেই শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন, সেইরূপ পূর্ব্বদেশীয় অনুপনীত অম্বষ্ঠেরা একত্রিংশৎ দিবসে সেই কার্য্য সমাধা করেন। এই উভয় সম্প্রদায়ের অম্বষ্ঠদিগের মধ্যে যথাকালীন আদ্য শ্রাদ্ধ লোপ হওয়াতে ত্রিপক্ষ শ্রাদ্ধ বা মাসিক সপিণ্ডীকরণ (অর্থাৎ দ্বাদশ মাসে দ্বাদশটি মাসিক শ্রাদ্ধ) এবং দুইটি ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ করিলেও ষোলটি শ্রাদ্ধ পূর্ণ হয় না। ফলতঃ আদ্য শ্রাদ্ধাদি ষোড়শ শ্রাদ্ধ না করিয়া শত শত শ্রাদ্ধ করিলেও পিতৃলোকের পিশাচত্ব নষ্ট হয় না। ইহার প্রমাণ লিখিত সংহিতায় লিখিয়াছেন;—

"নব শ্রাদ্ধং ত্রিপক্ষে বা দ্বাদশস্যেব মাসিকং।
ষান্মাষিকে চাব্দিকঞ্চ শ্রাদ্ধান্যেতানি ষোড়শ।
যস্যৈতানি ন কুর্ব্বীত একোদ্দিষ্টানি ষোড়শ।
পিশাচত্বং স্থিরং তস্য দত্তৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি"। ইতি।
"সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং প্রতিসম্বৎসরং দ্বিজঃ।
মাতা পিত্রোঃ পৃথক্ কুর্য্যাদেকোদ্দিষ্ট মৃতেঽহনি।
বর্ষে বর্ষেতু কর্ত্তব্যং মাতা পিত্রোস্ত সন্ততম্।
অদৈবং ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধং পিণ্ডমেকঞ্চ নির্ব্বপেৎ॥
একোদ্দিষ্টং পরিত্যজ্য পার্ব্বনং কুরুতে দ্বিজঃ।
অকৃতং তদ্বিজানীয়াৎ স মাতা-পিতৃ-ঘাতকঃ"॥

এক্ষণে গৌড় প্রভৃতি সকল দেশেরই ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় প্রায় নিরগ্নিক হইয়াছেন কিন্তু তাঁহারাই আবার যথারীতি দশরাত্র অশৌচ ব্যবহার করিয়া সাগ্নিকের ন্যায় সামিষান্ন দ্বারা আদ্য শ্রাদ্ধাদি ষোড়শ প্রেত-শ্রাদ্ধ করিয়া প্রতিসম্বৎসরেও নিরামিষ অন্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। ইহারই বা কারণ কি? তাঁহারা কি ব্রাহ্মণাভিমানে স্বীয় বুদ্ধিতে পাচিত অন্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করেন? না আর কিছু? ফলতঃ স্বীয় বুদ্ধিতে ঐরূপ শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু শাস্ত্র না জানিয়া স্বীয় বুদ্ধিতে ধর্ম্ম নিশ্চয় করা বড়ই সুকঠিন। পুরাকালে মহর্ষিগণ নিজে ধর্ম্ম নিশ্চয় করিতে না পারিয়া মনুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেন। উপরোক্ত নিরগ্নিক ব্রাহ্মণেরা যদ্যপি আধুনিক স্মার্ত্ত মহাশয়দিগের ব্যবস্থানুসারে ঐরূপ শ্রাদ্ধ করেন তাহা হইলে একবার তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে অত্রিসংহিতায় লিখিত নিম্নলিখিত বচনের প্রকৃত অর্থ কি?

"যোঽগৃহীত্বা বিবাহাগ্নিং গৃহস্ত ইতি মন্যতে।
অন্নং তস্য নভোক্তব্যং বৃথা পাকোহি সম্মৃতঃ॥

বৃথাপাকঞ্চ ভুঞ্জানঃ প্রায়শ্চিত্তং চরেদ্দ্বিজঃ।
প্রাণানপ্সু ত্রিরায়ন্য ঘৃতং প্রাশ্য বিশুদ্ধতি" ॥

অস্যার্থ। যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বিবাহাগ্নি গ্রহণ না করিয়া আপনাকে গৃহস্থ মনে করিয়া অসংস্কৃত লৌকিক্ অগ্নি দ্বারা পাক কার্য্য সমাধা করেন তাঁহার অন্ন কদাচ ভক্ষনীয় নহে এবং সেই অন্ন বৃথাপাকান্ন বলিয়া কথিত হয়। পরন্তু যে দ্বিজ সেই বৃথাপাকান্ন ভক্ষণ করে তাহাকে জল মধ্যে বারত্রয় প্রাণায়াম পূর্ব্বক গব্য ঘৃত পান দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। নতুবা তাহার দেহ শুদ্ধ হয় না। বিশেষতঃ উপরোক্ত বৃথাপাকান্ন দ্বারা চতুর্ব্বিপাক যজ্ঞ (১) সমাধা হয় না। উপরোক্ত বচন উপলক্ষ্য করিয়া আঙ্গিরস সংহিতায় কথিত আছে ;—

"দুষ্কৃতং হি মনুষ্যাণামন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠহতি।
যো যস্যান্নং সমশ্নাতি স তস্যাশ্নাতি কিল্বিষম্ ॥
ব্রাহ্মণান্নে বিদ্রত্বং, ক্ষত্রিয়ান্নে পশুত্বকম্।
বৈশ্যান্নেতু শূদ্রত্বং, শূদ্রান্নেন বকং ধ্রুবং ॥"

অস্যার্থ। যে ব্যক্তি অপর কোন মনুষ্যের বৃথাপাকান্ন ভক্ষণ করে, তাহার পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবার্চ্চনাদি সমস্ত কার্য্যই পণ্ড হয়; কোনটিই সুসিদ্ধ হয় না; যেহেতু সে ব্যক্তি বৃথাপাকান্ন দাতার সমস্ত পাপরাশি গ্রহণ করে। যে ব্রাহ্মণান্ন, ক্ষত্রিয়ান্ন ও বৈশ্যান্ন দ্বারা চতুর্ব্বিপাক যজ্ঞ সমাধা হয় সেই ব্রাহ্মণান্ন অমৃততুল্য, ক্ষত্রিয়ান্ন পয়ঃসদৃশ এবং বৈশ্যান্ন প্রকৃত অন্ন বলিয়া কথিত হয়। শূদ্রান্ন সর্ব্বথা নিষিদ্ধ।

উপরোক্ত বচনের পোষকতা জন্য অঙ্গিরা ও আপস্তম্ব দুই ঋষিই নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গ বচন লিখিয়াছেন ;—

(১) দেবযজ্ঞ (হোমাদি) পিতৃযজ্ঞ (নিত্যশ্রাদ্ধাদি) ভূতযজ্ঞ (বলিবৈশ্যদেবাদি) নৃযজ্ঞ (অতিথি সেবাদি)।

"অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃ স্মৃতং।
বৈশ্যস্যচান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং রুধিরং স্মৃতং॥
বৈশ্য দেবেন হোমেন দেবতাদ্যর্চ্চনৈ র্জপৈঃ।
অমৃতং তেন বিপ্রান্ন মৃগ্‌যজুঃ সাম-সংস্কৃতম্॥
ব্যবহারানুরূপেন ধর্ম্মেন ছলবর্জ্জিতং।
ক্ষত্রিয়ান্নং পয়স্তেন ভূতানাং পালনে ন চ॥
স্বকর্ম্মণা চ বৃষভৈরণুস্যত্যাত্ম শক্তিতঃ।
খলু যজ্ঞাতিথিত্বেন বৈশ্যান্নং তেন সংস্কৃতং॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য মদ্যপান রতস্য চ।
রুধিরং তেন শূদ্রান্নং বিধিমন্ত্র-বিবর্জ্জিতং॥
ব্রাহ্মণস্য সদা ভুঙ্‌ক্তে ক্ষত্রিয়স্য তু পর্ব্বনি।
বৈশ্যস্য যজ্ঞ দীক্ষায়াং শূদ্রস্য চ ন কদাচন॥

ভাবার্থ। যে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ বিবাহাগ্নি (সংস্কৃতাগ্নি) দ্বারা অন্ন পাক করেন সেই অন্ন দ্বারাই বৈশ্যদেব, অগ্নিহোত্র, সায়ংপ্রাতর্হোম এবং দেবতা, পিতৃ ও অতিথি অর্চ্চন হয়, এজন্য সে অন্ন অমৃততুল্য; বৃথাপাকান্ন নহে। যে অন্ন দ্বারা ঐ সমস্ত কার্য্য সমাধা না হয় তাহাই বৃথাপাকান্ন এবং তাহা মনুষ্যেরও অভক্ষনীয়, সুতরাং সে অন্ন দ্বারা আদ্য শ্রাদ্ধাদি সপিণ্ডীকরণান্ত ষোড়শ শ্রাদ্ধ অথবা মাতাপিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ কিম্বা শালগ্রামাদি দেবতার্চ্চনইবা কি প্রকারে হয়? এজন্য বিষ্ণু-সংহিতায় কথিত আছে, "গৃহাশ্রমী বিবাহিকাগ্নৌ পাকযজ্ঞান্ কুর্য্যাদিতি।" অপিচ লিখিত সংহিতাগও উক্ত আছে "যস্মিন্নগ্নৌপচেদন্নং তস্মিন্ হোম বিধীয়তে।" সুতরাং ব্রাহ্মণের অন্ন (অর্থাৎ বিবাহাগ্নিতে পাচিত অন্ন) অমৃত তুল্য, ক্ষত্রিয়ান্ন দুগ্ধসদৃশ এবং বৈশ্যান্ন প্রকৃত সংস্কৃতান্ন। অতএব ঐ সকল অন্ন দ্বারা সকল কার্য্যই সমাধা হয়। কিন্তু শূদ্রেরা বেদমন্ত্র-বিবর্জ্জিত এজন্য তাহাদের অন্ন রুধির সদৃশ; সুতরাং তদ্দ্বারা কোন কার্য্যই সমাধা হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণেরা আপনাপন

পত্নীদিগকে শূদ্রাবৎ জ্ঞান করিয়া তাহাদিগকে শালগ্রাম স্পর্শ করিতে দেন না কিন্তু তাহাদের কর্ত্তৃক পাচিত অন্ন অর্থাৎ রুধিরান্ন দ্বারা সেই শালগ্রামের ভোগ দিয়া থাকেন। বিবাহাগ্নি দ্বারা পাচিত অন্ন সুসংস্কৃতান্ন এজন্য রঘুনন্দন মহাশয় লঘুহারিতের বচন দেখাইয়া লিখিয়াছেন ;—

সপিণ্ডীকরণং যাবৎ প্রেত-শ্রাদ্ধাণি ষোড়শ।
পক্কান্নেনৈব কার্য্যানি সাগ্নিষেণ দ্বিজাতিভিঃ॥

অথাৎ সাগ্নিক দ্বিজেরা সামিষ পক্কান্ন দ্বারা আদ্য-শ্রাদ্ধাদি ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিবে। বাৎসরিক শ্রাদ্ধ নিরামিষ পক্কান্ন দ্বারাই কর্ত্তব্য।

সাগ্নিকাদগের আপদ্ কালাদিতে আমান্ন শ্রাদ্ধ বিহিত; এই বচন উল্লেখ করিয়া রঘুনন্দন মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

"আপদ্যনগ্নৌ তীর্থে চ চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহে তথা।
আম-শ্রাদ্ধং দ্বিজৈঃ কার্য্যং শূদ্রেণ তু সদৈব তু॥"

অস্যার্থ। দ্বিজেরা কেবল আপদ্‌কালে, তীর্থক্ষেত্রে এবং চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণে আম-শ্রাদ্ধ অর্থাৎ অপকান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাধা করিবে কিন্তু শূদ্রেরা সকল স্থলেই আম-শ্রাদ্ধ করিবে। যেহেতু আদৌ তাহারা মন্ত্র ও অগ্নি-বিহীন।

এস্থলে আরও জানা আবশ্যক যে, যে সাগ্নিক দ্বিজের প্রথম বিবাহিতা পত্নী বিয়োগ হয় তাহার পক্ষেও সর্ব্বথা আম-শ্রাদ্ধ প্রশস্ত; যেহেতু তাহার বিবাহাগ্নি মৃত পত্নীর চিতা প্রজ্বলনের সঙ্গেই নিঃশোষিত হওয়ায় সে দ্বিজও নিরগ্নিক হইয়া যায়; সুতরাং শূদ্রের ন্যায় সে দ্বিজেরও সর্ব্বত্র আম-শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ের নির্ব্বেদ এবং নিরগ্নিক সকল ব্রাহ্মণই শূদ্রবৎ হইয়াও বলপূর্ব্বক স্ব স্ব শূদ্রাবৎ ভার্য্যা কর্ত্তৃক পাচিত অন্ন দ্বারা আদ্যশ্রাদ্ধাদিতে পিণ্ডদান পূর্ব্বক পিতৃ-মাতৃ বধের পাতক হয়েন। তাঁহাদিগের এ জ্ঞান নাই যে অসংস্কৃত লৌকিক অগ্নিতে পাচিত অন্ন অর্থাৎ বৃথাপাকান্ন দ্বারা প্রেত-শ্রাদ্ধাদি ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিলে সে শ্রাদ্ধ কদাপি

সিদ্ধ হয় না এবং পিতামাতারও প্রেতত্ব যায় না; অধিকন্তু নিজের দেহও যাবজ্জীবন অশুদ্ধ থাকে। বিশেষতঃ সেই অশুদ্ধ দেহে পুত্রকন্যার উপনয়ন বিবাহাদি সংস্কার এবং শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি পৌরাণিক যে সমস্ত কার্য্য করা যায় সে সমস্তই বৃথা হয়। আধুনিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ভ্রম সম্বন্ধে আমরা আর কত লিখিব। সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানির আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা দ্বারা সে সম্বন্ধে সহজ জ্ঞান উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

অতি প্রাচীন কাল হইতে আর্য্যদিগের মধ্যে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল যে দ্বিজমাত্রেই যথাকালে উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদবেদান্তাদি নিখিল শাস্ত্রাধ্যয়ন জন্য গুরুগৃহে প্রেরিত হইবে এবং যথানিয়মিত কাল তথায় বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন পূর্ব্বক সমাবর্ত্ত করিয়া গুরুর আদেশক্রমে গৃহে প্রত্যাগমন করিবে। মন্বাদি সংহিতা পাঠে যতটুকু জ্ঞান লাভ করা যায় তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মচর্য্যের অগ্রে দ্বিজ জাতির অপর কোন বিজাতীয় শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকার নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দ্বিজমাত্রেই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইতে না হইতেই বিজাতীয় ম্লেচ্ছ-শাস্ত্রাধ্যয়নে বিশেষ তৎপর হন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মণদিগের এই একমাত্র বিশ্বাস যে কলিতে সন্ধ্যা-গায়ত্রী পাঠ করিলেই বেদাধ্যয়ন হইল, বস্তুতঃ তাই যদি প্রকৃত হয় তাহা হইলে তাহাও ত অসময়ে উপদিষ্ট হইয়া থাকে, কারণ যে সময়ে তাঁহারা স্বীয় পুত্রদিগের উপনয়ন দিয়া থাকেন তার বহুপূর্ব্ব হইতেই প্রায় তাহারা বিজাতীয় ম্লেচ্ছ-শাস্ত্রাধ্যয়নে একরূপ পারদর্শী হইয়া উঠে সুতরাং "যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদ——মাশু গচ্ছতি সান্বয়।" এই মনু বচন দ্বারা তাহারা যে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব যে কারণে আধুনিক স্মার্ত্ত মহাশয়েরা বৈদ্যসংজ্ঞাধারী অম্বষ্ঠদিগের প্রতি মাসাশৌচ ব্যবস্থা দেন সেই কারণেই আমরা বলিতে বাধ্য যে আ'জ প্রায় সমগ্র ব্রাহ্মণমণ্ডলীর পক্ষে মাসাশৌচ অবশ্যম্ভাবী এবং আমান্ন শ্রাদ্ধও প্রশস্ত। ফলতঃ এরূপ ব্রাহ্মণ দ্বারা জাতকর্ম্ম, উপনয়ন, বিবাহ, পিতামাতার শ্রাদ্ধ ইত্যাদি যে কোন কার্য্যই করা যায় সে সমস্তই এক্ষণে পণ্ড হইয়া থাকে। অতএব ষড়বিধ দ্বিজের মধ্যে যে কোন দ্বিজই প্রায়শ্চিত্তার্হ হউক না কেন সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণদিগেরই প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য কর্ত্তব্য।

অম্বষ্ঠেরা যে ব্রাহ্মণবর্ণ তাহা বহুবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা নিঃসংশয়িতরূপে সপ্রাণিত হইল। এক্ষণে বৈদ্য কথাটির গূঢ়ার্থ কি? এবং কোন্ সময় হইতে ঐ কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে ইহা জানা আবশ্যক এজন্য নিম্নে তাহারই বিষয় যথাযথ বর্ণিত হইতেছে।

অতি পুরাকালে এতদ্দেশে এক শ্রেণীরই ব্রাহ্মণ ছিল; যথা; মরিচি, অত্রি, আঙ্গিরা ও কাশ্যপাদি ঋষিগণ। তৎসম কালে যেমন মূর্দ্ধাভিষিক্ত কিম্বা অম্বষ্ঠাদি অপর কোন ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয় নাই তদ্রূপ আয়ুর্ব্বেদও প্রকাশিত ছিল না। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সর্ব্ব প্রথমে আয়ুর্ব্বেদ ভিন্ন অপর চারিবেদ, ষড়ঙ্গ, ইতিহাস, পুরাণাদি শাস্ত্র গুলি প্রকাশ করিয়া উপরোক্ত ঋষিদিগকে প্রদান করিলে তাহারা তদনুযায়ী ক্রিয়া কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে বেদ গ্রন্থাকারে পরিণত ছিল না; কেবল শ্রুতিনামে গুরুপরম্পরায় উপদিষ্ট হইয়া আসিত, ফলতঃ আয়ুর্ব্বেদের অপ্রকাশ কাল পর্য্যন্ত বৈদ্য কথাটিও যে অপ্রকাশিত ছিল তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরে যখন দেবাসুরাদির ঐশ্বর্য্য ভোগার্থ প্রজ্ঞাপরাধ হইতে লাগিল তাহারই কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ব্রহ্মা লক্ষ শ্লোক, সহস্র অধ্যায় ও অষ্ট অঙ্গে আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করিয়া প্রথমতঃ দক্ষ প্রজাপতিকে শিক্ষা প্রদান করেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে ব্রহ্মচর্য্যই বিদ্যা শিক্ষার প্রশস্ত কাল এবং সেই কালেই ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ বর্ণেরা বেদবেদান্তাদি নিখিল শাস্ত্রাধ্যয়নপূর্ব্বক বিদ্যা সমাপ্ত করিতেন; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের অপ্রকাশ থাকা প্রযুক্ত তদানীন্তন কেহই প্রশস্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিদ্বান্ হইতে পারিতেন না। তৎকালে প্রশস্ত বিদ্বান্‌কেই 'বৈদ্য' কহিত; যেহেতু বিদ্যা শব্দের উত্তর মত্বর্থে প্রজ্ঞাদিত্য প্রযুক্ত ণ প্রত্যয় করিয়া 'বৈদ্য' পদ সিদ্ধ হইয়াছে, যথা; 'বিদ্যাসমাপনেন প্রশস্তাস্তস্যেতি বৈদ্যঃ।' "ভাষ্যের কারিকা ভূমনিন্দা প্রশংসাসু নিত্য যোগঽতি শায়নে সংসর্গেঽস্তি বিবক্ষায়াং ভবন্তি মতুবাদয় ইতি।"

অতএব দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সমগ্র আয়ুর্ব্বেদে উপদিষ্ট হইলেও অসময়ে (অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য অতীত করিয়া গৃহস্থাশ্রমে) আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন এজন্য তিনি প্রশস্ত বিদ্বান হইতে পারেন নাই। যদিচ তিনি বিধিপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন অধ্যয়নের প্রকৃত কাল

নহে, ক্রিয়া-কাল এজন্য তিনি 'বৈদ্য' সংজ্ঞাও প্রাপ্ত হন নাই। তৎপরে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উৎপত্তি হইলে, তাঁহারাই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে দক্ষপ্রজাপতির নিকট আয়ুর্ব্বেদ সহ বেদবেদান্তাদি সমগ্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যা সমাপ্ত করিলে 'বৈদ্য' সংজ্ঞা লাভ করেন। তদবধি তাঁহারাই 'স্বর্গ-বৈদ্য' নামে কথিত হইয়া স্বর্গে চিকিৎসাবৃত্তি করিতে থাকেন। অতএব অশ্বিনীকুমার হইতেই যে 'বৈদ্য' কথাটীর প্রথম উৎপত্তি হয় সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুমেও 'বৈদ্য' কথাটীর প্রথমোৎপত্তির বিষয় এইরূপই বিবৃত আছে। এস্থলে বৈদ্যবিদ্বেষী তীক্ষ্ণমনীষা-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে, তাঁহারা স্বর্গ-বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বর্ণসঙ্কর বলিতে পারেন কিনা? তদনন্তর অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট হইতে দেবরাজ ইন্দ্র যথাবিধি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিলেও তাহা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অপঠিত এজন্য তিনিও 'বৈদ্য' সংজ্ঞালাভ করেন নাই এবং চিকিৎসাবৃত্তি তাঁহারও ধর্ম্ম্যা হয় নাই। তবে ধর্ম্মার্থে উপদেশ দিতে পারিতেন। অতএব এতদ্দারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যাঁহারা বেদবেদান্তাদি সমগ্র শাস্ত্রের সহিত আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক সমাবর্ত্ত করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইতেন তাঁহারাই 'বৈদ্য' সংজ্ঞা লাভ করতঃ চিকিৎসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। কোন কোন শাস্ত্রকর্ত্তা তাঁহাদিগকে 'ভিষজ' এই সংজ্ঞাতেও অভিহিত করিতেন। ফলতঃ তৎকালে যাঁহারা 'ভিষজ' অর্থাৎ 'বৈদ্য' সংজ্ঞা লাভ করিতেন তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন, সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান, শাস্ত্রপারগ এবং সমস্ত প্রাণীর প্রাণাচার্য্য অর্থাৎ গুরুবৎ পূজনীয় ছিলেন। যেহেতু চরক বলিয়াছেন;—

"বিদ্যা সমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়া জাতিরুচ্যতে।
অশ্নুতে বৈদ্য শব্দোন নবৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মতঃ। ১।
বিদ্যা সমাপ্তৌ ব্রাহ্মংহি সত্বমার্ষমথাপিবা।
ধ্রুবমাবিশতিজ্ঞানা স্তস্মাদ্বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ। ২।
শীলবান্ মতিমান্ যুক্ত স্ত্রিজাতি শাস্ত্রপারগঃ।
প্রাণীভির্গুরুবৎ পূজ্যঃ প্রাণাচার্য্য সহি স্মৃতঃ"॥ ৩।

ভাবার্থ। সর্ব্ব প্রথমে বৈদ্য কথাটির অপ্রকাশ থাকা প্রযুক্ত বৈদ্য বলিয়া একটি সতন্ত্র জাতিও ছিল না। তবে যে ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আয়ুর্ব্বেদাদি সমস্ত বিদ্যা সমাপ্ত করিতেন তাঁহাদিগকেই 'ভিষজ' অর্থাৎ'বৈদ্য'এই উপাধি দ্বারা অভিহিত করিয়া 'ত্রিজ' এই সংজ্ঞা প্রদান করা হইত। 'ত্রিজ' শব্দের ব্যুৎপত্তি যথা;—যে ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ জাত-সংস্কার, দ্বিতীয়তঃ উপনয়ন-সংস্কার এবং তৃতীয়তঃ আয়ুর্ব্বেদ-মন্ত্রে সংস্কৃত হইতেন তাঁহাদিগকেই 'ত্রিজ' কহিত। 'ত্রিজ' অর্থাৎ 'বৈদ্য' উপাধিধারীরা সদাচারী, সচ্চারত্র, বুদ্ধিমান্ এবং সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ছিলেন এজন্য তাহাদিগকে প্রাণাচার্য্য কহিত।

অতঃপর পৃথিবীতে যখন লোকে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল তখন উপরোক্ত মরিচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি মহর্ষিগণ প্রাণীগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে রোগমুক্ত করিবার জন্য হিমালয়ের পার্শ্বদেশে সকলে একত্র সমবেত হইয়া ধ্যানযোগে স্থির করিলেন যে মর্ত্তে আয়ুর্ব্বেদ আনয়ন না করিলে প্রাণীগণ কোন ক্রমেই রোগের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবে না। ফলতঃ মর্ত্তে আয়ুর্ব্বেদ আনিতে হইলে প্রথমতঃ দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক, কিন্তু তাঁহর নিকট কে গমন করে? তাহাদিগের মধ্যে ঐরূপ আন্দোলন চলিতেছে এমন সময়ে মহর্ষি ভরদ্বাজ সকলের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন সকলের অনুমতি হইলে আমি যাইয়া দেবরাজের নিকট সমস্ত নিবেদন করিতে পারি। এই কথা শুনিয়া সকলেই হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে অনুমতি এবং বিদায় দিলেন। অতঃপর মহর্ষি ভরদ্বাজ মুনিগণের অনুমতিক্রমে ইন্দ্রের নিকট গমন পূর্ব্বক যথাযথ সমস্ত নিবেদন করিলে দেবরাজ ইন্দ্র ভরদ্বাজকে যথাবিধি সমগ্র আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ প্রদান করেন। অনন্তর মহর্ষি ভরদ্বাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক মর্ত্তে প্রত্যাগমন করিলে মরিচ্যাদি ঋষিগণ সকলেই তাঁহার নিকট যথাবিধি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিলেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা সকলেই বিদ্যা সমাপ্ত না করিয়া সমাবর্ত্ত করিয়াছিলেন এজন্য ভরদ্বাজাদি কোন ঋষিই 'বৈদ্য'সংজ্ঞা লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং চিকিৎসাবৃত্তি কাহারও উপজীবিকাস্বরূপ নিদ্ধারিত হয় নাই।

ঐরূপ প্রথমাবধিই আয়ুর্ব্বেদ সকল ব্রাহ্মণেরই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অপঠিত ছিল এজন্য অতি প্রাচীন কালে কোন ব্রাহ্মণই 'বৈদ্য' সংজ্ঞা লাভ করিতে পারেন

নাই এবং চিকিৎসাবৃত্তি চতুর্ব্বেদোক্ত ক্রিয়া মধ্যে অত্যুত্তম এবং পুণ্যতম হইলেও কাহারও উপজীবিকাস্বরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। তৎকালে যে ব্রাহ্মণ গৃহস্থাশ্রমে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন তাঁহার অন্ন সর্ব্বথা অভোজ্য হইত এবং তিনি শ্রাদ্ধান্ন ভোজনে অপাঙ্‌ক্তেয় পংক্তি-দূষক বলিয়া সর্ব্বথা পরিত্যজ্য হইতেন। ফলতঃ আয়ুর্ব্বেদ কেন যজন-যাজনাদি ষট্‌কর্ম্ম, যে যে বেদের অঙ্গ তাহাও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অধ্যয়ন না করিয়া গৃহস্থাশ্রমে স্বয়ং অধ্যয়ন করিলে বা গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে সে যাজকতাও ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত নহে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের প্রায় অধিকাংশ ব্রাহ্মণই ঐরূপ যাজকতা করেন এজন্য তাঁহাদের কৃত কোন কার্য্যই সফল হয় না।

যৎকালে জগতে লোক সংখ্যা পরিবৃদ্ধির কারণ অনুলোম বিবাহ প্রচলিত হইয়া প্রথমতঃ মূর্দ্ধাভিষিক্ত তদনন্তর অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয় তৎকালে ভগবৎ কৃপায় অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণেরাই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ঋগ্বেদাদি সমুদয় বিদ্যা অধ্যয়ন পূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদে পুনরায় উপনীত হইয়া যথাবিধি আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়ন দ্বারা 'ত্রিজ' অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিদ্বান হইয়া বৈদ্য উপাধি গ্রহণানন্তর সমাবর্ত্ত করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক যেমন যজন-যাজনাদি ষটকর্ম্ম করিতে লাগিলেন সেইরূপ চিকিৎসা ব্যবসায়ও আরম্ভ করিলেন। তদবধি আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসাবৃত্তি অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগেরই প্রতি নিশ্চয়ভাবে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। এনিমিত্ত মনু উৎকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা তপোবীজ উভয়েরই উৎকৃষ্ট প্রভাবের উদাহরণ দেখাইয়া বলিয়াছেন "অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং" অর্থাৎ তিনি চতুর্ব্বেদোক্ত ক্রিয়ার মধ্যে অত্যুত্তম অথচ পুণ্যতম জীবিকা যে চিকিৎসাবৃত্তি তাহা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণেই বিধান করিয়াছেন; অন্য কোন ব্রাহ্মণে বিধান করেন নাই। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সমগ্র বেদাধ্যয়ন তপস্যার মধ্যে উৎকৃষ্ট কাল এবং জন্মতঃ উৎকৃষ্ট বর্ণ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বীজে জন্ম) এতদুভয়োৎকর্ষ প্রযুক্ত দ্বিজের মধ্যে বৈদ্যসংজ্ঞক অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ প্রশস্ত বিদ্বান্। মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে ঐ বিদ্বস্ শব্দে বৈদ্য অর্থই প্রতিপন্ন করিয়াছে। অপিচ উভয় উৎকর্ষের উদাহরণে মনু আরও বলিয়াছেন, "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংস" ইতি। আয়ুর্ব্বেদ সকল বেদের মধ্যে পুণ্যতম বেদ, এজন্য চরক বলিয়াছেন ;—

"তস্যায়ুষঃ পুণ্যতমো বেদো বেদবিদাং মতঃ।
বক্ষ্যতে যন্মনুষ্যানাং লোকয়োরুভয়োর্হিতঃ" ॥ ইতি।

'আয়ুর্ব্বেদোঽমৃতানাং শ্রেষ্ঠতমঃ' ইত্যাদি। সামবেদের ছন্দগোপনিষদে উক্ত আছে বেদই অমৃত—"বেদাহ্যমৃতা" ইত্যাদি; সুতরাং অমৃতানাং শ্রেষ্ঠতমঃ আয়ুর্ব্বেদ ইতি মন্যতে। সুশ্রুত বলিয়াছেন পুণ্যতম আয়ুর্ব্বেদোক্ত ক্রিয়াও পুণ্যতম।

"সনাসনত্বাদ্বেদীনামক্ষরত্বাত্তথৈবচ।
তথাদৃষ্টফলত্বাচ্চ হিতত্বাদপি দেহীনাম্ ॥
বাক্সমূহার্থ বিস্তারাৎ পূজিতত্বাচ্চ দেহিভিঃ।
চিকিৎসিতাৎ পুণ্যতমং ন কিঞ্চিদপি শুশ্রুম" ॥

অতএব পুরাকালে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যে কোন ব্রাহ্মণ আয়ুর্ব্বেদাদি সমগ্র শাস্ত্রাধ্যায়ী হইতেন তিনিই প্রশস্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, সুতরাং বৈদ্যসংজ্ঞাধারী অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণই যে সকল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এনিমিত্ত মনু প্রথমাধ্যায়ে বলিয়াছেন;—

"ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃশ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯৬॥
ব্রাহ্মণেষুচ **বিদ্বাংসো** বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥৯৭॥

ভাবার্থ। সকল ভূতের মধ্যে প্রাণীরা শ্রেষ্ঠ, প্রাণীদিগের মধ্যে বুদ্ধিজীবিরা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিজীবিদিগের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্বাংস অর্থাৎ প্রশস্ত বিদ্বানেরাই শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি— অতএব অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আয়ুর্ব্বেদ পর্য্যন্ত নিখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রশস্ত বিদ্বান্ হইয়াছিলেন অর্থাৎ সর্ব্ব প্রথমে 'বৈদ্য' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারাই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। এই মনুবচনের অর্থানুসারে ব্যাসদেবও মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্রুপদের উক্তিচ্ছলে বলিয়াছেন;—

"ততঃ প্রজ্ঞাবয়োর্বৃদ্ধং পাঞ্চাল্যঃ স্বপুরোহিতং।
কুরুভ্য প্রেষয়ামাস যুধিষ্ঠির মতে স্থিতঃ॥"

দ্রুপদ উবাচ।

"ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃশ্রেষ্ঠা নরেষ্বপি দ্বিজাতয়ঃ॥
দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসো বৈদ্যেষু কৃতবুদ্ধয়ঃ॥
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥" ইতি

অস্যার্থ। সকল ভূতের মধ্যে প্রাণী শ্রেষ্ঠ, প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধিজীবি, বুদ্ধিজীবির মধ্যে নর, নরের মধ্যে দ্বিজ এবং দ্বিজের মধ্যে বৈদ্যেরাই শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। এস্থলে এটুকু জানা আবশ্যক যে দ্রুপদ রাজার পুরোহিতও বৈদ্য ছিলেন। সুতরাং বৈদ্য সংজ্ঞাধারী অম্বষ্ঠেরা যে ব্রাহ্মণবর্ণ এবং ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইহা কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? পুরাকালে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন ব্রাহ্মণই ধারাবাহিকরূপে অর্থাৎ পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আয়ুর্ব্বেদ পর্য্যন্ত নিখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই এজন্য তাঁহারা 'বৈদ্য' উপাধিও প্রাপ্ত হন নাই। যদিচ অগ্নিবেশ, ভেল, জাতূকর্ণ, পরাশর, হারীত, ক্ষারপানি প্রভৃতি ঋষিগণ 'বৈদ্য' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু সে উপাধি তাঁহারা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিতে পারেন নাই। যেহেতু তাঁহাদিগের পুত্রপৌত্রাদি সম্ভবতঃ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আয়ুর্ব্বেদ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন না করিয়াই সমাবর্ত্ত করিয়াছিলেন এজন্য তাঁহাদের হইতেই 'বৈদ্য' উপাধি বিলুপ্ত হইয়া যায়। অগ্নিবেশাদির ন্যায় দ্রুপদ পুরোহিতও স্বয়ং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে নিখিল বিদ্বান্ হইয়া 'বৈদ্য' উপাধি লাভ করেন কিন্তু তাঁহারও পুত্রপৌত্রাদি বর্ণ ধারাবাহিক রূপে বৈদ্য বলিয়া খ্যাত হন নাই। কেবল অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণেরাই পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আয়ুর্ব্বেদাদি নিখিল বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন এজন্য তাঁহারাই ধারাবাহিক রূপে 'বৈদ্য' উপাধিও লাভ করিতেন কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাদৃশ বিদ্যা অসত্ত্বেও যেমন কুলীনের সন্তান কুলীন হইয়াছে তদ্রূপ বৈদ্যের সন্তানও

বৈদ্য হইয়াছে, বিশেষতঃ বৈদ্য কথাটি যেমন বিদ্যাগত উপাধি সেইরূপ হাওলদার,মজুমদার,বিশ্বাস সরকার ইত্যাদিও চাক্‌রিগত উপাধি। আ'জ কা'ল প্রায় অনেক স্থলে পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষের চাক্‌রিগত উপাধি অনুসারে পারিবারিক উপাধিও চলিতে দেখা যায়, কিন্তু সেই উপাধি অনুসারে জাতিগত পরিবর্ত্তন অর্থাৎ কোন একটি চাকরিগত উপাধি জাতিতে পরিণত হওয়া যেরূপ অসম্ভব সেইরূপ 'বৈদ্য' উপাধিধারী অম্বষ্ঠ দিগের পক্ষেও ব্রাহ্মণ জাতি হইতে চ্যুত হইয়া বৈদ্য জাতিতে পরিণত হওয়াও সম্পূর্ণ অসম্ভব। পূর্ব্বতন অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা সম্ভবতঃ রাজা লক্ষণ্য সেনের রাজ্যচ্যুতির পর হইতে বৈদ্য জাতিতে পরিগণিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ বৈদ্য একটি জাতি নহে কেবল উপাধি মাত্র। পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'বৈদ্য' উপাধি অম্বষ্ঠেরা ভোগ করে অর্থাৎ "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" এই শাস্ত্র বচন দ্বারা তাহারা সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করে ইহা একান্ত অসহনীয় হইয়া উঠে এজন্য তাঁহারা বহুদিন হইতে বহুতর উপায়ে অম্বষ্ঠ দিগকে হ্রাস করিবার জন্য বিশেষ যত্নপরায়ণ ছিলেন কিন্তু একাল পর্য্যন্ত কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; অবশেষে রাজা লক্ষণ্য সেনের সময় বৈদ্যবংশে তাঁহাদিগের সে আশা আপনা হইতেই কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। ফলতঃ 'বৈদ্য' যদ্যপি একটি জাতি হয় তাহা হইলে 'মজুমদার' উপাধিধারী কোন ব্রাহ্মণ পরিবার অবশ্যই ব্রাহ্মণ জাতি হইতে চ্যুত হইয়া 'মজুমদার' এই নূতন জাতিতে পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা যেমন অসম্ভব, অম্বষ্ঠের পক্ষে বৈদ্য জাতিতে পরিণত হওয়াও তদ্রূপ অসম্ভব। অতএব বর্ত্তমান সময়ের বৈদ্যেরা যে প্রকৃতই ব্রাহ্মণ জাতি এবং ব্রাহ্মণবর্ণোক্ত ক্রিয়াদিতে যে তাহাদিগের সম্পূর্ণ অধিকার আছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কলির কি আশ্চর্য্য মহিমা! কলির প্রভাবে অম্বষ্ঠেরা যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ-বর্ণ এবং সকল দ্বিজের মধ্যে তাহারাই যে শ্রেষ্ঠ এ জ্ঞান এককালে তিরোহিত হইয়াছে—কলির প্রভাবে ব্রহ্মতেজে জ্বলন্ত ব্রাহ্মণবর্গকেও শূদ্রবৎ নিস্তেজ করিয়াছে—কলির প্রভাবে পূজ্যতম ব্রাহ্মণবর্ণকে যাবতীয় নিকৃষ্ট ও জঘন্য কার্য্যেই লোলুপ এবং অগ্রগামী করিয়া তুলিয়াছে। ফলতঃ কলির মাহাত্ম্যে অস্মদ্দেশীয় আর্য্যদিগের মধ্যে যে জাতিভেদ প্রথা এককালে উন্মূলিত হইবে

তাহারও পূর্ব্ব লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। হায়! কি আক্ষেপের বিষয় আ'জ কা'ল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অগ্নিরক্ষা, বেদপাঠ, তপশ্চারণ হওয়া দূরে থাক্ যজন-যাজনাদি ষট্‌কর্ম্মগুলিও প্রকৃতরূপে সম্পন্ন হয় কিনা সন্দেহস্থল। ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রের দান প্রতিগ্রহ করা যে কিরূপ মহাপাপ তাহা বোধ করি সুবোধ ব্রাহ্মণমণ্ডলী বিন্দু বিসর্গও জানেন না এজন্য আ'জ কা'ল অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণও শতকরা একটি পাওয়া যায় কিনা সন্দেহস্থল। ফলতঃ মনু বলিয়াছেন;—

"অতপাস্ত্বনধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরুচি দ্বিজঃ
অম্ভস্য শ্মপ্লরেনেব সহ তেনৈব মজ্জতি"।

অর্থাৎ পাথরের ভেলা যেমন জলে দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ নিমগ্ন হয় তদ্রূপ তপস্যাহীন, বেদবিহীন এবং শূদ্রপ্রতিগ্রাহী দ্বিজও পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়।

দান প্রতিগ্রহের ন্যায় যজন-যাজনাদি ষট্‌কর্ম্ম সম্বন্ধেও মনু বলিয়াছেন ;—

"ব্রাহ্মণা ব্রহ্মযোনিস্থা যে স্বকর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ।
তেসম্যগুপজীবেয়ুঃ ষট্‌কর্ম্মানি যথাক্রমং" ।১০ম, ৭৪॥

অস্যার্থ। যে ব্রাহ্মণ বেদবিহিত স্বকর্ম্ম অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদিতে অবস্থিত তাহারই ষট্‌কর্ম্মে অধিকার আছে ; এবং সেই ব্রাহ্মণই যজন-যাজনাদি ষট্‌-কর্ম্ম দ্বারা উপজীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। অন্যথা ষট্‌কর্ম্ম কাহারও উপজীবিকা হইতে পারে না। যেহেতু ;—

"স্বকল্পে নাপ্য বিদ্বান্ হি পঙ্কে গৌরিব সীদতি।
নবার্য্যপি প্রযচ্ছেত্তু বৈড়াল ব্রতিকেদ্বিজে।
ন বকব্রতিকে বিপ্রে ন বেদবিদি ধর্ম্মবিৎ।
ত্রিষপ্যেতেষু দত্তংহি বিধিনাপ্যর্জ্জিতং ধনম্।
দাতুর্ভবেদনর্থায় পরত্রাদত্তরেবচ।
যথা প্লবেনোপলেন নিমজ্জতু দকেতরান্।
তথা নিমজ্জতোহধঃ স্তাদজ্ঞৌ দাতৃ প্রতীচ্ছুকৌ"॥

ভাবার্থ। তপস্যাহীন এবং বেদবিদ্যাবিহীন ব্রাহ্মণ সর্ব্বজন হইতে দান প্রতিগ্রহ করিতে ভয় করিবে; যেহেতু তাহারা অল্প দান প্রতিগ্রহ করিলেও গরু যেমন পঙ্কে পড়িয়া অবসন্ন হয় তদ্রূপ পাপে অবসন্ন হইয়া থাকে। বিড়াল-ব্রতি, বকব্রতি এবং বেদবিহীন ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি জল পর্য্যন্তও দিবে না; যেহেতু ঐ তিন ব্রাহ্মণকে যথাবিধি উপার্জ্জিত অর্থ দিলে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই পরকাল নষ্ট হয় অর্থাৎ প্রস্তরের ভেলায় নদী পার হইতে গেলে আরোহী যেমন ভেলা সহিত জলমগ্ন হয় সেইরূপ উপরোক্ত ব্রাহ্মণত্রয়কে উপার্জ্জিত ধন দান করিলে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই অধঃপাতে যায়। ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই প্রায় একরূপ হইয়াছেন। পরন্তু অত্রি সংহিতায় লিখিত আছে ;—

"শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণচ সহাসনং।
শূদ্রাদর্থাগমঃ কশ্চিজ্জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ"॥

অস্যার্থ। ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রান্ন ভোজন, শূদ্রের সহিত সম্পর্ক অর্থাৎ কুটুম্বিতা পাতান, শূদ্রের সহিত একত্রে শয়নোপবেশন এবং কোন প্রকারে শূদ্রের অর্থ গ্রহণ ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা ব্রহ্মতেজে জ্বলন্ত ব্রাহ্মণকেও পতিত করে। অপিচ মনু বলিয়াছেন ;—

"যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজা স্মৃতা।
তে নিন্দিতৈর্ব্বর্ত্তয়েযু দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ॥ ১০ম, ৪৬॥

ভাবার্থ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন দ্বিজ জাতির মধ্যে যাহারা স্ব স্ব জাতির হেয় এবং নিকৃষ্ট তাহারাই দ্বিজদিগের সম্বন্ধে যাবতীয় নিন্দিত অর্থাৎ নিকৃষ্ট কার্য্য দ্বারাই জীবন রক্ষা করিবে।

সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণেরা কদাচ নিকৃষ্ট কার্য্য করিতে পারিবে না। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত ব্রাহ্মণাভি-মানী মহামহোপাধ্যায় ইত্যাদি উপাধিধারীগণ ম্লেচ্ছের দাসত্ব করিয়া অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন তাঁহারা যদি কোনরূপে আচার-ভ্রষ্ট বা জাতি-ভ্রষ্ট না হন তাহা হইলে বৈদ্য সংজ্ঞাধারী অম্বষ্ঠেরাইবা জাতি-

ভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রবৎ বা বৈশ্যবৎ হন কেন? যদিচ শূদ্রের দানগ্রহণ সম্বন্ধে মন্বাদি সংহিতায় অন্যতর বচনও দৃষ্ট হয়, কিন্তু সে বচনের অর্থও অন্যরূপ। সেরূপ শূদ্রার্থ অধ্যাপকমণ্ডলীর আত্মোদর পরিপূরণ বা আত্মপরিবার প্রতিপালন জন্য নহে; তাহা কেবল অন্নবস্ত্রার্থী অপর পরিবারের ভরণপোষণ জন্য ব্যয়িত হইবে ইহাই শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য। যেমন কোন স্থানে একটি পয়সা হইতে লক্ষ্যমুদ্রা পর্য্যন্ত পড়িয়া পাইলেও সে পয়সা বা মুদ্রা নিজে গ্রহণ না করিয়া দীন দুঃখীকে দান করিতে হয় সেইরূপ কোন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক কোন প্রকারে শূদ্রার্থ গৃহীত হইলেও সে অর্থ অপরের ভরণ পোষণ জন্য নিয়োগ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

অপিচ অপধ্বংসজ এবং অপসদ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বিষ্ণুসংহিতায় স্পষ্টই বলিয়াছেন ;—

"হীনাধিকাঙ্গান্, শ্রাদ্ধেবর্জ্জয়েৎ ব্রাহ্মণান্ বিকর্ম্মস্থাংশ্চ
বৈড়ালব্রতিকান্ বৃথালিঙ্গিনো, নক্ষত্রজীবিনো-দেবলকাংশ্চ।
চিকিৎসকা নন্দূঢ়পুত্রাং স্তৎপুত্রাংশ্চ, বহুযাজিনো গ্রামযাজিনঃ,
শূদ্রযাজিনোঽযাজ্য যাজিনো, ব্রাত্যাংস্তদযাজিনশ্চ।
পর্ব্বকারান্, শূচকান্, ভৃত্যকার্য্যাপকান্, ভূতকাধ্যাপিতান্,
শূদ্রান্নপুষ্টান্, পতিতসংসর্গাননধীয়ানান্।
সন্ধ্যোপাসনানুষ্ঠান-হীনান্, রাজসেবকাননগ্নান্,
পিতৃমাতৃ-গুর্ব্বগ্নিস্বাধ্যায়ত্যাগিনশ্চ।
ব্রাহ্মণাপসদাহ্যেতে কথিতাঃ পঙ্ক্তি-দূষকাঃ।
এতান্‌হিত্বাঽর্চ্চয়েৎ বিপ্রান্ শ্রাদ্ধে কর্ম্মভিঃ পণ্ডিতঃ। ইতি।

বৈদ্য উপাধিধারী অম্বষ্ঠেরা যে ব্রাহ্মণবর্ণ এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্রাহ্মণ-বর্ণোক্ত ক্রিয়া কর্ম্মে যে তাহাদিগের সম্পূর্ণ অধিকার আছে, শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা তাহা সপ্রমাণিত হইল এক্ষণে দুই একটি ব্যবহারিক প্রমাণেরও আবশ্যকতা আছে সুতরাং নিম্নে তাহাও প্রদর্শিত হইবে। কিন্তু প্রথমতঃ

অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের বৈদ্য জাতিতে পরিণত হইবার যে অন্যতর কারণ বিদ্যমান আছে তদ্দৃষ্টে তাহারা যে সময়ে যে কারণে বৈদ্য জাতিতে পরিগণিত হইয়াছিল তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে এজন্য সর্ব্বাগ্রে তাহারই বিষয় বর্ণন করা যাইতেছে। অতি প্রাচীন কালে বাঙ্গলা প্রদেশ যে, জল ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামায়ণ, মহাভারত, রাজতরঙ্গিনী, পুরান-পুরী নামক সন্ন্যাসী-বর্ণনা ইত্যাদি পুরাবৃত্ত পাঠে যতদূর জানা যায়, তাহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, পূর্ব্বতন কোন রাজাই বঙ্গদেশে বসতি করিতেন না। বঙ্গদেশ স্বভাবতঃ নিম্নতল, এখানকার মৃত্তিকা সজল ও উর্ব্বরা, বহুকাল হইতে এদেশে প্রচুর পরিমাণে শস্যাদিই উৎপন্ন হইয়া থাকে। যৎকালে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশে লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমস্ত ভূভাগ সমাচ্ছন্ন হইয়া যায় তৎকালে কতকাংশ লোক পর্য্যাপ্ত আহার এবং বাসস্থানের জন্য বঙ্গদেশে আগমন পূর্ব্বক স্থানে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে ক্রমশঃ পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে লোক আসিয়া সমগ্র বঙ্গদেশ লোকাকীর্ণ হইয়াছে। যদিচ বহুকাল পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশে হিন্দু রাজত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল কিন্তু তৎকালে কোন রাজাই প্রকৃত বঙ্গে স্থায়ীরূপে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিতেন না। তাঁহারা প্রায়ই বঙ্গের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে আপনাদিগের রাজধানী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথা হইতে যথানিয়মে কর সংগ্রহ করিতেন। হিন্দু রাজত্বের শেষভাগে অর্থাৎ খৃষ্ট জন্মাইবার প্রায় সাত শত বৎসর পরে বঙ্গদেশে অম্বষ্ঠ বংশীয় প্রথম রাজা বীর সেনের একাধিপত্য ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের বহুতর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন পুরাবৃত্ত-লেখক উক্ত বীরসেনকে বিজয় সেন আখ্যাও প্রদান করেন। তিনি বর্ত্তমান কুচবিহারের পূর্ব্বতন রাজাদিগের বিরুদ্ধেও সময়ে সময়ে শাস্ত্র পরিচালনা করিতেন। ফলতঃ তৎকালে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী-দিগের দৌরাত্ম্যে বঙ্গদেশে সাগ্নিক ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রায় ছিল না, এজন্য বীরসেন বংশীয় রাজা আদিশূর কোন বিশিষ্ট যজ্ঞ করিবার জন্য কনোজ হইতে পাঁচজন ঋত্বিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। আদিশূরের সময় হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের উত্তেজনা ক্রমশঃ লয়ের দিকে প্রধাবিত হইতে থাকে; এনিমিত্ত তাঁহার আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ হইতেই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের সংখ্যা এতাদৃশ পরিবর্দ্ধিত

হইয়াছে, অন্যথা বঙ্গদেশ যে কোন্ কালে ব্রাহ্মণ-শূন্য ও হিন্দুধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত হইয়া যাইত তাহার কিছু ইয়ত্তা করা যায় না। বস্তুতঃ আদিশূর হইতে রাজা বল্লাল সেনের রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। তৎপরে বল্লালের সময় হইতে ব্রাহ্মণদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথার সঙ্গে সঙ্গে বহু-বিবাহ অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় ব্রাহ্মণের সংখ্যাও ক্রমশঃ পরি-বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অম্বষ্ঠ-বংশীয় শেষ রাজা লক্ষণ্য সেনের সময় পর্য্যন্তও এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণেরা সাগ্নিক ও বেদজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারই রাজত্ব কালে মুসলমানেরা যখন সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশ আক্রমণ পূর্ব্বক সহসা রাজধানী নবদ্বীপ প্রবেশ করে তৎকালে রাজা অত্যন্ত নিস্তেজ ও হীনবল প্রযুক্ত রাজধানী পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক উড়িষ্যা পলায়নপর হইলে, মুসলমানেরা অনায়াসেই রাজধানী প্রবেশ পূর্ব্বক লুট্-পাট্, প্রজাপীড়ন,বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ বধ আরম্ভ করিলে সকল ব্রাহ্মণই বেদবেদান্তাদি পুস্তক এবং অগ্নিহোত্রাদি যাবতীয় পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন আরম্ভ করেন। সেই সময় হইতেই অম্বষ্ঠেরা বৈদ্য জাতিতে পরিণত হয় এবং বর্ত্তমান সময়ের কোন কোন সুবোধ ব্রাহ্মণের মনোমধ্যে যে একটি মহৎ কুসংস্কার (১) আছে তাহারও উৎপত্তি হয়। যেহেতু যৎকালে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথমে 'ধর বামুন' 'মার বামুন' 'কাট বামুন'ইত্যাদি রবে ব্রাহ্মণ বধ আরম্ভ হয় তখন সম্ভবতঃ অম্বষ্ঠেরা স্ব স্ব যজ্ঞোপবীত কোমরে লুক্কায়িত এবং প্রাণভয়ে আপনাদিগের প্রকৃত পরিচয় অপ্রকাশ রাখিয়া ব'লয়াছিলেন যে "আমি ব্রাহ্মণ নহি—আমি বৈদ্য—আমাকে বধ করিও না" তদবধি অম্বষ্ঠেরা বৈদ্য জাতিতে পরিগণিত হইয়াছেন। ফলতঃ তৎকালে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বহুতর ব্রাহ্মণ ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ নিধন প্রাপ্ত হইলে অবশিষ্টেরা ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়া কোনরূপে আত্মরক্ষা করেন। অনন্তর মুসলমানেরা রাজধানী জয় করিয়া বহুতর হিন্দু-দেবালয় ধ্বংশ এবং পুস্তকা-গারের বহুতর পুস্তক অগ্নিসাৎ করিয়া চলিয়া যায়। তদবধি ব্রাহ্মণ ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ নির্ব্বেদ, নিরগ্নি এবং অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক ক্রিয়া-রহিত হন। এই ঘটনার বহুদিন পূর্ব্ব হইতে রাঢ় দেশের কোন এক জঙ্গল মধ্যে কড়ধাম নামে

(১) বৈদ্যর কোমরে পৈতা থাকে।

একখানি ক্ষুদ্র পল্লী ছিল, সেই পল্লীতে প্রায় পঞ্চদশ ঘর বৈদ্য বাস করিতেন, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মণের ন্যায় সংস্কারাদি কার্য্য ও অশৌচাদি ব্যবহার করিতেন। মুসলমান বিজয়ের পর কিছুকাল গত হইলে অর্থাৎ যে সময়ে বৈদ্যের সংখ্যা খুব হ্রাস হইয়াছিল, যে সময় হইতে বৈদ্যরা শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল, এবং যে সময়ে বৈদ্যরা নিস্তেজ এবং তাহাদিগের মানসিক বলেরও হ্রাস হইয়াছিল সেই সময়ে তদানীন্তন পণ্ডিতবর্গ যাঁহারা মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ অথচ মিতাক্ষরাদি কিছু কিছু সংগ্রহ জানিতেন তাঁহারাই কড়ধামী বৈদ্যদিগকে আপনাদিগের অপেক্ষা নিম্নপদস্থ রাখিবার জন্য বৈদ্যরা বৈশ্য-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া তাহাদিগের পক্ষাশৌচ ব্যবস্থা দেন। তদবধি রাঢ়ীয় বৈদ্যদিগের মধ্যে পক্ষাশৌচই চলিয়া আসিতেছে। রাজা বল্লাল সেনের পর হইতে লক্ষণ্য সেনের সময় পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গের সমাজিক শাসন শিথিল হওয়া প্রযুক্ত তথাকার বৈদ্যরা স্বভাবতঃ আচারভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রবৎ চলিয়া আসিতেছিল, তৎপরে লক্ষণ্য সেনের রাজশ্রী মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে ক্রমশঃ যজ্ঞোপবীত পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত শূদ্রই হইয়া যান; কেবল পরিচয়ে 'বৈদ্য' এই কথাটীমাত্র অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে মুসলমান রাজত্বের শেষ ভাগে অর্থাৎ ইংরাজ রাজত্বের প্রথমে ঢাকা নিবাসী অম্বষ্ঠকুলোদ্ভব রাজা রাজবল্লভ পূর্ব্ববঙ্গের শূদ্রবৎ বৈদ্যদিগের মধ্যে উপরোক্ত কড়ধামী বৈদ্যদিগের দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মণবর্ণোক্ত উপনয়ন এবং পক্ষাশৌচ প্রচলন করিয়া যান। এস্থলে যদি কোন বৈদ্যের মনোমধ্যে এরূপ সংস্কারের উদয় হয় যে পূর্ব্বে বৈদ্যদিগের এককালে উপবীত ছিল না, রাজা রাজবল্লভই সমগ্র বৈদ্যের উপনয়ন চালাইয়া যান, তাহা হইলে সে সংস্কার তাঁহার পক্ষে কুসংস্কারই বলিতে হইবে; যেহেতু রাজবল্লভ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সমকালীন রাজা ছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই যে বৈদ্যবিদ্বেষী ছিলেন ইহা বোধ করি এতদ্দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অবগত আছেন। বস্তুতঃ বৈদ্যের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ভাবের অন্যতর কারণ এই যে তৎকালে তাঁহার সংসারে অনেকগুলি রাঢ়ীয় বৈদ্য চাকৃরি করিতেন বিশেষতঃ প্রধান কর্ম্মচারীও বৈদ্য ছিলেন, এবং তিনি গলদেশে যজ্ঞসূত্র লম্বমান রাখিতেন এজন্য রাজা তাঁহার প্রতি সদত বিদ্বেষ করিতেন। এমন কি রাজা সময়ে সময়ে ঐ প্রসঙ্গে তাঁহার সহিত অনেক

বাদানুবাদ করিতেন। সুতরাং রাজা রাজবল্লভ যে সমগ্র বৈদ্যের উপনয়ন দেন নাই কেবল বঙ্গদেশীয় শূদ্রবৎ বৈদ্যদিগেরই মধ্যে উপনয়ন চালাইয়াছিলেন এতদ্বারা তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়। এখন পর্য্যন্তও পূর্ব্ববঙ্গের অনেকানেক বৈদ্য যজ্ঞোপবীত-শূন্য হইয়া মাসাশৌচ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অতএব আমরা মাননীয় বৈদ্যসমাজের নিকট এমন কি প্রত্যেক বৈদ্য মহোদয়ের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে সকাতরে নিবেদন করিতেছি তাঁহারা আপনাদিগের জাতীয় গৌরব, জাতীয় মর্য্যাদা এবং স্বাধিকার রক্ষা দ্বারা ব্রাহ্মণবর্ণোক্ত জাতসংস্কার, উপনয়ন সংস্কার এবং দশাহ অশৌচ গ্রহণ ইত্যাদি কার্য্যে অগ্রসর হউন।

রাজা আদিশূরের যজ্ঞ এবং কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করায় স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে তৎকালে বঙ্গদেশে সাগ্নিক ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিল না; যেহেতু তৎপূর্ব্ব হইতে মগধদেশীয় রাজাদিগের রাজত্বকালে প্রায় সমগ্র বাঙ্গলায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব বশতঃ হিন্দু ধর্ম্ম এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল। এতদ্দেশীয় ইতিহাস পুরাণাদি যাবতীয় শাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আবহমান কাল হইতে আর্য্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর কোন জাতিই যজ্ঞে প্রবৃত্ত হন নাই? বিশেষতঃ শাস্ত্রেও উক্ত আছে যে যজ্ঞাকর্ত্তা সাগ্নিক ও বেদজ্ঞ না হইলে তাঁহারও যজ্ঞে অধিকার নাই। সুতরাং অম্বষ্ঠ কুলোদ্ভব রাজা আদিশূর যখন ক্ষত্রিয়বর্ণ ছিলেন না তখন ব্রাহ্মণবর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণ হইতে পারেন না। পুরাকালে আরও নিয়ম ছিল যে, যজ্ঞকর্ত্তার ন্যায় আচার্য্যদিগের সম্বন্ধেও সাগ্নিক ও বেদজ্ঞ না হইলে যজ্ঞ করাইবার অধিকার ছিল না। সম্ভবতঃ রাজা আদিশূরের সময় হইতে বৈদ্যবংশীয় শেষ রাজা লক্ষণ্য সেনের সময় পর্য্যন্ত অস্মদ্দেশে সেই প্রাচীন নিয়মই প্রচলিত ছিল, পরে মুসলমান বিজয়ের সময় অর্থাৎ রাজা লক্ষণ্য সেনের তিরোভাব হইতে এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণ নির্ব্বেদ ও নিরগ্নিক হইয়াছেন। তদবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অস্মদ্দেশে সেই উভয় জাতিই শূদ্রভাবাপন্ন রহিয়াছেন।

"সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করস্তথা।
রাজসোমৌ ব্যপীত্যষ্টৌ রাঢ়ীয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

নন্দি শ্চন্দ্রো ধরঃ কুণ্ডো রক্ষিতশ্চেতি পঞ্চ যে
তে বরেন্দ্রেষু বিখ্যাতা দাসো দত্তকরাবপি ॥

কুলপঞ্জিকা।

লক্ষণ সেনের সময়ে রাঢ়ীয় বৈদ্যদিগের মধ্যে দেব, দত্ত, কর ধর, রক্ষিত, কুণ্ড ইত্যাদি বহুতর ধর্ম্মশীল ও কুলশীল পরিবারের বিদ্যমানতা ছিল; কিন্তু মুসলমানদিগের অত্যাচারে সে বংশ প্রায় সমস্তই নিঃশেষিত হইয়া যায়, কেবল স্থানে স্থানে দুই এক ঘর মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এজন্য রাঢ়ীয় বৈদ্য-কুলজ্ঞিকর্ত্তারা আপনাপন কুলজ্ঞিগ্রন্থে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে সবিশেষ কিছুই পরিচয় দেন নাই। আমরা ভারতবর্ষের বহুতর স্থান পর্য্যটন করিয়া দেখিয়াছি দে, দত্ত, ধর, কর ইত্যাদি উপাধি অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রায় শুনা যায় না, বিশেষতঃ আদিশূরের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান সন্ততি ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে যৎকালে লক্ষণ সেন কর্তৃক তাহাদিগের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ অর্থাৎ থাক্‌বদ্ধ হইয়াছিল তখনও তাহাদিগের মধ্যে উপ-রোক্ত উপাধির কোনমাত্র চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। যদিচ বর্ত্তমান সময়ে দুই এক জন ধর উপাধিধারী ব্রাহ্মণের নাম শুনা যায় কিন্তু তাঁহাদিগের গার্গ্যগোত্র নহে। বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থাদি শূদ্রদিগের মধ্যে যে ঐ সকল উপাধির কোন কোনটির বিদ্যমানতা দেখা যায় তাহারও মূল রাজা লক্ষ্মণ সেন। তিনিই থাক্‌বন্ধের সময় অম্বষ্ঠদিগের উপাধি দৃষ্টে পরিবর্দ্ধিতসংখ্যক কায়স্থাদির মধ্যে ঐ সকল উপাধির কোন কোন উপাধি প্রচলিত করিয়া যান। তদবধি তাহারা সেই সেই উপাধি দ্বারাই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ ধর, কর ইত্যাদি উপাধিধারী অম্বষ্ঠেরা যে সদ্বংশজাত অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণ ছিল রাজা বল্লাল সেন ও রাজা লক্ষ্মণ সেন প্রদত্ত ভূমি-দানপত্র, যাহা তৎকালে তাম্রফলকে লিখিত হইত তাহা দৃষ্ট করিলেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপলব্ধি হইতে পারে। ঐরূপ দানপত্রের কয়েকখানি দানপত্র, যাহা কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে ভূমি খনন করিতে করিতে তন্মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় সেগুলি অদ্যাবধিও কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটিতে বিদ্যমান আছে। সেই দানপত্রের প্রতিরূপ শ্রীযুক্ত বাবু রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাবে

যথাযথ লিখিত হইয়াছে। বৈদ্যমাত্রেরই তাহা দেখা নিতান্ত আবশ্যক; যেহেতু সেই দানপত্রের লিখিত দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই নাম. এবং উপাধি দেখিলে তাঁহারা নিঃসংশয়িতরূপে জানিতে পারিবেন যে পূর্ব্বতন অম্বষ্ঠেরা যাঁহারা এক্ষণে বৈদ্যজাতিতে পরিণত হইয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ ছিলেন। কারণ 'দেব' এবং 'দেবশর্ম্মা' এই দুই শব্দ আবহমান কাল হইতেই ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন জাতীয় নামের শেষে উপাধিরূপে লিখিত হয় না। ফলতঃ উপরোক্ত দানপত্রে দেব শব্দান্ত লক্ষণ সেন ও বল্লাল সেন এবং দেবশর্ম্মান্ত শ্রীকৃষ্ণধর ইত্যাদি নামগুলি দেখিলে বৈদ্যমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহারা প্রকৃতই ব্রাহ্মণজাতি অর্থাৎ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ। এজন্য নিম্নে সেই দানপত্রের প্রতিরূপ লিখিত হইল।

"সংভুক্তান্য দিগঙ্গনা গুণীগণা ভোগপ্রলোভাদ্দিশা মীশৈরংশঃ সমর্পনেন ঘটিতস্তৎ প্রভাবস্ফুটৈঃ। দোরুষ্মঃ ক্ষপিতারি সঙ্গরসো রাজন্যধর্ম্মাশ্রয়ঃ শ্রীমল্লক্ষণ সেন ভূপতিরতঃ সৌজন্যসীমাহজনি।

স খলু শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিতঃ শ্রীমজ্জয়স্কন্ধবীর মহারাজাধিরাজঃ শ্রীবল্লাল সেন পাদানুধ্যানাৎ পরমেশ্বরপরম-বীরসিংহ-পরমসদ্ভাবকঃ মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমল্লক্ষণ সেন দেবঃ সমুদ্রং প্রতীর্য্য রাজরাজণ্যক রাজ্ঞীরাণক রাজপুত্র রাজামাত্য পুরোহিতেত্যাদি।

যদ্যয়ৈরদ্যাপি প্রচেতভুজতেজঃ সহচরৈঃ যশাভিঃ শোভন্তে পরিধি পরিণদ্ধাঃ করদিশঃ। ততঃ কাঞ্চীলীলা চতুরন্ন চতুরম্ভোধিলহরী পরিতোর্ব্বীর্ভত্তাহজনি বিজয়সেনঃ স বিজয়ী॥ ৫ ॥ প্রত্যক্ষঃ কলিসম্পদা মনজসো বেদায়নৈকাধ্বগঃ সদ্গ্রামঃ শ্রিতজঙ্গমাকৃতি বভূদ্বল্লাল সেনস্ততঃ। যশ্চেতো যমমেয় শৌর্য্যবিজয়ী দম্ভোষপং তৎক্ষণাদ্দক্ষিণারচয়াঞ্চকারঃ বশগা স্বস্মিন্ পরেষাং শ্রিয়ঃ॥ ৬ ॥ সংভুক্তান্য দিগঙ্গনা গুণীগণা ভোগপ্রলোভাদ্দিশা মীশৈরংশঃ সমর্পণেন ঘটিতস্তৎ প্রভাবস্ফুটৈঃ। দোরুষ্মঃ ক্ষপিতারি সঙ্গরসো রাজন্যধর্ম্মাশ্রয়ঃ শ্রীমল্লক্ষণ সেন ভূপতিরতঃ সৌজন্যসীমাহজনি" ॥ ৭ ॥

"স খলু শ্রীবিক্রমপুরবাসিতঃ শ্রীমজ্জয়স্কন্ধবীর মহারাজাধিরাজঃ শ্রীবল্লাল সেন পাদানুধ্যানাৎ পরমেশ্বরপরম-বীরসিংহ-পরমসদ্ভাবকঃ মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমল্লক্ষণ সেন দেবঃ সমুদ্রং প্রতীর্য্য রাজরাজণ্যক রাজ্ঞীরাণক রাজপুত্র রাজা-

মাত্য পুরোহিত ধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসন্ধিবিগ্রহিক মহাসেনাপতি মহাসমুদ্রবিক্ষত অন্তরদুর্ভয়দ-পরিক মহাক্ষপাটলিক মহাপ্রতীহার মহাতোগিক মহাপীঠপতি মহাগণপ দ্বৌঃস্বারিক চৌরদ্ধরনিক নৌরণহস্ত্যশ্বগোমহিষাজীবিকাদি ব্যাত্র-তরুগৌল্মিক দণ্ডপানিক দণ্ডনায়ক বিষয়পত্যাদীন্ বন্যাংশ্চ সকল রাজপাদোপ-জীবিনোঽক্ষধ্যক্ষঃ প্রচারোক্তানিহাকীর্ত্তিতান্ চড়ভচ্ছজাতীয়ান্ জানপদান্ ক্ষেত্রকরান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ। মত মস্ত ভবতাম্ যথাপৌণ্ড্রবর্দ্ধনস্তকান্তঃ পতিনী খাড়ী মণ্ডলী কান্তল্লপুর চতুরকে পূর্ব্বে শান্ত্যশাবিক প্রভাসশাসনং সীমা, দক্ষিণে চিতাড়িখাতার্দ্ধং সীমা, পশ্চিমে শান্ত্যশাবিক রামদেবশাসন পূর্ব্বপার্শ্বঃ সীমা, উত্তরে শান্ত্যশাবিক বিষ্ণুপানি গড়োলীকেসব গড়োলীভূমী সীমা, ইত্যেতচ্চতুঃ-সীমাবচ্ছিন্নঃ শ্রীমদুগ্রমাধবপাদীয়স্তম্ভাঙ্কিতঃ দ্বাদশাঙ্গুলিধিকহস্তেন দ্বাত্রিংশদ্ধস্ত-পরিমিতোন্মানেনাধস্তয়া সার্দ্ধকাকিনীদ্বয়াধিক ত্রয়োবিংশত্যুন্মানোত্তর থাবকে সমেত ভূদ্রোণত্রয়াত্মকঃ সম্বৎসরেণ প্রঞ্চাশৎপুরাণোপপত্তিকঃ সবাস্তুচিহ্নঃ মেণ্ডলগ্রামীয়ঃ কিয়ানপি ভূভাগঃ সমাবিষ্টঃ সজলস্থলঃ সগর্ত্তোদরঃ সগুবাক-নারিকেলঃ সক্ষদশাপবাধঃ পরিহৃতসর্ব্বাপীড়োঽচর ভচ্ছপ্রবেশোঽকিঞ্চিৎ প্রগাহ্যস্তৃণপূতিগোচর পর্য্যন্তঃ। জগদ্ধর দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, নারায়ণ ধর দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়, নরসিংহ ধর দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় গার্গ্যগোত্রায় অঙ্গিরো বৃহস্পতিসিন গর্গভরদ্বাজ প্রবরায় ঋগ্বেদাশ্বলায়ন শাখাধ্যায়ীনে শান্ত্য-শাবিক শ্রীকৃষ্ণ ধর দেবশর্ম্মণে পুণ্যেঽহনি বিধিবদুকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারা-য়ণ ভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মণশ্চ পুণ্যযশোঽভিবৃদ্ধয়ে উৎসৃজ্যাচন্দ্রার্ক-স্থিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রান্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ। তদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং ভাবিভিরপি নৃপতিভিরপহরণে নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ম্। ভবন্তি চাত্রধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ। ভূমিং য প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চভূমিং প্রযচ্ছতি। উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গ-গামিনৌ। স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাং স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে। কতিকমলদলাম্বু বিন্দুলোলমিদমনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবি-তঞ্চ। সকলামিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধানহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলেপ্যঃ শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন ক্ষৌণী ভানুসন্ধি-বিগ্রহীকেশঃ বিপ্রঃ বাধিনায়-

স্করাৎ কৃষ্ণধরস্যাস্য শাসনীকৃতং। সংং মাঘদিনে ১০ মানে মতাসাতিঃ ॥”

উপরোক্ত দানপত্রের দাতা লক্ষ্মণ সেন দেব এবং গ্রহীতা শ্রীকৃষ্ণ ধর দেবশর্ম্মণ উভয়েই বৈদ্যসংজ্ঞক অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ। উক্ত দানপত্রের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ পরিচ্ছেদে “ক্ষেত্র করান্——সমাদিশতি চ” এই অংশ টুকু দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণধর লক্ষ্মণ সেনের নিকট ব্রহ্মোত্তর ভূমি প্রার্থনা করায় তিনি উক্ত দানপত্র দ্বারা তাঁহাকে ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণধর যে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যেহেতু তিনি ব্রাহ্মণবর্ণ না হইলে কখনই ব্রহ্মোত্তর প্রার্থনা করিতেন না। এতদ্দ্বারা আরও প্রতিপন্ন হইতেছে যে বর্ত্তমান সময়ের ধর উপাধিধারী বৈদ্যদিগের মধ্যে গার্গ্য গোত্রেরও বিদ্যমানতা ছিল। অপর ঐ পরিচ্ছেদের শেষভাগে “শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন————শাসনীকৃতং” এ অংশ টুকু দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন করিতেছে যে রাজা লক্ষ্মণ সেন ব্রাহ্মণবর্ণ ছিলেন নচেৎ তাঁহার নামীয় বিশেষণ পদে ‘বিপ্র’ শব্দ প্রয়োগ হইবে কেন? অতএব বর্ত্তমান সময়ের বৈদ্যেরা যে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণজাতি সে বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে পূর্ব্বতন বৈদ্যদিগের মধ্যে দেব, দত্ত, কর, ধরাদি বহুতর ধর্ম্মশীল ও কুলশীল পরিবারের বিদ্যমানতা ছিল এক্ষণে রাজা লক্ষ্মণ সেন প্রদত্ত উপরোক্ত সনন্দ পত্র দ্বারা তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণবর্ণ সপ্রমাণ করা হইল। অতএব উমাপতি ধর, মাধবচন্দ্র কর, ঈশানচন্দ্র দেব, চক্রপাণি দত্ত, শ্রীপতি দত্ত, পদ্মনাভ দত্ত, কার্ত্তিক কুন্দ, বিজয় রক্ষিত, মৈত্রেয় রক্ষিত, কমল রক্ষিত, ঈশ্বর সেন, ত্রিলোচন দাস ইত্যাদি বৈদ্য গ্রন্থকর্ত্তারাও যে ব্রাহ্মণবর্ণ সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। এস্থলে ইহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে বর্ত্তমান সময়ে ‘ধরাদি’ কোন কোন উপাধি শূদ্র জাতির মধ্যেও শুনা যায় সুতরাং তাহারাওত বৈদ্য হইতে পারে? তদুত্তরে এই পর্য্যন্ত স্থূল বলা যায় যে ধর উপাধিধারী কোন বৈদ্যের নামান্তে ‘দেবশর্ম্মা’ একথাটি যেমন অনায়াসে লেখা যায় তদ্রূপ ধর উপাধিধারী কোন শূদ্রের নামান্তে ‘দেবশর্ম্মা’ একথা কদাপি লেখা যাইতে পারে না, সুতরাং তাহারা বৈদ্যদিগের সহিত এক উপাধি-বিশিষ্ট হইলেও যে শূদ্র সেই শূদ্রই থাকিবে। উপরোক্ত সনন্দ

পত্র দ্বারা ঋক্‌বেদেও যে বৈদ্যদিগের সম্পূর্ণ অধিকার আছে ইহাও সপ্রমাণ করিয়াছে। পূর্ব্বে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে পূর্ব্বতন অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা চিকিৎসাবৃত্তির ন্যায় যজন-যাজনাদি ষট্‌কর্ম্মও আপনাপনি সম্পন্ন করিতেন, তৎপরে ক্রমশঃ লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যতই চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল সম্ভবতঃ তখন তাঁহারা প্রথমোক্ত ব্যবসায়টীকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের ফলস্বরূপ বিবেচনা করিয়া শেষোক্ত ব্যবসায়টীতে শিথিলপ্রযত্ন হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ চিকিৎসাবৃত্তি এবং যজন-যাজনাদি কার্য্য এতদুভয়ের প্রত্যেকটিই মনুষ্যজীবনের এক একটি মুখ্য কার্য্য। শাস্ত্রে যাহাই বলুক না কেন যে কারণে আর্য্যদিগের মূলে জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেই কারণেই আ'জ জ্ঞান ও যুক্তি আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে মনুন্য জীবনের প্রয়োজনীয় দুইটি মুখ্য কার্য্য এক ব্যক্তি দ্বারা একাধারে সম্পাদিত হইতে পারে না; এজন্যই তাঁহারা তৎকালে শেষোক্ত কার্য্যাদিতে শিথিলপ্রযত্ন হইয়াছিলেন। রাজা আদি-শূরের যজ্ঞ করণার্থ কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করা সম্বন্ধে যদি কাহারও মনোমধ্যে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেস্থলেও অম্বষ্ঠ-দিগের ব্যবসায় সম্বন্ধে দুইটি কারণ বিবেচনা করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ হয়ত সে সময়ে তাঁহারা এককালে যজন-যাজনাদি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন সে জন্যই কনোজ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়নের আবশ্যক হইয়াছিল, দ্বিতীয় কারণ হয়ত তাঁহারা তখন পর্য্যন্তও নিত্য প্রয়োজনীয় ষট্‌কর্ম্ম আপনারাই সম্পন্ন করিতেন, কিন্তু যজ্ঞাদি বৃহৎ কার্য্যে তাদৃশ পারদর্শী ছিলেন না এজন্যই আদিশূর কনোজ হইতে পাঁচ জন ঋত্বিক্ অর্থাৎ সর্ব্বকার্য্য পারদর্শী ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তদনন্তর কালবশে যজন-যাজনাদি ষট্‌কর্ম্ম এক-কালে তাঁহাদিগের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়াছে; কেবল চিকিৎসাবৃত্তিই অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে। অম্বষ্ঠদিগের জাতীয় অধিকার এবং জাতীয় গৌরব সপ্রমাণ করিবার জন্য আমরা যথাসাধ্য যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বহুতর সংগ্রহ দ্বারা এই পুস্তকখানি প্রচার করিলাম এক্ষণে অম্বষ্ঠ-কুলোদ্ভব সমগ্র বৈদ্যমণ্ডলীর উপকারে আসিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পূর্ব্বতন সবর্ণানুলোমজ মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং মাহিষ্য ক্ষত্রিয়

এই তিন জাতির মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটি ব্রাহ্মণবর্ণের এবং শেষোক্তটি ক্ষত্রিয়-বর্ণের অন্তর্নিবিষ্ট; এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রতিলোম সংশ্রব-জনিত যে ছয় জাতির উৎপত্তি হয় তাহারা সূতজাতি অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সহিত শূদ্রজাতি কিম্বা সূতজাতি অথবা শেষোক্ত দুই জাতির পরস্পর সংশ্রবে যে সমস্ত জাতির উৎপত্তি হয়, তাহারা সকলেই শূদ্রবর্ণের অন্তর্নিবিষ্ট। অতএব এতদ্দ্বারা "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যঃ—— শূদ্রোনাস্তিতু পঞ্চমঃ।" এই মনু বচনের প্রকৃতার্থ যাহা প্রথমে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এখনও তাহাই সপ্রমাণ করিতেছে। যদ্যপি পুরাকালে দ্বিজধর্ম্মা-বলম্বী ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মধ্যে অনুলোম বিবাহ প্রচলিত না থাকিত তাহা হইলে ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে জাতপুত্র অবশ্যই বর্ণসঙ্কর হইয়া মাতৃবর্ণই প্রাপ্ত হইত। বর্ত্তমান সময়ে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং মাহিষ্য ক্ষত্রিয় এই জাতিত্রয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্রাহ্মণ এবং শেষোক্ত ক্ষত্রিয়বংশ প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে কোন কোন স্থানে দুই এক ঘর মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণের অদ্যাপিও বিদ্যমানতা দেখা যায়। কিন্তু মাহিষ্য ক্ষত্রিয়ের বিশেষ কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ ক্ষত্রিয় বংশের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সে ক্ষত্রিয় বংশও বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে। কেবল অম্বষ্ঠ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ভাগ্যোন্নতির জন্য পশ্চিমাঞ্চল হইতে বঙ্গদেশে আগমন পূর্ব্বক উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন এজন্য তাঁহারা একসময়ে এতদ্দেশে আপনাদিগের একাধিপত্য বিস্তার দ্বারা রাজত্ব করিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহারাই বংশাবলীক্রমে 'বৈদ্য' উপাধি লাভ পূর্ব্বক এতদ্দেশে সর্ব্বোত্তম চিকিৎসাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। পুরাকালে যেমন পরশুরাম, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা ইত্যাদি বীরপুরুষগণ ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মাশ্রয়ী ছিলেন তদ্রূপ বল্লাল সেনাদি রাজন্যগণও ব্রাহ্মণবর্ণ হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আশ্রয় দ্বারা বঙ্গীয় সিংহাসনে কেন হস্তিনাপুরের (বর্ত্তমান দিল্লী) সিংহাসনেও অধিষ্ঠান পূর্ব্বক একাধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে বৈদ্যবংশীয় রাজাদিগের যৎসামান্য সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইল।

বঙ্গদেশে বৈদ্যবংশীয় প্রথম রাজা কে এবং কোন্ সময়েই বা তিনি রাজ্য স্থাপন করেন ইহার প্রকৃত ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য; যেহেতু লক্ষ্মণ্য সেনের

সময়ে মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক বেদ-বেদান্তাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত বৈদ্যরাজা-দিগের ইতিবৃত্তও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ; তবে দেশীয় বা বিদেশীয় অন্যান্য পুরাবৃত্ত পাঠে যতদূর অবগত হওয়া যায় তাহাতে বীরসেন যে বঙ্গের প্রথম রাজা এবং খৃষ্ট জন্মের প্রায় সাত শত বৎসর পরে যে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন ইহার অনেক নিঃসংশয় প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই বীরসেন-বংশসম্ভূত রাজা 'আদিশূরই' যজ্ঞ করণার্থ কান্যকুব্জ হইতে ভট্টনারায়ণ (শাণ্ডিল্য গোত্র), শ্রীহর্ষ (ভরদ্বাজ গোত্র), বেদগর্ভ (সাবর্ণ্য গোত্র), ছান্দড় (বাৎস্য গোত্র) এবং দক্ষ (কাশ্যপ গোত্র) এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। উপরোক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে যথাক্রমে মকরন্দ (ঘোষ), কালিদাস (মিত্র), দশরথ (গুহ), দাশরথী (বসু) এবং পুরুষোত্তম (দত্ত) এই পাঁচ জন কায়স্থও ভৃত্যস্বরূপে আগমন করে। সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ হইতেই বঙ্গদেশে আধুনিক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের সংখ্যা এতাদৃশ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। বীরসেন হইতে কত জন রাজার পর যে আদিশূর জন্ম গ্রহণ করেন এবং আদিশূর হইতে কত জন রাজার পর যে বল্লাল সেন জন্ম গ্রহণ করেন তাহার কোন নিশ্চয় প্রমাণ পাওয়া যায় না। ফলতঃ বল্লাল সেন বহুদিন পর্য্যন্ত বঙ্গীয় সিংহাসনে রাজত্ব করেন। তাঁহারই রাজত্ব কালে সমগ্র বঙ্গদেশ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়। যথা—মিথিলা, বগ্‌ড়ি, রাঢ়, বঙ্গ এবং বরেন্দ্রভূমি। তিনিই এতদ্দেশে কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি করিয়া একটি অক্ষয় অনন্ত কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই পুত্র লক্ষ্মণ সেন বঙ্গদেশীয় হিন্দু সমাজ মধ্যে শ্রেণী বিভাগ অর্থাৎ থাকবদ্ধ করিয়াছিলেন। বল্লালের পর লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন, মাধব সেন, শূর সেন, ভীম সেন এবং লক্ষ্মণ্য সেন বঙ্গের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। বৈদ্যবংশীয় শেষ রাজা লক্ষ্মণ্য সেনের সময়ে অর্থাৎ ইংরাজি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলিজি সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গ-দেশে মুসলমান রাজ্য স্থাপন করেন। তদবধি বঙ্গদেশে বৈদ্যবংশীয় রাজা-দিগের রাজত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। বল্লাল সেনাদির ন্যায় ৩৯৬৫ কলের্গতাব্দায় অর্থাৎ ইংরাজি নবম শতাব্দীতে যৎকালে মহাপ্রেম দিল্লীর রাজসিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বন গমন করেন, তখন কিয়ৎকালের জন্য হস্তিনার রাজ-সিংহাসন শূন্য হয় এবং মন্ত্রীগণ কর্ত্তৃক রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষিত হইতে থাকে।

ইত্যবসরে বৈদ্যবংশীয় রাজা ধীসেন এই সংবাদ পাইবামাত্র স্বীয় পুত্রকে বঙ্গীয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সসৈন্যে যাইয়া হস্তিনাপুর বেষ্টন করেন। এদিকে মন্ত্রীরা নবাগত রাজাকে পরাক্রান্ত এবং যোগ্যপাত্র বিবেচনা করিয়া বিনাযুদ্ধে তাঁহাকেই রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তদবধি তিনি আঠার বৎসর পাঁচ মাস কাল নিষ্কণ্টকে দিল্লীতে রাজত্ব করেন। তাঁহার পর ৪০৫৬ কলের্গতাব্দা হইতে ৪১০৭ কলের্গতাব্দা পর্য্যন্ত কার্ত্তিক সেন, হরি সেন, শত্রুঘ্ন সেন, নারায়ণ সেন এবং দামোদর সেন এই পাঁচ জন বৈদ্যবংশীয় রাজা দিল্লীর সিংহাসনে রাজত্ব করেন। পরে দামোদর সেন সাতিশয় ইন্দ্রিয়াশক্ত প্রযুক্ত রাজকার্য্যে বিশেষ অমনোযোগ প্রকাশ করায় দ্বীপসিংহ নামক জনৈক চৌহান-রাজপুত-বংশীয় রাজা তাঁহাকে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তদবধি হস্তিনাপুরেও বৈদ্য-বংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব শেষ হইয়া যায়।

বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশীয় কোন কোন সুবোধ ব্রাহ্মণ আধুনিক বৈদ্যদিগকে অতি নিকৃষ্ট জাতি বলিয়াই মনে করেন কিন্তু প্রকৃত বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ এবং জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণেরা যে উহাদিগকে উৎকৃষ্ট ভিন্ন অপকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন না ইহাই আমাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। ফলতঃ অম্বষ্ঠেরা জাত্যংশে ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা কিঞ্চিদূন হইলেও কার্য্যতঃ তাঁহারা যে ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা এই পুস্তিকান্তর্গত মন্বাদি শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের বচন-প্রমাণাদি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই নিশ্চয়রূপে বোধগম্য হইবে। পরন্তু বর্ত্তমান সময়ে আরও দেখা যায় যে কোন কোন ব্রাহ্মণ যাজকতা কার্য্যে অর্থাৎ বৈদ্যদিগের সম্বন্ধে বৈদিক ক্রিয়া করাইবার সময় বৈদ্যদিগের মুখ হইতে প্রণব উচ্চারণ করাইতে বিশেষ কুণ্ঠিত হন। বস্তুতঃ বৈদ্যদিগের সম্বন্ধে তাদৃশ শাস্ত্রানভিজ্ঞ মূর্খ ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা বৈদিক ক্রিয়া পণ্ড করান কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ যে বৈদ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক বা কুসংস্কার-পরতন্ত্র হইয়া ঐরূপ ব্রাহ্মণ দ্বারা নিত্যনৈমিত্তিকাদি কার্য্য করাইয়া ক্রিয়া পণ্ড করেন তাঁহার সম্বন্ধে সামাজিক শাসনের একান্ত আবশ্যকতা আছে। ফলতঃ আ'জ যদি বর্ত্তমান সময়ের বৈদ্যরা যথাসময়ে যথারীতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণোক্ত বিধানানুসারে স্ব স্ব পুত্রদিগকে উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত করেন, আ'জ যদি

তাঁহারা স্বকীয় পুত্রদিগের বিবাহ-কার্য্যে শূদ্রের ন্যায় লাজহোম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণবর্ণোক্ত বিবাহ-বিধি অনুসারে বৈদিক কুশণ্ডিকা দ্বারা উদ্বাহ-কার্য্য নিষ্পন্ন এবং বিবাহাগ্নি রক্ষা করেন, আ'জ যদি তাঁহারা আপনাদিগের মধ্যে দশাহ অশৌচ গ্রহণপূর্ব্বক একাদশ দিনে ব্রাহ্মণদিগের রীত্যনুসারে সামিষান্ন দ্বারা পিণ্ডদান পুরঃসর আদ্যশ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন করেন তাহা হইলে কোন্ ব্রাহ্মণ তাহার প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়? কোন্ ব্রাহ্মণই বা তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিতে সমর্থ হয়? উপনয়নের সময় মস্তক মুণ্ডন করিতে নাই, দণ্ড গ্রহণ করিতে নাই, গৃহে থাকিতে নাই, বিবাহের সময় কুশণ্ডিকা নাই, পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধে দশাশৌচ লইতে নাই, পাচিত অন্ন দ্বারা পিণ্ডদান করিতে নাই, দুর্গোৎসবে পাচিত অন্ন দ্বারা ভোগ দিতে নাই (অর্থাৎ এ সমস্ত আমাদিগের কৌলিক আচার নহে) এই কুসংস্কার যতদিন বৈদ্যদিগের অন্তর হইতে বিদূরিত না হইবে, যতদিন তাঁহাদিগের মানসিক বলের দৃঢ়তা সম্পাদন না হইবে ততদিন বৈদ্যদিগের মধ্যে জাতীয় গৌরব রক্ষা হওয়া বা তাঁহাদিগের জাতীয় অধিকার পুনঃস্থাপিত হওয়া সম্বন্ধে কোন ক্রমেই আশা করা যাইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও বিজাতীয় উচ্চ-শিক্ষা ও বিজাতীয় সভ্যতার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা, বৈদ্যদিগের ন্যায় জাতীয় গৌরব, জাতীয় অধিকার বা জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষা করিতে কদাপি পরাঙ্মুখ হন না।

বৈদ্য-সংজ্ঞাধারী অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি মূল ব্রাহ্মণদিগের বিদ্বেষভাবের কারণ ত আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। ফলতঃ বৈদ্যেরা প্রথমাবধিই ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। স্বততঃ পরতঃ তাঁহাদিগেরই আনুকূল্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা কোন কালেই ব্রাহ্মণদিগের সহিত সখ্যতা ভিন্ন শত্রুতা ব্যবহার করেন না। বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় আধুনিক ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মূল ভিত্তি যে বৈদ্যকর্ত্তৃক গ্রথিত হইয়াছিল ইহা কে অস্বীকার করিবে? রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পবিত্র ব্রাহ্মণ বীজ আনয়ন করিয়া উর্ব্বরা বঙ্গভূমিতে রোপণ না করিলে এবম্ভূত অসংখ্য শাখা-প্রশাখা কোথা হইতে বঙ্গভূমিকে সমাচ্ছন্ন করিত? এস্থলে এটুকু বলিলে বোধ করি অত্যুক্তি হইবে না যে আধুনিক ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে বর্ত্তমান

উচ্চশিক্ষা, সভ্যতা, পূর্ব্বতন অবস্থার পরিবর্ত্তন, সামাজিক বা মানসিক উন্নতি সাধন এ সকলেরই মূল বৈদ্য। অতএব বৈদ্যের প্রতি যে কি কারণে ব্রাহ্মণদিগের বিদ্বেষভাবের উদ্রেক হয় তাহাত আমরা কিছুই অনুভব করিতে পারি না। বৈদ্যজাতি স্বভাবতঃই বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্, শান্ত, সচ্চরিত্র, বিনয়ী, দয়ালু এবং পরোপকারী। তাঁহাদিগের মন সদতই উচ্চপথগামী এবং ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অনুসরণ-শীল। তাঁহারা সহসা কোন নিকৃষ্ট বা জঘন্য কার্য্যে অগ্রসর হন না। তবে কি এই সকলই বৈদ্যদিগের প্রতি ব্রাহ্মণদিগের চির-বিদ্বেষের কারণ? না অন্য কোন কারণ আছে? ফলতঃ যে কারণে অম্বষ্ঠেরা 'বৈদ্য' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সকল দ্বিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব পদ লাভ করিয়াছে; যে কারণে তাহারা সমগ্র ব্যবসায়ের মধ্যে পুণ্যতমা অথচ অর্থকরী চিকিৎসা-বৃত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক 'ত্রিজ' এবং 'প্রাণাচার্য্য' সংজ্ঞা লাভ দ্বারা লোকের নিকট গুরুবৎ পূজনীয় হইয়াছে; যে কারণে তাহারা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় রাজধর্ম্মেও সম্যক্ অধিকার লাভ করিয়া এক কালে সমগ্র বঙ্গের উপরে একাধিপত্য করিয়াও সময়ে সময়ে হস্তিনাপুরের সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনও অধিকার করিয়াছে সম্ভবতঃ সেই কারণই বৈদ্যদিগের প্রতি ব্রাহ্মণদিগের চির-বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইবার একমাত্র কারণ।

দ্বিতীয় স্কন্দ।

অতঃপর ভরদ্বাজ, চরকাচার্য্য ও ধন্বন্তরি যাঁহাদিগের সহিত বৈদ্য উপাধি-ধারী অম্বষ্ঠদিগের বিশেষ সংশ্রব দেখা যায় তাঁহাদিগেরই সম্বন্ধে নিম্নে যথা-কথঞ্চিৎ বর্ণিত হইতেছে।

অথ ভরদ্বাজের আবির্ভাব।

"একদা হিমবৎ পার্শ্বে দৈবাদাগত্য সংঙ্গতাঃ।
মুনয়ো বহবস্তাংশ্চ নামভিঃ কথয়াম্যহং। ৫২।
ভরদ্বাজো মুনিবরঃ প্রথমং সমুপাগতঃ।
ততোঽঙ্গিরা স্ততোগর্গো মরীচি ভৃ‍গুভার্গবৌ।৫৩। * * *
সুখোপবিষ্টাস্তে তত্র পুণ্যাংশ্চক্রুঃ কথামিমাং।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং মূলমুত্তমং কলেবরং।
তচ্চ সর্ব্বার্থ সংসিদ্ধের্ভবেদ্ যদি নিরাময়ম্" ॥ ৬১ ॥

ভাবার্থ। একদা হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে বহুতর মুনি একত্রে সমবেত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে মহর্ষি ভরদ্বাজই সর্ব্বপ্রথমে আগমন করেন। তাঁহারা সকলে একত্রে উপবিষ্ট হইয়া এই প্রসঙ্গই করিতে লাগিলেন যে, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের মূলস্বরূপ যে শরীর সেই শরীরকে ব্যাধিশূন্য করিতে পারিলেই সর্ব্বার্থ-সাধন হয়। অতএব এক্ষণে তাহারই উপায় বিধান করা আবশ্যক।

"তপঃ স্বাধ্যায় ধর্ম্মাণাং ব্রহ্মচর্য্যব্রতায়ুষাং।
হর্ত্তারঃ প্রসৃতারোগা যত্র তত্র চ সর্ব্বতঃ। ৬২।

রোগাঃ কার্শ্যকরা বলক্ষয়করা দেহস্য চেষ্টাহারাঃ
দৃষ্টাদীন্দ্রিয়শক্তি-সংক্ষয়করাঃ সর্ব্বাঙ্গ-পীড়াকরাঃ।
ধর্ম্মার্থখিলকামমুক্তিষু মহাবিঘ্নস্বরূপা বলাৎ।
প্রাণানাশু হরন্তি সন্তি যদি তে ক্ষেমঃ কুতঃ প্রাণিনাং।৬৩।
তত্তেষাং প্রশমনায় কশ্চনবিধিশ্চিন্ত্যোর্ভবদ্ভি র্ব্বুধৈ
র্যোগ্যৈরিত্যভিধায় সংসদি ভরদ্বাজং মুনিস্তেঽব্রুবন্।
ত্বং যোগ্যো ভগবান্ সহস্রনয়নং যাচ স্বজনং ক্রমা-
দায়ুর্ব্বেদমধীত্যয়ং গদভয়ান্মুক্তা ভবামোবয়ং" ॥ ৬৪ ॥

ভাবার্থ। তপস্যা হইতেই রোগের উৎপত্তি এবং সেই রোগই ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতীদিগের ধর্ম্ম নাশ করিয়া থাকে। সেই রোগই মনুষ্যদেহের কৃশতা সম্পাদন, বলক্ষয়, চেষ্টাহরণ, চক্ষুকর্ণনাসিকাদি ইন্দ্রিয়গণের শক্তি-হ্রাস করে এবং সর্ব্বাঙ্গের পীড়াজনক হয়। অতএব বল হইতে সমুৎপন্ন ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের বিঘ্নস্বরূপ এবং আশু প্রাণনাশক রোগসমূহ সত্বে প্রাণীদিগের মঙ্গল কোথায়? বস্তুতঃ তোমরাই সেই রোগ প্রশমনের কারণ উদ্ভাবন সম্বন্ধে যোগ্য পণ্ডিত; অতএব বল দেখি, তোমরা কি কারণ চিন্তা করিতেছ? এইরূপ কথোপকথনের পর মুনিগণ ভরদ্বাজকে কহিলেন হে ভরদ্বাজ! তুমিই যথার্থ যোগ্য-পাত্র; অতএব তুমি ভগবান্ ইন্দ্রের নিকট গমন পূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া আমাদিগকে রোগ হইতে মুক্ত কর।

"ইত্থং স মুনিভির্য্যোগ্যৈঃ প্রার্থিতো বিনয়ান্বিতৈঃ।
ভরদ্বাজো মুনিশ্রেষ্ঠো জগাম ত্রিদশালয়ং ॥ ৬৫ ॥
স ইন্দ্রসদনং গত্বা সুরর্ষিগণমধ্যগং।
দৃষ্টবান্ বৃত্রহন্তারং দীপ্যমামিবানলং ॥ ৬৬ ॥

ভাবার্থ। এই প্রকারে মুনি-শ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ সকল মুনি কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ইন্দ্রালয়ে গমনপূর্ব্বক দেবর্ষিগণ-মধ্যস্থ এবং অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান্ বৃত্রাসুরনাশক ইন্দ্রকে দর্শন করিলেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে

যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে ভরদ্বাজ কহিলেন ;—

"ব্যাধয়ো হি সমুৎপন্নাঃ সর্ব্বপ্রাণি-ভয়ঙ্করাঃ।
তেষাং প্রশমনোপায়ঃ যথাবৎ বর্ত্তুমর্হসি ॥ ৬৯ ॥
তমুবাচ মুনিং স্বাঙ্গমায়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ।
জীবেদ্বর্ষসহস্রাণি দেহিনাং রুগ্নিশম্য যৎ ॥" ৭০ ॥

ভাবার্থ। মর্ত্তে সর্ব্ব প্রাণীর ভয়জনক ব্যাধিসমূহ সমুৎপন্ন হইয়াছে। অতএব হে দেবেন্দ্র! সেই সমস্ত ব্যাধি বিনাশের যথাবিহিত উপায় বিধান কর। ইহা শুনিয়া দেবরাজ ইন্দ্র, যে আয়ুর্ব্বেদ দ্বারা প্রাণীগণ ব্যাধি-মুক্ত হইয়া সহস্র বৎসর জীবিত থাকিতে পারিবে, মহর্ষি ভরদ্বাজকে সেই স্বাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিলেন। অনন্তর ভরদ্বাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত পুণ্যতম আয়ুর্ব্বেদ যথাবিধি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া মর্ত্তে আগমন পূর্ব্বক অপরাপর মুনিদিগকেও সেই আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিলেন।

"হেতুলিঙ্গৌষধিজ্ঞানং সুস্থাতুর-পরায়নং।
ত্রিসূত্রং শাশ্বতং পুণ্যং বুবুধেয়ং পিতামহঃ ॥ ৭১ ॥
সোহনন্তপারং ত্রিস্কন্দ-মায়ুর্ব্বেদং মহামতিঃ।
যথাবদচিরাৎ সর্ব্বং বুবুধে তন্মনা মুনিঃ ॥ ৭২ ॥
তেনায়ুরমিতং লেভে ভরদ্বাজ সুখান্বিতঃ।
অন্যানপি মুনীংশ্চক্রে নীরুজঃ সুচিরায়ুষঃ ॥ ৭৩ ॥
ঋষয়শ্চ ভরদ্বাজাজ্জগৃহুস্তং প্রজাহিতং।
দীর্ঘমায়ুশ্চিকীর্ষন্তো বেদং বর্দ্ধনমায়ুষঃ ॥ ৭৪ ॥
অথ মৈত্রীপরঃ পুণ্যমায়ুর্ব্বেদং পুনর্ব্বসুঃ।
শিষ্যেভ্যো দত্তবান্ ষড়্ভ্যঃ সর্ব্বভূতানুকম্পয়া" ॥৭৫॥

অথ চরকের আবির্ভাব।

"যদা মৎস্যাবতারেণ হরিণা বেদ উদ্ধৃতঃ।
তদা শেষশ্চ তত্রৈব বেদং স্বাঙ্গমবাপ্তবান্॥
অথর্ব্বান্তর্গতং সম্যগায়ুর্ব্বেদঞ্চ লব্ধবান্।
একদা স মহীবৃত্তং দ্রষ্টুং চর ইবাগতঃ॥
তত্র লোকান্ গদৈঃগ্রস্তান্ ব্যথয়া-পরিপীড়িতান্।
স্থলেষু বহুষু ব্যগ্রান্ ম্রিয়মানাংশ্চ দৃষ্টবান্।
তান্দৃষ্ট্বাতি দয়াযুক্তস্তেষাং দুঃখেন দুঃখিতঃ।
অনন্তশ্চিন্তয়ামাস রোগোপশম-কারণং"॥

ভাবার্থ। যৎকালে মৎস্যাবতার হরি কর্ত্তৃক বেদ উদ্ধৃত হইয়াছিল, তৎকালে তিনি স্বাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদও প্রাপ্ত হন। অথর্ব্ববেদান্তর্গত সম্যক্ আয়ুর্ব্বেদ লাভ হইলে, একদা সেই অনন্তদেব ছদ্মবেশী চরের ন্যায় পৃথিবী-বৃত্তি দৃষ্টি করিতে বহির্গত হইয়া লোকসমূহকে রোগাক্রান্ত, ব্যথায়-পীড়িত, কাতর-চিত্ত এবং ম্রিয়মান দেখিলেন। অনন্তর তিনি লোকদিগকে তদবস্থায় দৃষ্ট করিয়া তাহাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া রোগ নিবারণের উপায় চিন্তা করিলেন।

"সংচিন্ত্য সঃ স্বয়ং তত্র মুনেঃ পুত্রো বভূব হি।
যতশ্চর ইবায়াতো ন জ্ঞাতঃ কেনচিৎ যতঃ॥
তস্মাচ্চরক-নাম্নাসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে।
স ভাতি চরকাচার্য্যো দেবাচার্য্যো যথা-দিবি॥
সহস্রবদনস্যাংশো যেন ধ্বংসো রুজাং কৃতঃ।
আত্রেয়স্য মুনেঃ শিষ্যা অগ্নিবেশাদয়ো ভবন্॥
মুনয়ো বহবস্তৈশ্চ কৃতং তন্ত্রং স্বকল্পিতং।

তেষাং তন্ত্রাণি সংস্কৃত্য সমাহৃত্য বিপশ্চিতাঃ।
চরকেনাত্মনো নাম্না গ্রন্থোঽয়ং চরকঃ কৃতঃ॥”

ভাবার্থ। এইরূপে রোগ নিবারণোপায় চিন্তাপূর্ব্বক সেই অনন্তদেব মুনিপুত্ররূপে মর্ত্তে আবির্ভূত হইলে চরের ন্যায় অজ্ঞাতরূপে মর্ত্তে আগমন করিয়াছিলেন এজন্য তিনি পৃথিবীমণ্ডলে 'চরক' নামে বিখ্যাত হইয়া স্বর্গের বৃহস্পতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এবম্প্রকারে মহাবিষ্ণুর রূপান্তর 'চরক'কর্ত্তৃক রোগ নিরাকৃত হইতে আরম্ভ হইলে, আত্রেয় মুনির শিষ্য অগ্নিবেশাদি সকলেই চরকাচার্য্যেরও শিষ্য হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যথাবিধি আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়ন করিলেন। অনন্তর বহুমুনি কর্ত্তৃক রচিত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তন্ত্রসকল আহরণ পূর্ব্বক তৎসমস্ত সংশোধন করিয়া পণ্ডিত-প্রবর চরক 'চরকসংহিতা' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন।

অথ ধন্বন্তরির আবির্ভাব।

“একদা দেবরাজস্য দৃষ্টির্নিপতিতা ভুবি।
তত্র তেন নরা দৃষ্ট্বা ব্যাধিভির্ভৃশপীড়িতাঃ॥
তান্ দৃষ্ট্বা হৃদয়ং তস্য দয়য়াপরিপীড়িতং।
দয়ার্দ্রহৃদয়ঃ শক্রো ধন্বন্তরি মুবাচহ॥
ধন্বন্তরে সুরশ্রেষ্ঠ ভগবন্ কিঞ্চিদুচ্যতে।
যোগ্যোভবতি ভূতানামুপকারপরোভব॥
উপকারায় লোকানাং কেন কিং ন কৃতং পুরা।
ত্রৈলোক্যাধিপতির্ব্বিষ্ণুরভূন্মৎস্যাদি রূপবান্॥
তস্মাত্ত্বং পৃথিবীং যাহি কাশীমধ্যে নৃপো ভব।
প্রতীকারায় রোগানামায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়॥
ইত্যুক্ত্বা সুরশার্দ্দূলঃ সর্ব্বভূত-হিতেপ্সয়া।
সমস্ত মায়ুষোবেদং ধন্বন্তরি মুপাদিশৎ॥”

ভাবার্থ। একদা দেবরাজ ইন্দ্র পৃথিবীতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন সকল মনুষ্যই ব্যাধি-পীড়িত হইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছে। তখন তিনি তাহা-দিগের দুঃখে দুঃখিতান্তঃকরণ হইয়া ধন্বন্তরিকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন হে ধন্বন্তরি! তুমিই সুর-শ্রেষ্ঠ এবং যথার্থ যোগ্য পাত্র; অতএব তুমি মর্ত্তে যাইয়া লোক সকলের হিতার্থে রত হও। দেখ, লোকের উপকারের জন্য পূর্ব্বে কে কি না করিয়াছেন? ত্রৈলোক্যাধিপতি বিষ্ণুও লোকহিতার্থে এক সময়ে মৎস্যাদিরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এজন্য আমি কহিতেছি তুমি পৃথিবীতে যাইয়া কাশীধামে রাজা হও এবং রোগ প্রতীকারের জন্য আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ কর। এই বলিয়া সর্ব্ব প্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষী দেবরাজ ইন্দ্র ধন্বন্তরিকে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিলেন।

"অধীত্য চায়ুষোবেদ মিন্দ্রাদ্ধন্বন্তরিঃ পুরা।
আগত্য পৃথিবীং কাশ্যাং জাতো বাহুজ-বেশ্মনি॥
নাম্না সাবভবৎ খ্যাতো দিবোদাস ইতি ক্ষিতৌ।
বাল এব বিরক্তোঽভূৎ চরাচর মহত্তপঃ।
যত্নেন মহতা ব্রহ্মা তং কাশ্যামকরোন্নৃপং।
ততো ধন্বন্তরি র্লোকৈঃ কাশীরাজোঽভিধীয়তে॥
হিতায় দেহীনাং স্বীয়া সংহিতা বিহিতা মুনা।
অয়ং বিদ্যার্থিনো লোকান্ সংহিতাং তামপাঠয়ৎ॥"

ভাবার্থ। অনন্তর ধন্বন্তরি ইন্দ্রের নিকট সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া মর্ত্তে আগমন পূর্ব্বক কাশীধামে ক্ষত্রিয়-কুলে জন্মগ্রহণ করিলেন। তদবধি ধন্বন্তরি পৃথিবীতে কাশীরাজ ও দিবোদাস নামে খ্যাত হইয়া ধন্বন্তরি-সংহিতা নামে একখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। অতঃপর বিশ্বামিত্র মুনি-পুত্র সুশ্রুতও কাশীধামে ধন্বন্তরির নিকট যাইয়া আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন দ্বারা স্বীয় নামে একখানি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

এই সমস্ত বিষয় সম্যক্ পর্য্যালোচনা দ্বারা যতটুকু জ্ঞান লাভ করা যায়, তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অতি পুরাকালে যত মুনিঋষির

অস্তিত্বে বিশ্বাস করা যায়, তাঁহারা সকলেই প্রায় ব্রাহ্মণজাতীয় ছিলেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণজাতীয় ভিন্ন অপর কোন লোকেরই তৎকালে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নের অধিকার ছিল না। অতএব আবহমান কাল হইতে বংশপরম্পরা-ক্রমে আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ী অম্বষ্ঠ জাতি যে ব্রাহ্মণবর্ণ সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ফলতঃ অশৌচ-বিধি সম্বন্ধে "একাহাচ্ছুদ্ধ্যতে বিপ্রো———দশাহং সুতকী ভবেৎ" এই শাস্ত্রবচন দৃষ্টে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের যেমন দশাহ অশৌচ সপ্রমাণিত হইয়াছে, তদ্রূপ নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারাও উহাদিগের ব্রাহ্মণ-বর্ণোক্ত উপনয়নেরও বিশেষ পরিচয় প্রদান করিবে।

"গর্ভাষ্টমাব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনয়নম্।
গর্ভৈকাদশকে রাজ্ঞো গর্ভদ্বাদশকে বিশঃ॥"

যাজ্ঞবল্ক সংহিতা।

অর্থাৎ গর্ভ হইতে গণনা করিয়া অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের, একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের এবং দ্বাদশ বর্ষে বৈশ্যের উপনয়ন দিবে। এইটি উপনয়নের মুখ্য-কাল। এতদ্ভিন্ন আর একটি গৌণকাল আছে। যথা ;—

"আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধো রাচতুর্ব্বিংশতে বিশঃ॥
অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োহপ্যেতে যথাকাল মসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রী পতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্য-বিগর্হিতাঃ॥

মনুসংহিতা।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ষোড়শ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশতি, বৈশ্যের চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত গৌণকাল, একাল মধ্যেও যাহাদের উপনয়ন হয় না তাহারা সর্ব্ব প্রকার কর্ম্ম হইতে বর্জ্জিত হন এবং তাহাদিগের পাতিত্য দোষ জন্মে।

ফলতঃ অম্বষ্ঠাদি অপর ত্রিবিধ দ্বিজ যদি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় হইতে বিভিন্ন বর্ণ হইত তাহা হইলে মন্বাদি শাস্ত্রকর্ত্তারা অবশ্যই তাহাদিগের উপনয়ন সম্বন্ধে

কিছু না কিছু বিভিন্নতা করিয়া যাইতেন, কিন্তু মন্বাদি যাবতীয় সংহিতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিলেও কুত্রাপি কিছুমাত্র বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠেরা যে বীজ-প্রাধান্য হেতু ব্রাহ্মণবর্ণ এবং মাহিষ্যেরা যে ক্ষত্রিয়বর্ণ সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ করা যাইতে পারে না। অতএব উপনয়ন এবং অশৌচ-গ্রহণ ইত্যাদি সমস্ত কার্য্যই তাহারা যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সম্পন্ন করিবে।

এস্থলে একটু বলিলে বোধ করি অত্যুক্তি হইবে না যে বর্ত্তমান সময়ের বৈদ্য-সংজ্ঞাধারী অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগেরও উপরোক্ত বিধি অনুসারে গর্ভ হইতে অষ্টম বর্ষে স্ব স্ব পুত্রগণের উপনয়ন দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ উপনয়নের পূর্ব্ব দিবস পিতাপুত্র উভয়কেই হবিষ্যাশী থাকিতে হইবে, পরে পর দিবস আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধাদি সমাপন হইলে পুত্র মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক পট্টবস্ত্র বা গৈরিক-বস্ত্র পরিধান করিয়া শর, মৃগচর্ম্ম বা কার্পাস সূত্রের অন্যতম উপবীত স্কন্ধে ধারণ, দণ্ড ও ঝুলি গ্রহণপূর্ব্বক প্রথমতঃ মাতার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। যেহেতু শাস্ত্রে কথিত আছে ;—

"মাতরং বা স্বসারং বা মাতুর্বা ভগিনীং নিজাম্।
ভিক্ষেত ভিক্ষাং প্রথমং যা চৈনং নাবমানয়েৎ॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মচারী প্রথমে মাতার নিকট, তদভাবে ভগিনী বা মাসীর নিকট, তদনন্তর যে স্ত্রীলোকেরা ব্রহ্মচারীকে অবমাননা করে না তাহাদিগের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। পরিশেষে ব্রহ্মচারী সেই ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলের অন্ন ভোজন পূর্ব্বক কম্বল, কুশাসন বা মৃগচর্ম্মে শয়ন করিয়া অনিদ্রায় দিবা যাপন করত আচার্য্যের নিকট সন্ধ্যা-গায়ত্রী শিক্ষা করিবে। কদাচ শূদ্র বা সূর্য্যদেবের মুখাবলোকন করিবে না।

"মেখলামজিনং দণ্ডমুপবীতং কমণ্ডলুং।
অপ্সু প্রাস্য বিনষ্টানি গৃহ্লীতান্যানি মন্ত্রবিৎ॥"

অতঃপর ব্রহ্মচারী দ্বাদশ বা চতুর্থ দিবসে গঙ্গাদিতে স্নানপূর্ব্বক দণ্ড বিসর্জ্জন দিয়া নিত্য-ক্রিয়া সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিবে।

ভিক্ষা-গ্রহণ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের ত্রিবিধ প্রার্থনা লিখিত আছে। যথা—

ভবৎ পূর্ব্বং চরেদ্‌ভৈক্ষ মুপনীতো দ্বিজোত্তমঃ।
ভবন্‌ মধ্যন্তু রাজন্যো বৈশ্যস্তু ভবদুত্তরম্‌॥”

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ‘ভবতি ভিক্ষাং দেহি’; ক্ষত্রিয় ‘ভিক্ষাং ভবতি দেহি’ এবং বৈশ্য ‘ভিক্ষাং দেহি ভবতি’ এইরূপ প্রার্থনা দ্বারা ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। অতএব অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বৈদ্যদিগের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের ন্যায় উপবীত গ্রহণ করিয়া ‘ভবতি ভিক্ষাং দেহি’ এইরূপ প্রার্থনা দ্বারা ভিক্ষা গ্রহণ করা সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ দেশাচার প্রচলিত আছে, তাহাতে বৈদ্যজাতিকে তাঁহাদের পূর্ব্বতন অধিকারগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য কিছুই আয়াস পাইতে বা বহুতর অর্থ ব্যয় করিতে হয় না; অতি সহজেই সে কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিশেষতঃ সে সমস্ত পূর্ব্ব-স্বত্ব পুনঃগৃহীত হইলেও আধুনিক নব্য বৈদ্যমণ্ডলীর বিজাতীয় উচ্চশিক্ষা বা বিজাতীয় সভ্যতার অনুকরণ সম্বন্ধে বিশেষ কোন ক্ষতিও হইতে পারে না। অতএব অনায়াস-লভ্য বিষয়ের পুনরুদ্ধার জন্য পরাঙ্মুখ থাকা কোন বৈদ্যরই কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ যে গুণ দ্বারা বৈদ্যজাতি এক সময়ে উন্নতির উচ্চতম মঞ্চে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, যে গুণ বশতঃ তাঁহাদিগের বিজয়-নিশান এক সময়ে সমগ্র বঙ্গে উড্ডীন্ হইয়াছিল, যে গুণ দ্বারা তাঁহারা এক সময়ে সমগ্র জাতির শিরোভূষণস্বরূপ ছিলেন আ’জ সেই গুণের অভাবেই যে বৈদ্যজাতির এবম্ভূত অধঃপতন ও দুরবস্থা হইয়াছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

তৃতীয় স্কন্দ।

বৈদ্যজাতির মূল সম্বন্ধে প্রথম স্কন্দে মম্বাদি শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের যে সমস্ত বচন-প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই প্রকৃত বলিয়া বৈদ্যমাত্রেরই বিশ্বাস করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যেহেতু মনুই জগতীস্থ মানবকুলের আদিপুরুষ, তিনি স্বয়ং উৎপন্ন এজন্য লোকে তাঁহাকে স্বায়ম্ভুব মনু বলে। তিনি সর্ব্বপ্রথমে স্বীয় নামে সে সংহিতা প্রণয়ন করেন তাহাই আমাদিগের আদিম শাস্ত্র বলিয়া প্রতীতি হয়। কারণ মনুর পূর্ব্বে আর কোন মনুষ্য (মহাপুরুষ) জন্ম গ্রহণ বা শাস্ত্র প্রণয়ন করেন নাই। আধুনিক শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের মধ্যে বৈদ্যজাতির মূল সম্বন্ধে অনেকের অনেক প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া, কেহ কেহ বা স্বার্থসাধনোদ্দেশে বৈদ্য জাতিকে আপনাদিগের অপেক্ষা নিম্ন-পদস্থ সপ্রমাণ করিবার জন্যই উহাদিগের মূলে নানাবিধ গোলযোগ লিখিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানী বৈদ্যমণ্ডলীর পক্ষে সে সমস্ত মিথ্যা বচন-প্রমাণ বিশ্বাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। স্কন্দপুরাণে বৈদ্যোৎপত্তি সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণিত আছে তাহাতেও প্রকারান্তরে মনুবচনেরই পোষকতা করা হইয়াছে। যেহেতু মনু বলিয়াছেন ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে অম্বষ্ঠদিগের উৎপত্তি হয়। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে গালব ঋষির বরে বীরভদ্রা নাম্নী কোন বৈশ্যকন্যার ক্রোড়ে কুশ-পুত্তলিকা স্থাপিত হইয়া বেদ-মন্ত্র উচ্চারিত হইলে ঐ কুশপুত্তলিকার জীবন সঞ্চার হয় এবং ঐ জীবিত পুত্র 'অম্বষ্ঠ' সংজ্ঞা লাভ দ্বারা 'বৈদ্য' উপাধি প্রাপ্ত হন। এস্থলে গালব ঋষি সম্ভবতঃ যে ব্রাহ্মণবর্ণ ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই সুতরাং ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যা হইতেই সর্ব্বথা অম্বষ্ঠ অর্থাৎ বৈদ্যজাতির উৎপত্তি সপ্রমাণিত হইতেছে।

অতঃপর বৈদ্যদিগের বংশ-বিস্তৃতি সম্বন্ধে নিম্নে যথাযথ বিবরণ লিখিত হইতেছে।

কেহ কেহ বলেন অমৃতাচার্য্য বা ধন্বন্তরি স্বর্গ-বৈদ্য অশ্বিনীকুমারের সিদ্ধ-বিদ্যা-নাম্নী মানসী-কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই মানসী-কন্যা-জাত ধন্বন্তরির তিন পুত্র সেন, দাস ও গুপ্ত ইহারাই বৈদ্যদিগের মূল এবং কুলীন বলিয়া খ্যাত। এই তিন মূল হইতে দ্বাদশটী বংশের উৎপত্তি হয়; ক্রমে ঐ দ্বাদশটী, বংশ হইতে শাখা প্রশাখায় পঞ্চাশৎ কুলের সৃষ্টি হয়।

১। সেনের চারি পুত্র, কিন্তু তাহারা পৃথক পৃথক মুনির শিষ্যত্ব নিবন্ধন পৃথক পৃথক গোত্র প্রাপ্ত হন। ধন্বন্তরি-গোত্র সেন, বৈশ্বানর-গোত্র সেন, শক্তি-গোত্র সেন এবং আদ্য-গোত্র সেন। ইহাদের অধঃস্তন বংশের কতক-গুলি সন্তান বিভিন্ন দেশে বাস নিবন্ধন অন্যান্য মুনিরও আশ্রয় গ্রহণ করেন এজন্য তাঁহারা অন্য গোত্র প্রাপ্ত হওয়ায় সাকল্যে সেন-বংশে আট গোত্র হয়। যথা;—ধন্বন্তরাদি চারি, সৌদ্‌গল্য, কৌশিক, কৃষ্ণাত্রেয় ও আঙ্গিরস।

২। দাসের তিন পুত্র ঐরূপ পৃথক্ পৃথক্ মুনির শিষ্যত্ব নিবন্ধন তিন গোত্র প্রাপ্ত হন; তদনন্তর তাঁহাদেরও অধস্তন পুরুষেরা বিভিন্ন দেশে বাস-হেতু বিভিন্ন মুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এজন্য দাস-বংশে আরও তিন গোত্র হয়। তদনুসারে দাস-বংশে ছয় গোত্র হয়। যথা;—মৌদ্‌গল্য, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, শালঙ্কায়ন, বশিষ্ঠ ও বাৎস্য।

৩। গুপ্তের তিন পুত্র তিনটী পৃথক গোত্র প্রাপ্ত হন। যথা;—কাশ্যপ, গৌতম ও সাবর্ণি।

> সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করো ধরঃ।
> রাজঃ সোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ॥
> রাঢ়ে বঙ্গে বরেন্দ্রে চ বৈদ্যা এতে ত্রয়োদশাঃ।

রাঢ়, বঙ্গ ও বরেন্দ্রভূমি এই তিন স্থলেই অম্বষ্ঠদিগের মধ্যে সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, ধর, রাজ, সোম, নন্দি, কুণ্ড, চন্দ্র ও রক্ষিত এই তেরটী ঘর প্রসিদ্ধ।

দেব, দত্ত, কর ও ধর হইতে আরও আটটী কুলের সৃষ্টি হইয়াছে।

দত্ত উপাধিধারী বৈদ্যগণের সাত গোত্র। যথা;—কৌশিক, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, মৌদ্‌গল্য, আদ্য, আত্রেয় ও কৃষ্ণাত্রেয়।

কর উপাধিধারী বৈদ্যগণেরও সাত গোত্র। যথা; ভরদ্বাজ, পরাশর, বশিষ্ট, শক্তি, কাশ্যপ, বাৎস্য ও মৌদ্গল্য।

দেব উপাধিধারী বৈদ্যগণের চারি গোত্র। যথা—আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়, শাণ্ডিল্য ও আলমাল।

ধর উপাধিধারী বৈদ্যগণের কাশ্যপ গোত্র। কোন কোন ধরের জামদগ্ন্য ও গার্গ্য গোত্রও দৃষ্ট হয়।

রাজ উপাধিধারী বৈদ্যগণের বাৎস্য ও মার্কণ্ডেয় গোত্র। কোন কোন স্থলে কাশ্যপ গোত্রও দৃষ্ট হয়।

সোম উপাধিধারী বৈদ্যগণের দুই গোত্র। যথা—কৌশিক ও কাশ্যপ।

নন্দি, চন্দ্র, কুণ্ড ও ইন্দ্র উপাধিধারী বৈদ্যগণের যথাক্রমে মৌদ্গল্য, বশিষ্ট, ভরদ্বাজ ও কাশ্যপ গোত্র।

রক্ষিতের কাশ্যপ গোত্র, ভরদ্বাজ গোত্রও দৃষ্ট হয়।

আদিত্যের আদিত্য ও কৌশিক গোত্র।

সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করস্তথা।
রাজসোমৌ ব্যপীত্যষ্টৌ রাঢ়ীয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
নন্দি শ্চন্দ্রো ধরঃ কুণ্ডো রক্ষিতশ্চেতি পঞ্চ যে।
তে বরেন্দ্রেষু বিখ্যাতা দাসো দত্তকরাবপি॥

সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, রাজ, সোম এই আট ঘর বৈদ্য রাঢ়ীয় এবং নন্দী, চন্দ্র, ধর, কুণ্ড, রক্ষিত, দাস, দত্ত, কর এই আট ঘর বারেন্দ্র বলিয়া খ্যাত।

বৈদ্যদিগের প্রবর।

প্রবরাঃপঞ্চ সেনানাং ধন্বন্তরি-কুলোদ্ভবাম্। বিনির্দ্দিষ্টা যথা তে চ ধন্বন্তর্য্যপসারকৌ॥ নৈয়ধ্রুবশ্চাঙ্গিরসো বার্হস্পত্য ইতি ক্রমাৎ। শক্তি গোত্রে ত্রয়ঃ, শক্তি-পরাশর-বশিষ্টকাঃ॥ প্রবরাঃপঞ্চ দাসানামৌর্ব্ব-চ্যবন-ভার্গবাঃ। জামদগ্ন্যশ্চাপ্নুবানঃ প্রোক্তা মৌদ্গল্য-গোত্রজাঃ॥ গুপ্তানাং ত্রয় এবৈতে কাশ্যপোঽপ্যপসারকঃ। নৈয়ধ্রুবোঽমী প্রবরাঃ কাশ্যপান্বয়-সম্ভবাঃ॥ দত্তে ত্রয়ঃ কৌশিকানাং শাণ্ডিল্যাসিত দেবলাঃ॥ কৃষ্ণাত্রেয়ো বশিষ্টশ্চ আত্রেয়শ্চেতি

চ ত্রয়ঃ। দত্তানাং প্রবরা এতে কৃষ্ণাত্রেয়-কুলোদ্ভবাম্॥ আত্রেয় গোত্র-জাতানাং দেবলাঞ্চ তথা ত্রয়ঃ। আত্রেয়ো আঙ্গিরসকো বার্হস্পত্য ইতি ক্রমাৎ॥ করে ভরদ্বাজ-গোত্রে ত্রয়োঽমী প্রবরাঃ স্মৃতাঃ। ভরদ্বাজো ভার্গবশ্চ চ্যবনশ্চ ক্রমাদমী॥ রাজবংশে বাৎস্য-গোত্রে কথিতা প্রবরাস্ত্রয়ঃ। বাৎস্যোঽসিত স্তথা মার্কণ্ডেয় এবং ক্রমাদিতি॥ তথা কৌশিক-গোত্রস্য সোমস্য প্রবরাস্ত্রয়ঃ। কৌশিকঃ কাশ্যপশ্চৈব ভার্গবশ্চেত্যমী ক্রমাৎ॥

ধন্বন্তরি-গোত্র-সম্ভূত সেনদিগের ধন্বন্তরি, অপসার, নৈয়ধ্রুব, আঙ্গিরস ও বার্হস্পত্য এই পঞ্চ প্রবর। শক্তি-গোত্র সেনের শক্তি, পরাশর ও বশিষ্ঠ এই তিন প্রবর। মৌদ্গল্য-গোত্র-সম্ভূত দাস উপাধিধারী বৈদ্যদিগের ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্নুবৎ এই পঞ্চ প্রবর। কাশ্যপ-গোত্র-সম্ভূত গুপ্তদিগের কাশ্যপ, অপসারক ও নৈয়ধ্রুব এই তিন প্রবর। কৌশিক-গোত্রজ দত্তের শাণ্ডিল্য, অসিত ও দেবল এই তিন প্রবর। আত্রেয়-গোত্র-জাত দেবের আত্রেয়, আঙ্গিরস ও বার্হস্পত্য এই তিন প্রবর। ভরদ্বাজ-গোত্র করদিগের ভরদ্বাজ, ভার্গব ও চ্যবন এই তিন প্রবর। বাৎস্য-গোত্র রাজ-বংশে বাৎস্য, অসিত ও মার্কণ্ডেয় এই তিন প্রবর। কৌশিক-গোত্র-সম্ভূত সোম-দিগের কৌশিক, কাশ্যপ ও ভার্গব এই তিন প্রবর। গার্গ-গোত্র-সম্ভূত ধর-দিগের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, অসিন, গর্গ ও ভরদ্বাজ এই পঞ্চ প্রবর।

অম্বষ্ঠগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা,—বঙ্গজ, রাঢ়ীয়, পঞ্চকোটী।

১। সেনহাটী ও চন্দনমহলবাসী বৈদ্যগণ বঙ্গজ বলিয়া পরিগণিত। সেনহাটী—যশোহর জেলার অন্তর্গত ছিল, সম্প্রতি খুলনা জেলার অন্তর্গত হইয়াছে। চন্দনমহল—বিক্রমপুর অঞ্চলে। বঙ্গ-সমাজ এই দুই শাখায় বিভক্ত।

২। রাঢ়ীয় বৈদ্যগণ তিন শাখায় বিভক্ত। যথা—খণ্ড-সমাজ, সাতসৈকে-সমাজ ও সপ্তগ্রাম-সমাজ।

৩। পঞ্চকোটী বৈদ্যগণ দুই শাখায় বিভক্ত। সেনভূম ও বীরভূম। ছোটনাগপুর অঞ্চলে মানভূম পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানে এবং বাঁকুড়া জেলার বহুতর স্থানে যে সমস্ত বৈদ্যগণের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার প্রায় অধি-কাংশই পঞ্চকোটী সমাজের অন্তর্ভূত।

বঙ্গজ, রাঢ়ীয় ও পঞ্চকোটী-সমাজের বৈদ্যদিগের মধ্যে কোন কালেই পরস্পরের সহিত আদান-প্রদান চলিত ছিল না, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন স্থানে রাঢ়ীয় ও পঞ্চকোটী বৈদ্যদিগের মধ্যে পরস্পরের সহিত আদান প্রদান চলিতেছে।

(ক) কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী প্রদেশের বৈদ্যগণকে শ্রীখণ্ডের বৈদ্য বলা যায়। শ্রীখণ্ডের বৈদ্যগণ সর্ব্বাপেক্ষা সদাচার-সম্পন্ন বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিলেন।

(খ) সাতসৈকে-সমাজের পূর্ব্ব-দক্ষিণ সীমা কাল্না, পশ্চিম সীমা বর্দ্ধমান, উত্তর সীমা কাটোয়া ও দক্ষিণ সীমা পাণ্ডুয়া।

(গ) ত্রিবেণী, কাঁচড়াপাড়া, হালিসহর, কুমারহট্ট, গৌরিভা, সোমড়া, সুকৃড়ে, নাটাগোড়, দিগ্‌ড়ে, বলাগোড়, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি গঙ্গার উভয় পার্শ্বস্থ প্রদেশের বৈদ্যগণ সপ্তগ্রামের বৈদ্য বলিয়া বিখ্যাত।

মহানগরী কলিকাতা যদিচ সপ্তগ্রাম-সমাজের অন্তর্ভূত, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ঐ স্থানে প্রায় সমগ্র সমাজের বৈদ্য আসিয়া বসতি করাতে বৈদ্যের সংখ্যা এত পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে যে, উহাকে একটা স্বতন্ত্র সমাজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সেনবংশীয় বৈদ্যগণ সর্ব্বপ্রথমে ঊনবিংশ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, পরে তাহা হইতে অষ্টবিংশ শ্রেণী হইয়াছে।

বিনায়ক-বংশ-সম্ভূত সেন উপাধিধারী বৈদ্যগণ বাসস্থানভেদে নয় প্রকার। যথা—মালঞ্চ, ধনঞ্জয়ীয়, খানক, সেনহাটীয়, নারহট্ট, নিরোলীদ, মঙ্গলকোটী, রাইগামী ও বেতড়ীয়।

গয়ীসেন-বংশ-সম্ভূত বৈদ্যগণ চতুর্ব্বিধ। যথা—বিষপাড়াভব, তিরাকি-পুরজ, কচুয়ী-সম্ভূত ও ধাড়াগ্রামীন।

দূবিসেন বঙ্গভূমিতে বাস করিতেন, কিন্তু হাণ্ডিয়াগ্রামে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি হাণ্ডিয়া নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

শক্তি-গোত্র-সম্ভূত সেন উপাধিধারী বৈদ্যগণ সাত ভাগে বিভক্ত।

সিয়ালসেন-বংশ-সম্ভূত বৈদ্যগণ দ্বিবিধ। যথা—পোড়াগাছা-সম্ভূত ও পোখরিয়া-সম্ভূত।

আদ্যসেন বীজিভেদে ত্রিবিধ।—যথা—নপাড়া-সম্ভব, শীলগ্রাম-

সম্ভূত, ও মানকরীয়। আদ্যর্ষি-গোত্র-সম্ভূত সকলেই পৃথক পৃথক।

চায়ুদাস-বংশ-সম্ভূত বৈদ্যগণ বাসস্থান ভেদে দ্বিবিধ। যথা—তেহট্ট-সম্ভূত ও মালিকাহার-সম্ভূত।

পান্থদাস-সন্তানগণ পঞ্চবিধ। যথা—বালিনাছি-সম্ভূত, মণ্ডলজানিক, মৌড়েশ্বর-ভব, পালিগ্রামজ ও পাঁজনৌরজ।

কায়ুদাস-বংশ-সম্ভূত মৌদ্‌গল্য-গোত্রজ বৈদ্যগণ কোগ্রামেই বিখ্যাত।

গুপ্তবংশীয় বৈদ্যগণ ষড়বিধ, কিন্তু স্থানভেদে ত্রয়োদশ প্রকার হইয়াছিলেন। কায়ুগুপ্ত-সন্তান স্থলভেদে অষ্টবিধ। যথা;—বরাহনগরীয়, পাণিনালা-ভব, বারাসত-সম্ভূত, তৈপুর সম্ভূত, ভদ্রখালীয় ও মাটিয়ারি-ভব। লোকগুপ্ত-বংশ-সম্ভূত বৈদ্যগণ মাটিয়ারিতে বাস করেন। কেহ কেহ স্বেচ্ছাক্রমে পশ্চিম দেশে গিয়া বাস করেন। ত্রিপুরগুপ্ত নামে খ্যাত পরমেশ্বর গুপ্তের সন্তান চৌড়ালাতে বাস করেন।

শাণ্ডিল্য-গোত্রজ রাম দত্ত বটগ্রামে বাস করেন। অপর পারিতা দত্ত থাগড়ায় বাস করেন। আত্রেয়-গোত্রজ দেবের সন্তানগণ কেতুগ্রামে বাস করেন।

সেনে রোষং মহাকুলং দাসে চায়ুঞ্চ তৎসমম্।
গুপ্তে লুপ্ত-কুলং মন্যে তৎপরস্তু কুলং বিদুঃ॥

সেনবংশে কৃষ্ণখান্ ও হরিহরিখান্ মহাকুল। দাসবংশে চায়ুদাস ও তৎপুত্র চণ্ডীবর, গণপতি, বাণ ও দুর্জ্জয় এই চারি জন মহাকুল। গুপ্তবংশে বরাহনগরগুপ্তই মহাকুল, কিন্তু তিনি নিঃসন্তান হওয়ায় ঐ কুল প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে স্থানে স্থানে যে দুই এক ঘর বরাহনগরগুপ্ত-বংশের বিদ্যমানতা শুনা যায় তাঁহারা বরাহনগরগুপ্তের পোষ্যপুত্র-বংশ-সম্ভূত বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

উত্তমৌ সেনদাসৌ চ গুপ্তদত্তৌ তথৈব চ
দেবঃ করশ্চ মধ্যস্থো রাজসোমৌ কুলাধমৌ॥

দুই মালঞ্চ মহাকুল, চারি চায়ু তাহার তুল,
বরাহনগরগুপ্ত ইহার সমান।
মধ্যম কুলের ভাগে, সনাতনে লিখি আগে,
আর অষ্ট পশ্চাদ্ বাখান।
খানা, বরা, মঙ্গলকোট, এ তিনে সমান যোট,
আর পঞ্চ তাহাতে বিধান।
তেয়ু, সাগর, জড়, ন্যূনভাগে বেতড়,
পানিনালা কহেত সমান।
ধলণ্ডীয়ে নরহট্টীয়ে, এরা নহে রাঢ়ীয়ে,
ইহাদিগের দক্ষিণ দেশে স্থান।
কচুদাস মণ্ডলীয়ে, বালিনাছি পালিগেঁয়ে,
এই চারি কনিষ্ঠ সমান।
মৌড়েশ্বরী রাইগেঁয়ে, আর যত সরাইয়ে,
ইহারা মৌলিক-শ্রেষ্ঠ।
কুলহীন যত আর, দেব দত্ত কর ধর,
তাহারা মৌলিক-কষ্ট।

ত্রিপুরগুপ্ত কায়ুগুপ্তের সহিত সমান কুলিন, কিন্তু কায়ুগুপ্ত অতি প্রসিদ্ধ। আর আর গুপ্তগণ মৌলিক ; কেবল সরাইগুপ্ত সদাচার ও সৎ-ক্রিয়া-সম্পন্ন বলিয়া সন্মৌলিক শ্রেণীতে উত্থিত হইয়াছেন।

মহারাজা বল্লাল সেন এতদ্দেশে কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত করেন, অর্থাৎ আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপ ও দান এই নব-গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে 'কুলীন' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কুলীনের সন্তানেরাও পৈতৃক উপাধি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। পুরাকালে কুলীনের মর্য্যাদাই অধিক ছিল। তখনকার লোকে একটী কুলীনের কন্যা আনয়ন বা কুলীনের ঘরে একটী কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিলেই আপনাকে সম্মানিত জ্ঞান করিত। কুলীনের ঘরে আদান-প্রদান দ্বারা তৎকালে অনেক কষ্ট মৌলিক সন্মৌলিক শ্রেণীতে উত্থিত হইয়া-'ছেন। বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশে পূর্ব্বতন কুল-মর্য্যাদা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে।

এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দই কুল-মর্য্যাদার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন।

চায়ুদাসের কনিষ্ঠ পুত্র দুর্জ্জয় দাস চক্রপাণি দত্তের কন্যাকে (কষ্ট-মৌলিকের কন্যা) বিবাহ করাতে পিতা ও ভ্রাতাদিগের ত্যজ্য হইয়া আপনাকে বড়ই অপমানিত জ্ঞান করিয়া আত্ম-মর্য্যাদা ও কুল-গৌরব বৃদ্ধির জন্য যোগ-সাধন করেন। পরে কাম্বেশ্বরী নাম্নী কালীর বর-দানে বাক্-সিদ্ধ হন, অর্থাৎ এরূপ প্রত্যাদেশ হয় যে, তিনি প্রথমে যে বাক্য উচ্চারণ করিবেন তাহাই সিদ্ধ হইবে। তখন তিনি পূর্ব্বকৃত অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য প্রথমেই মুখ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রকাশ করেন; যেহেতু গণপতি ও বাণের উপরেই তাঁহার আক্রোশ অধিক ছিল।

"চণ্ডীবরঃ কুলশ্রেষ্ঠো দুর্জ্জয়ঃ কুলভূষণম্।
গণে বাণে কুলং নাস্তি নাস্তি কুলং ধলণ্ডকে॥"

ফলতঃ দুর্জ্জয়-প্রধান কোন কোন স্থানে গণ, বান ও ধলণ্ডের কুল-মর্য্যাদা অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব হইলেও সাতসৈকা ও সপ্তগ্রাম-সমাজে গণদাস ও বাণদাস মহাকুল মধ্যে গণনীয়। ধলণ্ডকের, স্থানবাসী বৈদ্যদিগের মধ্যে কুল-মর্য্যাদা দেখা যায় না। কিন্তু সপ্তগ্রামে ধন্বন্তরি-গোত্র-সম্ভূত ধলণ্ডকদিগের কুল-মর্য্যাদা আছে; যেহেতু গণপতি দাস ধলণ্ডককে পাল্‌টী ঘর করাতে ধলণ্ডক মহাকুল মধ্যে পরিগণিত হন। নরহট্ট মধ্যম কুল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সমগ্র বৈদ্যগণ তিন সমাজে বিভক্ত আছে; ফলতঃ সে তিন সমাজের বৈদ্যগণের আদিপুরুষ একই ছিলেন। বহুদিন পূর্ব্ব হইতে পৃথক পৃথক স্থানে বাসনিবন্ধন এই প্রভেদ ঘটিয়াছে। রাঢ়ীয় বৈদ্যেরাই যে বঙ্গভূমিতে গিয়া বাস করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ যথা—

"মৌদ্গল্য-কুলসম্ভূতঃ সদ্বৈদ্য-কুলভূষণম্।
চায়ুদাসঃ পুণ্যকর্ম্মা রাঢ়ে বঙ্গে চ প্রতিষ্ঠিতঃ॥
রাঢ়ায়াং ভূষিতঃ কাশী কুশলী বঙ্গমীমিবান্।"

মৌদ্গল্য-গোত্রজ বৈদ্য-কুলভূষণ পুণ্যবান্ চায়ুদাস রাঢ় ও বঙ্গ দুই স্থানেই প্রতিষ্ঠাবান্ ছিলেন। কাশীসেন রাঢ়দেশে ভূষিত ছিলেন এবং কুশলীসেন বঙ্গদেশে বাস করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

রাঢ়ীয়া ভিষজো যে যে প্রায়স্তে বঙ্গগা অপি।
নন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে নিবসন্তি চ কেচন॥

রাঢ়ীয় বৈদ্যগণই বঙ্গদেশে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, নন্দী প্রভৃতি বৈদ্য-গণ মহারাষ্ট্রে গিয়া বাস করেন। উপরি উক্ত বচন দ্বারা মহারাষ্ট্র দেশেও অম্বষ্ঠ বৈদ্যের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ করিতেছে; ফলতঃ ব্যোপদেব গোস্বামীও সেই মহারাষ্ট্রদেশীয় বৈদ্য ছিলেন।

মহারাজা বল্লাল সেনের সময় হইতে বর্ত্তমান বারেন্দ্র বৈদ্যদিগের মধ্যে সপ্তবিংশতি সমাজ গণনা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কোন কোন স্থানে সম্প্রতি বৈদ্যের বাস নাই, কেবল সেনহাটী, পয়োগ্রাম, তেনাই, তেয়ারি, পাঁচথুপী, মেকজামী, বৈদ্যজামতৈল, পোড়াগাছা, বিক্রমপুর ও দশড়া এই সমস্ত স্থানে বৈদ্যের বাস আছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানেও সম্প্রতি অনেক বৈদ্যের বসতি হইয়াছে।

বারেন্দ্র বৈদ্যদিগের মধ্যে সিদ্ধ-সাধ্যভেদে সংক্ষেপে শ্রেণীবিভাগ।

সিদ্ধবংশ।

মৌদ্গল্য-গোত্রে—অরবিন্দ ও বিষ্ণু মহোজ্জ্বল কুলীন।

ধন্বন্তরি-গোত্রে—বিকর্ত্তন, কন্দর্প, লক্ষ্মণ ও আদিত্য মহোজ্জ্বল কুলীন।

শক্তি-গোত্রে—প্রভাকর, ধর্ম্মাঙ্গদ ও পীতাম্বর মহোজ্জ্বল কুলীন।

মৌদ্গল্য-গোত্রে—কানুদাস ও নয়নদাস উজ্জ্বল কুলীন।

ধন্বন্তরি-গোত্রে—উচলী, শত্রুঘ্ন ও বেদবল্লভ উজ্জ্বল কুলীন।

শক্তি-গোত্রে—গণ (তনাই) উজ্জ্বল কুলীন।

কাশ্যপ-গোত্রে—কায়ুগুপ্ত উজ্জ্বল কুলীন।

ধন্বন্তরি-গোত্রে—রাম, বলভদ্র, রোষ ও ভরত অনুজ্জ্বল কুলীন।

মৌদ্‌গল্য-গোত্রে—জয়দাস অকুলীন, কিন্তু সিদ্ধবংশে সাধ্যভাব প্রাপ্ত।

কাশ্যপ-গোত্রে—ত্রিপুরগুপ্ত অকুলীন-সিদ্ধবংশ।

বর্ত্তমান সময়ে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে রাঢ়ীয় বৈদ্যগণের বসতি দেখা যায়।

২৪ পরগণা———কলিকাতা, ভবানীপুর, বড়িষা, রাজপুর, বারুইপুর, আগড়পাড়া, পেনিটী, সুখচর, নাটাগোড়, খড়দহ, বারাসত, চানক, গৌরিভা, হালিসহর, সিম্‌হাট, মরিচা, জাগুলি, পাইঘাটী।

হাবড়া———হাবড়া, সাল্‌কে, শিবপুর, সাঁতরাগাচি, বাঁকুল, চান্দুল, রামেশ্বরপুর।

হুগলি———বালী, কোন্নগর, বেগমপুর, কাবাসেঁড়ে, বড়া, গুপিনাথপুর, ইলিপুর, আঁটপুর, মাতো, ভাঙ্গামোড়া, খানাকুল-কৃষ্ণনগর, জগদ্দল, বৈদ্যবাটী, হুগলি, চুঁচ্‌ড়া, বাঁশবেড়ে, ত্রিবেণী, বলাগড়, নাড়িচা, পাঁচপাড়া, চৌপেড়ে, পিঁটরে, পৌট্‌বা, চাঁপ্‌তা, সোমড়া, গুপ্তিপাড়া, সরাই, বাঁকীপুর, শ্রীকণ্ঠপুর, নীরোল, আবদুলপুর।

বর্দ্ধমান———জামনা, নপাড়া, কানপুর, কাদ্‌পাড়া, কাদিপুর, চুপী, পাটুলী, অগ্রদ্বীপ, সাতগোড়ে, বাগ্‌ড়ে, সাঁক্‌রা, কাঁদোয়া, দাদ্‌পুর, সমুদ্রগড়, শ্রীখণ্ড, আলমপুর, কেতুগ্রাম, তালাড়ী, নিরোল, পাঁজোয়া, বৈদ্যপুর, কাল্‌না, ধাত্রীগ্রাম, কোমরপাড়া, পাতিলপাড়া, রসুলপুর, মানকর, কেশেড়া, হাঁড়েলা, আমাদপুর, বৈদ্য-নপাড়া।

নদীয়া———নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, জয়পুর, ভাজনঘাট, মাটিয়ারি; মহেশপুর, বজ্‌রাপুর, মেহেরপুর, লোকাড়ি, রঘুনাথপুর, গোব্‌রাপুর, ভাণ্ডারকোলা, করচাডাঙ্গা, শান্তিপুর, মালিপোতা, কাঁচড়াপাড়া।

মুরশিদাবাদ——বহরামপুর, বালুচর, জঙ্গীপুর, জুরুল, দাদপুর, ইচ্লামপুর, গোয়াস, শ্রীরামপুর।

যশোহর——বোধখানা, নান্দাইল, গয়েশ্পুর।

বাঁকুড়া——বাঁকুড়া, দক্ষিণখণ্ড, হাড়মাস্ড়া, রামচন্দ্রপুর।

বীরভূম——সুপুর।

হাজারিবাগ——হাজারিবাগ।

খুলনা——ডুম্রে।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক স্থানে অনেক বৈদ্যের বসতি আছে।

চতুর্থ স্কন্দ।

ইদানীং যেরূপ দেখা যায় তাহাতে বৈদ্যদিগের ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য-ধর্ম্মোক্ত সমস্ত কার্য্যই ব্রাহ্মণদিগের আয়ত্বাধীন হইয়া রহিয়াছে। কতকগুলি অনভিজ্ঞ পুরোহিতমণ্ডলী কুসংস্কার-পরতন্ত্র হইয়া বৈদ্যদিগকে কতকগুলি অন্ধ-বিশ্বাসে বিশ্বস্ত করাইয়া যথাসময়ে যথাশাস্ত্র তাহাদিগের কর্ত্তব্য ও পাল্য বিষয়গুলি শিক্ষা প্রদানে পরাঙ্মুখ হয়েন। সে সমস্ত বিষয়ের সবিস্তার বিবরণ এ পুস্তকে সন্নিবেশিত করিতে হইলে পুস্তক-বাহুল্য হইবে এ নিমিত্ত আমরা নিম্নে তাহার চুম্বক চুম্বক বিষয়গুলি ধারাবাহিকরূপে সন্নিবেশিত করিলাম। কিন্তু স্বজাতি-প্রিয়, স্বধর্ম্মাশ্রয়ী, সহৃদয় বৈদ্য মহোদয়গণ যাঁহারা বৈদ্যজাতির নিত্যনৈমিত্তিকাদি যাবতীয় কার্য্যপ্রণালী সবিস্তার জানিতে বাসনা করেন তাঁহারা পণ্ডিতপ্রবর মাননীয় শ্রীযুক্ত রামগোপাল কবিরত্ন মহোদয় প্রণীত "বৈদ্য-সৎকর্ম্ম-পদ্ধতি" খানি সমগ্র পাঠ করিলেই সমস্ত বিষয় সম্যক্ অবগত হইতে পারিবেন।

বর্ত্তমান সময়ের অনভিজ্ঞ পুরোহিতের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় আমরা আর কি দিব, সম্প্রতি এই রাজধানী মধ্যে কোন বিশিষ্ট ভদ্র বৈদ্যমহাশয়ের কন্যার

বিবাহোপলক্ষে বরপক্ষীয় যে পুরোহিত আসিয়াছিলেন তিনি কন্যা সম্প্রদান-কালে বরপক্ষীয় (অর্থাৎ মৌদ্‌গল্য-গোত্রের) প্রবর পাঠ করিতে যাইয়া পুনঃ-পুনঃ "আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ও নৈয়ধ্রুব" এই প্রবর উচ্চারণ করিয়া যাইলেন। অনেকগুলি বিজ্ঞ পণ্ডিত সে সম্বন্ধে প্রতিবাদ করাতে তিনি উত্তর করিলেন আমি চিরকালই এই প্রবর পাঠ করাইয়া আসিতেছি। অতএব দেখুন এরূপ মূর্খ পুরোহিতের দ্বারা কর্ম্ম করাইলে কোন্ বৈদ্যের ধমনী উত্তেজিত না হইবে?

১। আচমন——আচমন না করিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না এজন্য সকল কার্য্যের প্রারম্ভেই আচমন করা বিহিত। কিন্তু সেই আচমন কার্য্যেও সুবোধ ব্রাহ্মণেরা বৈদ্যদিগকে শূদ্রবৎ জ্ঞান করিয়া তাহাদিগকে শূদ্রের ন্যায় মন্ত্র বলাইয়া থাকেন। এ নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথমে আচমন বিধিই বৈদ্যদিগের জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া লিখিত হইল।

প্রৌঢ়পাদ * না হইয়া উত্তর, পূর্ব্ব বা ঈশান-কোণাভিমুখী হইয়া জানুর মধ্যে হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক, হস্তে পবিত্র (পৈতা) ধারণ করত পবিত্র স্থানে আসীন হইয়া অনন্যচিত্তে আচমন করা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সমস্ত একত্রিত করিয়া হস্তকে গোকর্ণবৎ অর্থাৎ গোরুর কাণের ন্যায় করিতে হইবে। তৎপরে বাম হস্তে কোন তাম্রপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা দক্ষিণ করতলে অত্যল্প পরিমাণে জল স্থাপন করিতে হইবে। পরে উক্ত গোকর্ণাকৃতি অর্থাৎ একত্রীকৃত অঙ্গুলি সমুদয়ের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাকে মুক্ত করত অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা সেই করতলস্থ জল এরূপে তিনবার পান করিতে হইবে যেন পানকালে কোন শব্দ না হয়। উক্ত জল পানকালে প্রণব পাঠপূর্ব্বক বিষ্ণু স্মরণ করিয়া অর্থাৎ বারত্রয় "ওঁ বিষ্ণুঃ" উচ্চারণ করতঃ "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরা-ততম্' এই মন্ত্র পাঠসহকারে জল পান করা কর্ত্তব্য। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা

* আসনের উপরি পাদতল স্থাপন পূর্ব্বক উপবেশনের নাম, অথবা জানু ও জঙ্ঘাকে বস্ত্রাদি দ্বারা পৃষ্ঠদেশসহ বেষ্টন পূর্ব্বক বন্ধন করিয়া উপবেশনের নাম প্রৌঢ়পাদ।

দুইবার ওষ্ঠপ্রান্ত মার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। তৎপরে হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলীত্রয় একত্র করিয়া তদ্দ্বারা মুখ স্পর্শ করা কর্ত্তব্য। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী একত্র করিয়া তদ্দ্বারা অগ্রে বাম পরে দক্ষিণ নাসারন্ধ্র; অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা একত্র করিয়া অগ্রে বাম পরে দক্ষিণ চক্ষু তদনন্তর ঐরূপেই অগ্রে বাম কর্ণ ও পশ্চাৎ দক্ষিণ কর্ণ এবং অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা একত্র করত নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া হস্ত প্রক্ষালন করিতে হইবে। তৎপরে করতল দ্বারা হৃদয়স্থান এবং একত্রীকৃত সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা অগ্রে মস্তক, পরে বাম ও দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ করিতে হইবে। এইরূপ আচমন ব্রাহ্মণাদি দ্বিজবর্ণের মধ্যে প্রশস্ত। সাধারণতঃ অন্য প্রকারেও আচমন করা যায়। যথা—উপরোক্ত বিধি অনুসারে দক্ষিণ করতলস্থিত জল বারত্রয় পানপূর্ব্বক "ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরশুচিঃ।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণব পাঠ পূর্ব্বক তিনবার বিষ্ণু স্মরণ করিবে অর্থাৎ বারত্রয় 'ওঁ বিষ্ণুঃ' উচ্চারণ করিবে। এবম্প্রকারে আচমন করিয়া সকল কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

২। ওঙ্কারার্থ——'অ'কার 'উ'কার এবং 'ম'কার এই বর্ণত্রয়ের সন্ধি-দ্বারা 'ওম্' এই শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। এই 'ওঙ্কার'কেই প্রণব অর্থাৎ বীজ কহে। 'অ'কারের অর্থ বিষ্ণু অর্থাৎ জগৎপাতা অথবা স্থিতি-কারণ, 'উ' কারের অর্থ শিব অর্থাৎ সংহারকর্ত্তা অথবা লয়-কারণ এবং 'ম'কারের অর্থ ব্রহ্মা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা অথবা উৎপত্তি-কারণ। অতএব 'ওম্' শব্দের অর্থ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নামে আখ্যাত সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের বীজস্বরূপ পরব্রহ্ম। যেহেতু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে;—

"অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ।
মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়োমতাঃ॥"

ওঙ্কার স্বর্গের দ্বারস্বরূপ, তজ্জন্য সমুদয় কর্ম্মের আদিতে ওঙ্কার উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। এই ওঙ্কার সমুদয় মন্ত্রের আদ্যুচ্চার্য্য বীজবর্ণ। ওঙ্কার উচ্চারণ না করিয়া যে কোন মন্ত্র পাঠ করা যায় তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে;

সুতরাং দানাদি যাবতীয় নিত্য বা পুণ্যকর্ম্মের আদ্যন্তে প্রণব উচ্চারণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

৩। গায়ত্রী——ওঁ ভূর্ভুবঃস্বস্তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।

অর্থ——যিনি স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল এই ত্রিলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, যিনি দেবতাদিগেরও আরাধ্য,এমন যে বরণীয় ঈশ্বর আমি তাঁহার ধ্যান করি।

সাধক গায়ত্রী জপ করিবার সময়ে গায়ত্রীর অর্থ এইরূপে ধ্যান করিবেন। যথা ;—সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী যে তেজোময় ব্রহ্ম আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ সাধনে পুনঃপুনঃ প্রেরণ করিয়া থাকেন, যিনি ত্রিলোকান্তর্ভূত থাকিয়া পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গ প্রকাশ করিতেছেন এবং যিনি অন্তরাত্মা স্বরূপ হইয়া সমুদয় জীবের হৃদয়ে বাস করিতেছেন—জন্ম, মৃত্যু ও ত্রিবিধ দুঃখ (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক) নিবারণের নিমিত্ত সেই ত্রিলোকীভূত, সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী হৃন্মধ্যস্থ উপাস্য জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকে অভেদ জ্ঞানে আমরা তাঁহার উপাসনা করি।

৪। গায়ত্রীজপ——সাধক কুশাসনে বা অন্য কোন পবিত্র আসনে উপবেশন করিয়া হস্তে কুশ গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বাস্য বা সূর্য্যাভিমুখ হইয়া অক্ষমালা গ্রহণ পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবে। প্রাতঃকালে উত্তান করে অর্থাৎ হস্ত চিৎ করিয়া, মধ্যাহ্নকালে তির্য্যক্ করে অর্থাৎ হস্ত বক্র করিয়া এবং সায়ংকালে হস্ত উবুড় করিয়া জপ করা কর্ত্তব্য। সংখ্যাবিহীন জপ করিলে সে জপ নিষ্ফল হয় এজন্য জপের সংখ্যা রাখা কর্ত্তব্য। অক্ষমালায় ঊর্দ্ধ-সংখ্যা একশত আটটি এবং ন্যূনকল্পে আটাইশটি রুদ্রাক্ষ রাখা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ লোকে একশত আটবার গায়ত্রী জপ করে। তদতিরিক্ত জপ করিতে হইলে যথারীতি জপের সংখ্যা রাখিতে হইবে। অক্ষমালার অভাবে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীগ্রন্থি দ্বারাও গায়ত্রী জপ হয়।

করাঙ্গন্যাস——অঙ্গুলি-পর্ব্বসমূহের নাম করমালা। তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা এবং কনিষ্ঠা এই অঙ্গুলিচতুষ্টয়ের মূল, মধ্য ও অগ্র পর্ব্বক্রমে সমুদয়ে দ্বাদশটি পর্ব্বের মধ্যে মধ্যমার মূল ও মধ্য পর্ব্ব (গ্রন্থি) পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট দশটী পর্ব্ব জপে প্রশস্ত। প্রথমতঃ অনামিকার মধ্যপর্ব্ব হইতে

আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে তাহার মূল ; কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র ; অনামিকার অগ্র ; মধ্যমার অগ্র; তর্জ্জনীর অগ্র,মধ্য ও মূল এই দশ পর্ব্বে জপ করা কর্ত্তব্য। উপরোক্ত দশপর্ব্বে দশবার জপ করিলে একশত বার জপ করা হইবে ; পরে অবশিষ্ট আটবার জপ করিতে হইলে জপনীয় দশটি পর্ব্বের আদ্যন্ত দুইটি পর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া জপ করিলেই একশত আটবার জপ সিদ্ধ হইবে। করমালায় গায়ত্রী জপ করিবার প্রারম্ভে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী এই অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যে পবিত্র (পৈতা) রক্ষা করিতে হইবে। পরে সংখ্যা নির্ণয় করিতে হইলে অর্থাৎ প্রতি দশবার জপান্তে পৈতা দ্বারা অঙ্গুষ্ঠকে এক একটী বেষ্টন দিলে একশতবার জপান্তে দশটী বেষ্টন পড়িবে। পরিশেষে আর আটবার জপ করিলেই একশত আটবার জপের সংখ্যা নির্ণয় হইয়া যাইবে।

বাচিক, উপাংশু এবং মানস ভেদে জপ ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ জপ উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বাচিক অপেক্ষা উপাংশু, উপাংশু অপেক্ষা মানস জপ শ্রেষ্ঠ। স্পষ্টাক্ষরে মন্ত্র উচ্চারণ করাকে বাচিক জপ কহে; জিহ্বোষ্ঠমাত্র পরিচালিত অথচ স্বয়ং শ্রবণযোগ্য কিঞ্চিৎ শব্দবিশিষ্ট জপকে উপাংশু জপ কহে এবং জিহ্বোষ্ঠ চালন না করিয়া মন্ত্রের অর্থমাত্র চিন্তা করাকে মানস জপ কহে। গায়ত্রী জপ উচ্চৈঃস্বরে করা অতীব নিষিদ্ধ।

গায়ত্রী পাঠ দ্বিজবর্ণমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য, গায়ত্রী পাঠ করিতে হইলে প্রথমে ওঙ্কার তৎপরে মহাব্যাহৃতিত্রয় (১) তৎপরে গায়ত্রী এবং তৎপরে পুনশ্চ ওঙ্কার সংযুক্ত করিয়া গায়ত্রীপাঠ সমাপন করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ প্রত্যুষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ মধ্যাহ্নকালেও যথাশক্তি গায়ত্রী পাঠ করা এবং সায়াহ্নে উপবিষ্ট হইয়া নক্ষত্র দর্শন পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করা বিধেয়।

অশৌচমধ্যে সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে। বিশেষতঃ অশৌচ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে করণীয় কোন নিত্যকার্য্য কোন কারণবশতঃ পতিত হইলেও তাহা অশৌচান্তে করিতে হইবে। সায়ংসন্ধ্যা সম্বন্ধে বিশেষ

(১) ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই তিনটিকে মহাব্যাহৃতি কহে।

এই যে সংক্রান্তিতে, পক্ষান্তে অর্থাৎ অমাবস্যা পূর্ণিমাতে, দ্বাদশীতে এবং কোন শ্রাদ্ধদিনে সায়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ।

প্রথম স্কন্দে মহারাজা লক্ষ্মণ সেন দেব প্রদত্ত তাম্রফলকের অনুরূপ যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে অম্বষ্ঠ বৈদ্যদিগের যে ঋগ্বেদে অধিকার আছে তাহা বিশিষ্টরূপে সপ্রমাণিত হইয়াছে। এজন্য বর্ত্তমান সময়ের বৈদ্যমাত্রেরই সন্ধ্যাবন্দনাদি যে কিছু নিত্যকর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহা ঋক্‌বেদের মতেই করা উচিত। আধুনিক ব্রাহ্মণমাত্রেরই এরূপ বিশ্বাস যে কলিকালে সন্ধ্যা-গায়ত্রী পাঠ করিলেই বেদ পাঠ করা হয়। যদি তাই স্বীকৃত হয় তাহা হইলেও বৈদ্য (অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণ) মাত্রেরই প্রতিদিন ন্যূনকল্পে একবার সন্ধ্যা গায়ত্রী পাঠ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ফলতঃ প্রাতে এক ঘণ্টা সময় ব্যয় করিলে যখন এতাদৃশ সুমহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা স্ব স্ব জাতীয় গৌরব ও মর্য্যাদা রক্ষা হয় তখন মাননীয় বৈদ্যমহোদয়গণ আপনাপন সুকুমারমতি বালকবৃন্দকে যে কেন এবম্ভূত কার্য্যের জন্য উৎসাহিত না করেন আমরাত ইহার কিছুই অর্থ বুঝিতে পারি না। যদিচ বৈদ্যবালকগণ সন্ধ্যাবিধির সমগ্র প্রকরণ প্রত্যহ অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ না হন কিন্তু ন্যূনকল্পে উহার কিয়দংশও অনুষ্ঠান করিলে যে তাঁহাদিগের জাতীয় মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয় ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এজন্য আমরা নিম্নে সন্ধ্যাবিধির যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম। সমগ্র সন্ধ্যা প্রকরণ জানিবার আবশ্যক হইলে স্ব স্ব কুলপুরোহিত বা কুলগুরুর নিকট হইতে জানা যাইতে পারে। বিশেষতঃ বৈদ্যসন্তানমাত্রেরই উপনয়নকালে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে স্ব স্ব কুলপুরোহিতের নিকট হইতে নিত্যকর্ম্ম সমস্ত অভ্যাস করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

৫। সন্ধ্যাবিধি——প্রথমতঃ যথাবিধি আসনে উপবেশন পূর্ব্বক আচমন করিয়া মান্ত্রিক স্নানমন্ত্র ছয়টী পাঠ পূর্ব্বক শিরোমার্জ্জন করিতে হইবে। শিরোমার্জ্জনের পর প্রাণায়াম করিতে হইবে। প্রাণায়ামের পূর্ব্বে ওঙ্কার, সপ্তব্যাহৃতি, গায়ত্রী এবং গায়ত্রীশির ইহাদিগের প্রত্যেকের ঋষি, দেবতা, ছন্দ ও বিনিয়োগ স্মরণ করিতে হইবে। ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া যথাক্রমে পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিতে হইবে। পূরক, কুম্ভক ও রেচকের সময় নাভিমণ্ডলে, হৃদয়ে ও ললাটে যথাক্রমে ব্রহ্মার, বিষ্ণুর ও রুদ্রের ধ্যান করিয়া

যথাবিধি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। ঐরূপে প্রাণায়াম সমাপনের পর যথাক্রমে আচমন, পুনর্ম্মার্জ্জন, অমঘর্ষণ জপ করিতে হইবে। অমঘর্ষণ জপের পর সূর্য্যোদ্দেশে উদকাঞ্জলি এবং উদকাঞ্জলির পর সূর্য্যোপস্থান করিতে হইবে। তৎপরে গায়ত্রীর উপাসনা অর্থাৎ প্রথমে অঙ্গন্যাস, তৎপরে ধ্যান, তৎপরে আবাহন, তৎপরে জপ, তৎপরে উপস্থান, তৎপরে দিক্ প্রভৃতিকে প্রণাম এবং তৎপরে গায়ত্রী বিসর্জ্জন করিয়া সন্ধ্যা সমাপন করিতে হইবে। তদনন্তর সূর্য্যার্ঘ দান পূর্ব্বক সূর্য্যকে প্রণাম করিয়া নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিবে।

সুকুমারমতি বৈদ্যবালকদিগের জন্য নিম্নে সন্ধ্যাবিধির স্থূল স্থূল বিষয় লিখিত হইতেছে। যথা ;—

মার্জ্জন——ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ, শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ। ১॥ ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ। ২॥ ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন মহে রণায় চক্ষসে। ৩॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়-তেহ নঃ উশতীরিব মাতরঃ। ৪॥ ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ। ৫॥ ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্রিরজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবী-ঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ। ৬॥

ব্রহ্মার ধ্যান,——হংসস্থং দ্বিভুজং রক্তং সাক্ষসূত্র-কমণ্ডলুম্।
চতুর্ম্মুখমহং বন্দে ব্রহ্মাণং নাভিমণ্ডলে॥

মন্ত্র——ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচদয়াৎ, ওঁ আপো-জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্। বিষ্ণু ও রুদ্রের ধ্যানের পরও এই মন্ত্র পাঠ্য।

বিষ্ণুর ধ্যান,——শঙ্খচক্রগদাপদ্মকরং গরুড়বাহনম্।
হৃদি নীলোৎপলশ্যামং বিষ্ণুং বন্দে চতুর্ভুজম্॥

রুদ্রের ধ্যান,——ত্রিলোচনং ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধানং বৃষাসনম্।
ললাটে চিন্তয়েৎ দেবমেবং ভুজগভূষণম্॥

অঙ্গন্যাস——ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা, ওঁ, ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ স্বঃ কবচায় হুং, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ অস্ত্রায় ফট্। ওঁ তৎ সবিতুঃ হৃদয়ায় নমঃ, বরেণ্যং শিরসে স্বাহা, ভর্গো দেবস্য শিখায়ৈ বষট্, ধীমহি কবচায় হুং, ধিয়ো য়ো নঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, প্রচোদয়াৎ অস্ত্রায় ফট্।

গায়ত্রীর ধ্যান——(প্রাতর্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্ন তিনকালেই এক)—ঋগ্‌যজুঃসাম-ত্রিপদাং তির্য্যগূর্দ্ধাধো দিক্ষু ষট্‌কুক্ষিং পঞ্চশিরসমগ্নিমুখীং ব্রহ্মশিরস্কাং রুদ্র-শিখাং বিষ্ণুহৃদয়াং সূর্য্যমণ্ডলস্থাং কৌষেয়বসনাং পদ্মাসনস্থাং দণ্ডকমণ্ডল্বক্ষ-সূত্রাভয়াঙ্কচতুর্ভুজাং শুক্লবর্ণাং শুক্লাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাং শরচ্চন্দ্রসহস্রাভাং সর্ব্বদেবময়ীং (সর্ব্ববেদময়ীং) ধ্যায়েৎ।

গায়ত্রী আবাহন——আয়াতু বরদা দেবী অক্ষরং ব্রহ্মসম্মিতম্।
গায়ত্রীচ্ছন্দসাং মাতা ইদং ব্রহ্ম জুষস্ব নঃ॥

ওঁ ওজোঽসি সহোঽসি বলমসি ভ্রাজোঽসি দেবানাং ধামনামাসি বিশ্বমসি বিশ্বায়ুঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুঃ অভিভূরোঁ।

ওঁ আগচ্ছ বরদে দেবি জপ্যে মে সন্নিধা ভব।
গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বমতঃ স্মৃতা।

গায়ত্রী——ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধীয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

প্রতিসন্ধ্যাতে ১০৮ বার গায়ত্রী জপ করাই কর্ত্তব্য। অসমর্থপক্ষে ২৮ বার তাহাতেও অশক্ত হইলে ১৮ বার ন্যূনকল্পে ১০ বার গায়ত্রী জপ করা কর্ত্তব্য।

গায়ত্রী-উপস্থান, ঋষ্যাদি——জাতবেদস ইত্যস্য কাশ্যপঋষিঃ,জাতবেদাগ্নি-র্দেবতা, ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ, শান্ত্যর্থজপে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র——ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ।

দিগাদির প্রণাম——ওঁ পূর্ব্বাদিদিগ্‌ভ্যো নমঃ। ওঁ দিগীশেভ্যো নমঃ। ওঁ সন্ধ্যায়ৈ নমঃ। ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ। ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ। ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্যো নমঃ।

গায়ত্রী বিসর্জ্জন——ওঁ উত্তরে (মে) শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি।
ব্রাহ্মণেভ্যোঽভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবী যথা সুখম্॥

সূর্য্যার্ঘ দান——ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে।
এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘং দিবাকর।

প্রণাম——ওঁ জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

তর্পণ-বিধি।

দেবতর্পণ——যথারীতি উপবীত ধারণপূর্ব্বক পূর্ব্বাস্য হইয়া যবোদক দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল দান করিতে হইবে।

মন্ত্র——ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতু। ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতু। ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতু। ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতু।

ওঁ দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ॥
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে॥
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥

উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া এক অঞ্জলি জল দান করিবে।

মনুষ্যতর্পণ।

মন্ত্র——ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।

উত্তরাস্য হইয়া বিপরীতভাবে উপবীত ধারণ করত উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দুই অঞ্জলি জল প্রদান করিবে।

ঋষিতর্পণ।

পূর্ব্বাস্য হইয়া যথারীতি উপবীত ধারণপূর্ব্বক যবোদক দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে।

মন্ত্র——ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতু। ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতু। ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতু। ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতু। ওঁ পুলহস্তৃপ্যতু। ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতু। ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতু। ওঁ বশিষ্টস্তৃপ্যতু। ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতু। ওঁ নারদস্তৃপ্যতু।

দিব্যপিতৃক তর্পণ।

দক্ষিণাস্য হইয়া মালার ন্যায় উপবীত ধারণপূর্ব্বক এক এক অঞ্জলি তিলোদক প্রদান করিবে। তিলবর্জ্জিত জল হইলে এতদুদকং; তিলযুক্ত হইলে এতৎ সতিলোদকং; তিলবর্জ্জিত গঙ্গাজল হইলে এতদগঙ্গোদকং এবং তিলযুক্ত গঙ্গাজল হইলে এতৎ সতিলগঙ্গোদকং এইরূপ প্রয়োগ করিতে হইবে।

মন্ত্র——ওঁ অগ্নিস্বাত্তাস্তৃপ্যন্তু——এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ সৌম্যাস্তৃপ্যন্তু——এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ হবিষ্মন্তস্তৃপ্যন্তু——এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ উষ্মপাস্তৃপ্যন্তু——এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ সুকালিনস্তৃপ্যন্তু——এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ বর্হিষদস্তৃপ্যন্তু——এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ আজ্যপাস্তৃপ্যন্তু——এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।

যমতর্পণ।

দক্ষিণাস্য হইয়া মালার ন্যায় উপবীত ধারণপূর্ব্বক তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবে।

মন্ত্র——ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ।

আবাহন মন্ত্র—ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্নন্ত্বপোঽঞ্জলিম্।

পিতৃতর্পণ।

দক্ষিণাস্য হইয়া মালার ন্যায় উপবীত ধারণ পূর্ব্বক সতিলোদক দ্বারা পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী এই নয় জনকে তিন তিন অঞ্জলি এবং মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধপ্রমাতমহী এই তিন জনকে এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। যথা;—

পিতা——অমুক গোত্রং পিতরং অমুক দাসগুপ্তং বা সেনগুপ্তং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ।

পিতামহ——অমুক গোত্রং পিতামহং অমুক দাসগুপ্তং বা সেনগুপ্তং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ।

প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহদিগকেও উপরোক্ত মতে তর্পণ করিতে হইবে।

মাতা——অমুক গোত্রাং মাতরং অমুক দেবীং তর্পয়ামি এতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা নমঃ।

পিতামহী——অমুক গোত্রাং পিতামহীং অমুক দেবীং বা যথানাম্না দেবীং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা নমঃ।

প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধপ্রমাতামহীদিকে ও উপরোক্ত মতে তর্পণ করিতে হইবে।

কাম্যতর্পণ।

পিতৃতর্পণের ন্যায় দক্ষিণাস্য হইয়া মালার ন্যায় উপবীত ধারণ পুর্ব্বক নাম ও গোত্র উল্লেখ করিয়া নৈকট্যক্রমে পত্নী, পুত্র, ভ্রাতা, পিতৃব্য, মাতুল, দুহিতা, ভগিনী, দৌহিত্র, ভাগিনেয়, পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, গুরু, গুরুপত্নী, বান্ধব এবং মিত্রাদিকে এক এক অঞ্জলি তিলোদক দ্বারা তর্পণ করা বিধেয়। ইহার পর নিম্নলিখিত মন্ত্র কয়টী পাঠপূর্ব্বক এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করাও কর্ত্তব্য।

মন্ত্র——ওঁ যে বান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্খিণঃ॥

মন্ত্র——ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্॥

এই জল অঞ্জলি ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

মন্ত্র——ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকম্॥

বস্ত্রনিষ্পীড়িত জল কোসাতে গ্রহণ করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করা বিধেয়।

উপরোক্ত বিধি অনুসারে তর্পণ সমাপন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ-পূর্ব্বক প্রণাম করিতে হইবে।

মন্ত্র——ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥ পিতৃচরণেভ্যো নমঃ।

সংক্ষেপ-তর্পণ।

দক্ষিণাস্য হইয়া মালার ন্যায় উপবীত ধারণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিয়া তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিলেও চলিতে পারে।

মন্ত্র——ওঁ আব্রহ্ম ভুবনালোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥

গঙ্গাস্নান।

প্রথমতঃ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তিনবার জল স্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাঠপূর্ব্বক জলে অবতরণ করা কর্ত্তব্য।

মন্ত্র——"ওঁ বিষ্ণুপাদার্ঘসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি।

শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাতর্দ্দেবী জাহ্নবি।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাম্ ॥"

তদনন্তর স্নান করিয়া গঙ্গার প্রণাম; তৎপরে গঙ্গার মাহাত্ম্য পাঠ করা কর্ত্তব্য।

প্রণাম——ওঁ সদ্যপাতকসংহন্ত্রী সদ্যদুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমাগতিঃ ॥

মাহাত্ম্য——ওঁ গঙ্গাগঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাংশতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

তান্ত্রিকমতে গঙ্গাস্নানের পূর্ব্বে সংকল্প করা কর্ত্তব্য। যথা,—ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক দেবতা প্রীয়তে স্নানমহং করিষ্যে।

স্নানান্তে সূর্য্যের প্রণাম, নবগ্রহস্তোত্র, বিষ্ণুর স্তব, বিষ্ণুর নামাষ্টক, গঙ্গার স্তব, অন্নপূর্ণার স্তব ইত্যাদি নিত্যকার্য্য গুলি ভক্তিপূর্ব্বক করা উচিত। নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি দেখিলেই তাহার যথাযথ জ্ঞান জন্মিতে পারে।

সন্ধ্যা-গায়ত্রী পাঠের ন্যায় আর একটী কার্য্য আমাদের নিত্যকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত আছে। সম্ভবতঃ অনেকেই অনেকস্থলে দেখিয়া থাকিবেন যে বিজ্ঞ প্রাচীন হিন্দুমাত্রেই আহারের পূর্ব্বে ও পরে গণ্ডূষ করিয়া থাকেন এবং আহারীয় দ্রব্যগুলির অগ্রভাগ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া নিবেদন করিয়া দেন। ফলতঃ তাহার মধ্যে অবশ্যই কোন গূঢ়ার্থ বিদ্যমান আছে। সে গূঢ়ার্থ জানিবার জন্য সকলে ব্যগ্র হউন বা নাই হউন স্থূল কথা এই যে, যে ভূতাত্মা (সূক্ষ্মদেহ) আহারীয় দ্রব্যের সারাংশ দ্বারা এই স্থূল জড় দেহকে পরিচালিত করিতেছেন, আমাদিগের পক্ষে সেই আহারীয় দ্রব্যের অগ্রভাগ তাঁহারই উদ্দেশে নিবেদন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এজন্য নিম্নে তাহার প্রক্রিয়াও লিখিত হইল। যথা;—

প্রথম গণ্ডূষ মন্ত্র——ওঁ অমৃতোঽভিস্তরণমসি স্বাহা।

শেষ গণ্ডূষ মন্ত্র——ওঁ অমৃতোঽপি ধানমসি স্বাহা।

আহারীয় দ্রব্যের অগ্রভাগ গ্রহণপূর্ব্বক আহারীয় পাত্রের কিঞ্চিৎদূরে

পাঁচ অংশে বিভক্ত করিয়া রাখিতে হইবে। পরে ওঁ প্রাণায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা এই মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই পঞ্চ ভাগকে ভূতাত্মা উদ্দেশে নিবেদন করিয়া দিতে হইবেক।

সমাপ্ত।